

3.3.1: Number of research papers published per teacher in the journals notified on UGC Care list during the last five years

2019

UGC Approved listed Journal, SL No. 40742

রূপনারায়ণপুর পশ্চিম বর্ধমান থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা

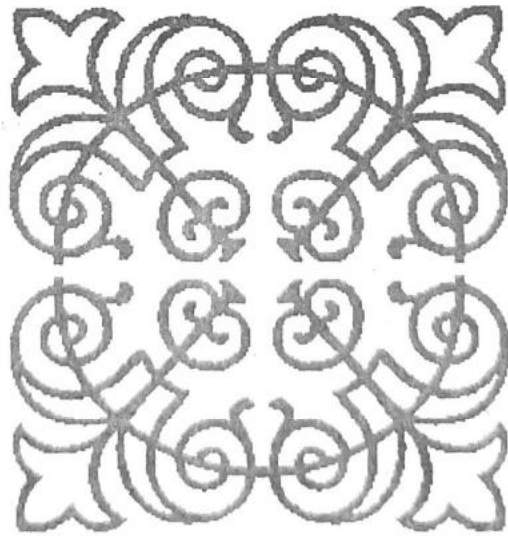
আজকের

যোখন

৩৬ বর্ষ ◆ ৪র্থ সংখ্যা

আষাঢ় - শ্রাবণ, ১৪২৬ ◆ জুলাই - আগস্ট, ২০১৯

মন যোগায় না, মন জাগায়



Literary Magazine AJKER JODHAN

Rn No. 53025 ♦ ICA Approved ♦ Postal Rn. No. WB/ASL/127

Vol. 36 ♦ No. 4 ♦ July - August, 2019 ♦ ISSN 0871-5819

♦ Price Rs. 40.00

সংগ্রহযোগ্য বই

চুরুলিয়া ও নজরুল কথার নানা প্রসঙ্গ

অমর চট্টোপাধ্যায়, শচীনন্দন পাল

২৮০ টাকা।

স্বপ্ননগরী চিত্তরঞ্জন ও মিহিজাম

দিগেন বর্মণ

৬৫০ টাকা।

যোধন প্রকাশনী

Owned Printed & Published by Basudeb Mondal from Paschim Rangmati,
Rupnarayanpur, West Burdwan - 713386, Ph. (0341) 2532 831, Printed at Bani Art
Press, 50A, Keshab Chandra Sen Street, Kolkata 9, Phone : 9330899720,
E-mail : baniartpress07@gmail.com, Editor : **Basudeb Mondal**,
Mobile : 9832704825, E-mail : deshpremi.sm@gmail.com

রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপুর ঘরানা...ফিরে দেখা ড. চৈতালী মান্ডি

বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রধান কেন্দ্র বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সূচনা হয়েছিল তানসেন বংশীয় ওস্তাদ বাহাদুর খানের তত্ত্বাবধানে মল্লরাজা মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহদেবের পৃষ্ঠপোষকতায়। গুরুশিষ্য পরম্পরায় কয়েক প্রজন্মের সংগীতচর্চা বাংলাদেশের রুচি, কৃষ্টি, ভৌগলিক পরিবেশ, জলবায়ু, কীর্তন-বাউলের প্রভাব অনুসারে এক নতুন ঘরানার সৃষ্টি করল। ‘ঘরাণা’ অর্থে.. এক স্বতন্ত্র গায়নরীতি, রাগরাগিনীর বিশিষ্ট স্বরবিন্যাস ও প্রয়োগ কৌশল, তালে মাত্রা বিভাজনে স্বকীয়তা, গানের বাণী উচ্চারণে বিশিষ্টতা। মল্লাভূমের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সর্বভারতীয় অন্যান্য ঘরানার পাশাপাশি ‘বিষ্ণুপুরী রীতি’ বা ‘বিষ্ণুপুরী চং’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুর ঘরানার আদি গুরু হিসেবে সম্মানিত। কিন্তু বিষ্ণুপুর ঘরাণার বৃদ্ধি ঋদ্ধির ক্ষেত্রে যাদের অবদান উল্লেখ্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের অন্যতম প্রিয় শিষ্য মল্লরাজসভার গায়ক ‘সংগীতকেশরী’ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসন্ন। ১৮৭১ সালের ১২ই জুলাই, বাংলা ১২৭৮ সনের ২৯শে আষাঢ় রামপ্রসন্নের জন্ম। পিতার কাছেই তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার সূচনা। কণ্ঠসংগীত পিতার কাছে ধ্রুপদ ও যন্ত্রসংগীতে তবলা ও পাখোয়াজে তালিম নিয়েছিলেন। এছাড়া কোলকাতায় গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে টপ্পা শিখেছিলেন। সেতার, এসরাজ ও সুরবাহার শিক্ষা করেছিলেন যন্ত্রবাদক নীলমাধব চক্রবর্তীর কাছে। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধেলখন্ডের কিংবদন্তী সেতারবাদক মহম্মদ খাঁর কাছে সেতার শিক্ষা করেন মহম্মদ খাঁর কাছে দুই আঙুলে সেতার বাদনের পদ্ধতি শিখে তিনি বিষ্ণুপুরে এই পদ্ধতির প্রচলন করেন। সংগীত এবং বাদ্য উভয় বিষয়ে রামপ্রসন্নের পারদর্শীতা সম্পর্কে সঙ্গীতাচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৮০) বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন.... ‘অনন্তলালের জ্যেষ্ঠপুত্র সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন ছিলেন বড়োদরের ধ্রুপদ গায়ক এবং অদ্বিতীয় সুরবাহার ও সেতারবাদক। তাছাড়া ন্যাসতরঙ্গ, এসরাজ, বীণা, পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতি বাদনেও দক্ষ শিল্পী ছিলেন।’

কুচিয়াকোলের রাজসভায় সংগীতগুরু হিসাবে রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মজীবনের সূচনা। রামপ্রসন্নের ভ্রাতৃপুত্র ‘সংগীত-রত্নাকর’ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দ্বিতীয় দিল্লি বিষ্ণুপুর’ গ্রন্থে কুচিয়াকোলে রামপ্রসন্নের অবস্থিতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন... ‘তিনি প্রায় দশবারো বৎসর নির্ঠাসহকারে তাঁহার পদের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন।’

১৮৯৬ সালে পিতা অনন্তলালের মৃত্যুর অল্পদিন পরে রামপ্রসন্ন নাড়াজোল রাজসভায় সংগীতাচার্যের পদে যোগদান করেন। রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর নাড়াজোল-রাজ্যের পেনশন নিয়ে বিষ্ণুপুরেই কাটিয়েছিলেন।

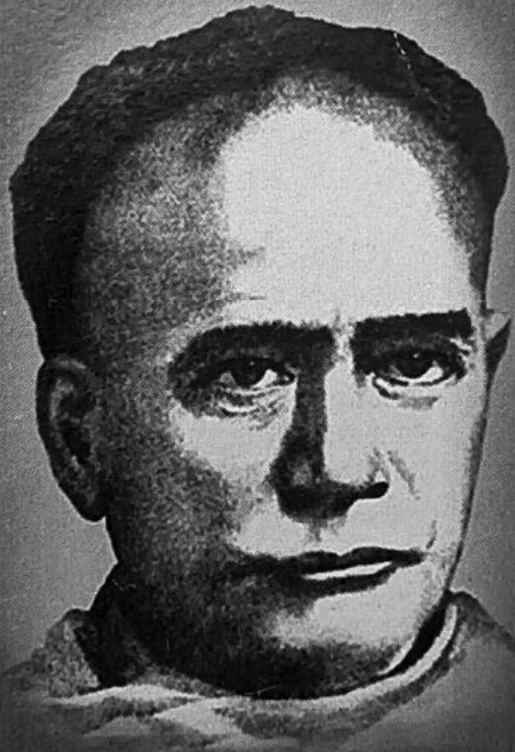
ব্যক্তিগতজীবনেও রামপ্রসন্ন ছিলেন আদর্শবান, সং ও নিরোভ মানুষ। আদর্শের জন্য, কর্তব্যের জন্য, অর্থের প্রলোভন তিনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন। নাড়াজোল-রাজ নরেন্দ্রলাল খানের সভাগায়ক থাকার সময় তিনি গাইকোওয়ার্ডের মহারাজার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। গাইকোওয়ার্ডের মহারাজা তাঁকে ৭০০ টাকা মাহিনা দিয়ে সভাগায়ক নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে বিষ্ণুপুরে থাকার সময় পিতার প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যালয়ের সংস্কার করতে প্রয়াসী হন। এ সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে

রূপনারায়ণপুর বর্ধমান থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা

আজকের

বোম্বাই

মন যোগায় না, মন জাগায়



৩৬ বর্ষ ◆ ৫ম সংখ্যা

শারদ ১৪২৬

ভাদ্র - আশ্বিন, ১৪২৬ ◆ সেপ্টেম্বর - অক্টোবর,

নাট্যপথিক শম্ভু মিত্র
ড. চৈতালী মাণ্ডি
সহকারী অধ্যাপিকা
ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

“স্বপ্ন জেগে উঠেছে, উঠেছে
স্তালিনগ্রাদে, মস্কোভায়,
টিউনিসিয়ায়, মহাচীনে।
মহা আশ্বাসের প্রবল নিঃশ্বাসে,
দুর্দমনীয় ঝড় উঠেছে, সৃষ্টির ঈশাণ কোণে।”

মধুবংশীর গলি’র (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) প্রাঞ্জল পংক্তিগুলি সমকালকে চমকিত করে তুলেছিল; আর যাঁর জলদগম্বীর কণ্ঠস্বরে, পরিশীলিত উচ্চারণে, মার্জিত বাচনভঙ্গিতে শ্রোতৃমন্ডলী আবিষ্ট হয়েছিলেন... তিনি শম্ভু মিত্র। ‘মধুবংশীর গলি’র কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন... ‘নির্জন সেই লেকের ধারে শম্ভুর আবৃত্তি যেন প্রত্যয়ের দীপ জ্বলে দিত।’ শুধু নির্জনে নয়, নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, সুসজ্জিত মঞ্চে.. শিক্ষিত, বোদ্ধা শ্রোতার সামনে; কখনো বা ‘মাহেশ’র মতো স্বল্পশিক্ষিত মজুরদের টিমটিম আলোর মঞ্চে.. শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি প্রত্যয়ের আবর্ত সৃষ্টি করেছে। কখনো সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণুদে’র কবিতা মূর্ত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে; কখনো জীবনানন্দের ‘হায় চিল’ বা আট বছর আগের এক দিন’- এর বোধ ধ্বনিত হয়েছে; আবার কখনো রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনদেবতা’-তে মগ্ন তিনি। তবু আবৃত্তিকার শম্ভু মিত্র’ তাঁর একটা বিশেষ দিক-এর পরিচয়বাহী। নট, নাট্যকার, নাট্য-নির্দেশক, সংগঠক শম্ভু মিত্র.. এক অনন্য সাধারণ কিংবদন্তী নাট্যব্যক্তিত্ব।

স্কুল জীবনেই আবৃত্তি ও নাটকের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন শম্ভু মিত্র। রীতিমত আবৃত্তির চর্চাও শুরু করেন। পরিচিত হতে থাকেন দেশি-বিদেশী নাটকের সাথে। ১৯৩৯ সালে তিনি যোগ দেন পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে। বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটক ‘মাটির ঘর’-এ তাঁর প্রথম অভিনয়ের সূচনা... ‘রঙমহল’ মঞ্চে। এই মঞ্চে আরো কয়েকটি নাটকে তিনি অভিনয় করেন। যথা, ‘মালা রায়’, ‘ঘুর্গি’, ‘রত্নদীপ’ ইত্যাদি। এরপর যোগ দেন ‘মিনার্ভায়... বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র পরিচালিত ‘জয়ন্তী নাটকের একটি প্রধান ভূমিকায়। কিন্তু সহশিল্পী মহর্ষি মনোরঞ্জর ভট্টাচার্য কোন কারণে অপমানিত হলে মিনার্ভা ত্যাগ করেন তিনি। যোগ দেন নাট্যানিকেতন মঞ্চে। নাট্যানিকেতন বন্ধ হয়ে গেলে শিশিরকুমার ভাদুড়ির প্রতিষ্ঠিত শ্রীরঙ্গমে (বর্তমানে ‘বিশ্বরূপা’) অভিনয় করেন। এই পর্যন্ত শম্ভু মিত্রের নট-জীবনের প্রারম্ভিক অধ্যায়। নাট্যজীবনের এই পর্যায়ে তিনি ছোট বড় নানা চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগে পরিচিত হয়েছেন তৎকালীন বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে। শ্রীমিত্রের বিভিন্ন রচনাতে সেই স্মৃতিচারণা রয়েছে। শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবনায় মন্ডিত সেইসব প্রবন্ধে অভিনেতা শম্ভু মিত্রের অনুভবী মনটার পরিচয় মেলে। শিশিরকুমার ভাদুড়ি’র অভিনয় সম্পর্কে তিনি ‘শিশিরকুমার(১৯৫৯) প্রবন্ধে বলেছেন... অনুভূতি প্রকাশ করতে অভিনেতার প্রচলিত জীবনশক্তির প্রয়োজন হয়। একই সঙ্গে দেহের ও মনের একাত্ম ব্যবহার করতে হয়। এই একাত্মতাকে একটি তীক্ষ্ণ বিন্দুতে ধরে রাখতে যে কী অসম্ভব শারীরিক ও

UGC Approved listed Journal, SL No. 40742

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা

কোমল

৬৬ বর্ষ ◆ ৬ তম সংখ্যা

পত্রিকা সংগ্রহস্থান, ১৪২৬ ◆ নভেম্বর - ডিসেম্বর, ২০১৯

বিশেষ পুরুলিয়া সংখ্যা



মন যোগায় না, মন আগায়

মানভূমের লোকশিল্প... করম ও বাঁদনা

ড. চৈতালী মান্দি, সহকারী অধ্যাপিকা

ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

অক্ষকারের বুক চিরে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এক আলোকিত অমৃতমেলায় পহুতে চায় মানুষ। সীমাহীন এ যাত্রাপথে জীবন-জীবিকার সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে মানুষের মগজ থেকে উৎসারিত হয়েছে বিভিন্ন তাল, লয়, সুর, রস ও হৃন্দের। সেদিন সাম্যবাদী সমাজের শিকাররত মানুষের কথাই বলুন কিংবা মধ্যযুগের ভূমিদাস। আধুনিক যুগে শিল্প-শ্রমিক, চাষি, মজুরের কথাই বলুন..কেউ পাথর ভাঙতে ভাঙতে, কেউ বা ছাদ পিটতে পিটতে, কেউ বা খেতে খামারে, বনে-পাহাড়ে কাজ করতে করতে গাди অনন্তকাল ধরে সৃষ্টি করে চলেছেন যে সংস্কৃতি..সেই শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বিনিমুস্তরের আপামর জনসাধানের সংস্কৃতি..লোকসংস্কৃতি। মানভূমের ভূমি তার মানুষের উই আদিম, এখানে উৎসব, অনুষ্ঠান মনন চিন্তন সবতেই সেই আদিমতার ছোয়া...আদিম সংস্কৃতির স্বাক্ষর এখানে আজও ভাস্বর, এখানের 'করমপরব', দাশাই, বাঁদনা, সহরায়, সু আর বাহা, এরিকিসিম, হারিয়ারসিম, ঝুমুর, ছৌ, আহীরার ঐকতানে আবহমানকাল রে বিরাজমান যে লোকসংস্কৃতি, তা কোন ক্ষুদ্র গতি কিংবা সীমানায় পথ হারায় না...জাত-ধর্ম-ভাষা সমস্তপ্রকার সংকীর্ণতা, বিভেদের বেড়া জাল ডিঙিয়ে...মানুষের জন্য, মানবতার জন্য সোচ্চার হয়..মানভূমের লোকশিল্প..করম ও বাঁদনার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে মানুষে মানুষে বন্ধনকে সুদৃঢ় করে উঠে মানুষ মানুষের জন্য...

১৯৩২-৩৩ সালে কোলবিদ্রোহ চুয়াড় বিদ্রোহ এবং বরাভূমের বিদ্রোহী নেতা হানারায়ণের বিদ্রোহের পর ১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী জঙ্গলমহল জেলাকে ভেঙ্গে গঠিত হয়েছিল মানভূম জেলা। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক মানচিত্র থেকে মানভূম নামটি মুছে গেলেও সংস্কৃতির মানচিত্রে এখনও তা স্ব-মহিমায় বিদ্যমান। এক অখন্ড সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল মানভূম। শুধু সংস্কৃতিক পরিমন্ডলেই নয়-পরাধীনতার অভিশপ্ত দিনে লড়াইয়ের সামনের সারিতে হলেন এখানকার মানুষ। এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব কয়েক হওয়ার প্রথম দশক থেকেই হলেন এখানকার মানুষ। এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব কয়েক হওয়ার প্রথম দশক থেকেই ৭৬৭ থেকে লড়াই করেছেন মানভূমের মানুষ। দলমার কোলে কোলে, দামোদর-বর্গরেখার তীরে তীরে, জয়চন্দী পাহাড়তলিতে কিংবা রাকাপ জঙ্গলে কত যে পবিত্র লদিঘাটের সৃষ্টি হয়েছিল তার খবর কজনই বা রাখেন। চুয়াড় বিদ্রোহ, সন্নাসী ফকির বিদ্রোহ, নেটিভ, বর্বর, কালা আদিমি প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে এই লড়াইয়ের গুরুত্বকে ছোট করার চেষ্টা হলেও স্বাধীনতা আন্দোলনে মানভূম তথা জঙ্গল এলাকার মানুষের লড়াই বর্ষ এবং গৌরবের।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে ঐরা যেমন মেনে নেননি-একইভাবে বিদেশী সংস্কৃতির প্রায়াও তাঁরা মাড়াননি। প্রকৃত অর্থেই মানভূম সংস্কৃতি ছিল সহজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন। বর্তমান পুরুলিয়া, ধানবাদ সমগ্র সিংভূম, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম জেলা, রাঁচির পাঁচ পরগনা, হাজারিবাগের গোটা অঞ্চল, বর্ধমানের রানিগঞ্জ, আসানসোল জেলা, পাঁচ পরগনার কিয়দংশে এখনও শোনা যায় সেই মানভূম সংস্কৃতির সুর ঝংকার। পুরুলিয়ার লোকশিল্প এবং সংস্কৃতিও এই মানভূম সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ব্যতীত

भारत



आवाज़ें स्वाद काश्न

সাঁওতাল সমাজের খাদ্যবৈচিত্র্য চৈতালী মাতি

Captain James Forsyth তাঁর 'The Highlands of Central India, Notes on their Forests and wild Tribes, Natural History and Sports', 1871, খান আলোচনা করেছেন—

“বৈগা, ভীল, গন্দ, কোল, কোরকু এবং সাঁওতাল প্রকৃতি বিশিষ্ট উপজাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করা ভারতের প্রকৃত আদিম অধিবাসী অথবা কারা প্রথম ভারতে এসে কৃষি স্থাপন করেছে তা সম্ভবতঃ কখনোই জানা যাবে না। ... এদের আচার, ধর্ম ও ভাষা সঙ্গে হিন্দুদের আচার, ধর্ম ও ভাষা এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের আদিম বৈশিষ্ট্য এখন খুঁজে বের করা অসম্ভব। আধুনিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিরাট জাতিগুলির সঙ্গে একত্র ক্রমশ হিন্দু মিশে যেতে চলেছে তবুও এদের বর্তমান অবস্থা হিন্দু সমাজ থেকে অনেক ব্যাপারে বিশিষ্ট এবং পৃথক।”

প্রায় দেড়শত বছর আগের এই বিশ্লেষণ সাঁওতাল সমাজের খাদ্যসংস্কৃতির প্রকৃতরূপ অনুসন্ধানের বাস্তব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বর্তমানে আদিবাসী সাঁওতালদের খাবার-দাবার ‘দিকু’ অর্থাৎ বাঙালী/হিন্দুদের মতোই। বিশ্বায়ন গ্রাস করেছে জনজাতির জীবনকেও। বাদ্য, পোশাক, রুচি, ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতি—সবক্ষেত্রেই বিশ্বায়নের খাবা পড়েছে। জনজাতির জীবনের মৌলিক বিপন্ন আজ। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আদিবাসী সাঁওতালদের একান্ত নিরুৎসাহ বাদ্য-সামগ্রীর সুলুক সন্ধান পাওয়া খুব একটা সহজ নয়। যুগ যুগ ধরে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে সহাবস্থানে এই পরিবর্তন তো অনিবার্যই।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ‘বিনতি’গুলি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে ফেরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সেখানে আদিবাসী সমাজের বার বার বাসভূমি বদলের ইতিহাস ক্রম হয়েছে। আর্থগো ভাষ্যে ভারতের আসার পরে অনার্য আদিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই এবং পরাজয় শেষ পর্যন্ত আদিবাসীদের আর্থবর্তের বাইরে চলে যেতে বাধ্য করেছে। সম্ভবত, এই সময় থেকেই কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডারা ছোটনাগপুর অঞ্চলে বা সাঁওতাল পরম্পরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে সাঁওতালরা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের আরো পূর্ববর্তী অঞ্চলে। আর দীর্ঘ সময় এই অঞ্চলে থাকার ফলে বাংলার লৌকিক মানসে অষ্টিকভাবী অনার্য জীবনের প্রভাব এবং আদান প্রদান স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। জীবনযাপন, ভাষা, সামাজিক লোকসংস্কার—অনার্য জীবনের প্রতিভাস

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও লক্ষ্য করা যায়। ড. সুহৃদ কুমার ভৌমিক তাঁর “আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা” গ্রন্থে বলেছেন—

“চর্যাপদে দেখি, সাঁওতাল তথা সমগ্র আদিবাসী জীবনের বিস্তৃত ছবি। সে চিত্র এখনও স্ত্রীবস্তুরূপে দেখতে পাই ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে—যার সীমানা রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, ধানবাড় থেকে বাঁকড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূমে এসে ঠেকেছে। বন জঙ্গল ঘিরে হরিণ শিকার, অযোধ্যা পাহাড়ে বুদ্ধ পুর্ণিমায় সাঁওতালদের শিকার উৎসব বা সৈন্দরা পরবকে স্মরণ করিয়ে দেয় (চর্য-৬), মস্ত হস্তীকে পোব মানানো (চর্য-৯), নগর প্রান্তে ডোম টুলিয়ায় ডোমনীর সহিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সমাজের উচ্চমানের লোকের মিলন কাহিনী (চর্য-১০), পাগলা হাতির গর্জন আর পাহাড়ের কোলে মেঘের ডাক কি রকম একাকার হয়ে যায় (চর্য-১৬), মেয়েদের দলবদ্ধ গান আর পুরুষদের বাদ্যবস্ত্র সহ নাচ (চর্য-১৭), আদিবাসী পাড়ায় আঁড়ার চিত্রকে মনে করিয়ে দেয়, মাদল বাজিয়ে ডোম্বী-বিবাহে কাহ্নপাদের যাত্রা (চর্য-১৯), তুসুফ শিকারীর হরিণ মারার কাহিনী আর মায়ী হরিণকে মারার জন্য মায়াজালের ব্যবহার (চর্য-২৩), উঁচু উঁচু পাহাড়ে সঙ্কীর্ণতা শব্দ বালিকার ঘুরে বেড়ানো আর সেখানে শব্দশব্দীর প্রণয়লীলা (চর্য-২৮), ... আজ থেকে হাজার বছর আগের সাহিত্যে যে সমাজ জীবনের ছবি আমরা দেখি তাতে আদিবাসী জীবনযাত্রা তথা সাঁওতাল সমাজ ও বাঙালী হিন্দু সমাজ পাশাপাশি মিলিয়ে গেছে।”

আদি-মধ্য যুগের প্রকৃত নিদর্শন বড়ু চন্দীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ এই কাব্যে সাঁওতালি শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষাভাষির সঙ্গে সাঁওতালদের অবস্থানগত নৈকট্যকে সূচিত করে। ড. চিত্তরঞ্জন লাহা, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও ঝাড়খণ্ডের লোকভাষা ও সংস্কৃতি’ বিষয়ক একটি প্রবন্ধে লেখেন—

“...এ সত্য অনস্বীকার্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের লোকায়ত জীবন রুখার প্রথম সার্থক লিখিত সাহিত্য। ঝাড়খণ্ড লোক-সাহিত্যের সুবিপুল ভাণ্ডার। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ভাষার লিখিত সাহিত্যের একান্ত অভাব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সেই দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে এক প্রদীপ্ত সৌভাগ্য শিখা। ...কাব্যটির গৌরব লৌকিক এবং লোকায়ত জীবনচর্যার সঙ্গে এতবেশী ঘনিষ্ঠ বলেই এই কাব্যের কলেবরে রক্তমাংসের কলরব এত বেশী সরব ও সোচ্চার।

কাব্যটির ভাবভাষা বিচার করে আমাদের মনে এই সন্দেহ দূত হয়েছে যে এই লৌকিক জীবনের ভূগোল এবং ইতিহাস কাব্যটির প্রাপ্ত স্থান থেকে বেশী দূরে নয়। সীমান্ত বাংলার বিশেষতঃ ধলভূম, মানভূমের (অথুনা পুরুলিয়ার) মাটি ও মানুষের গন্ধ এর গায়ে আছে। ... মনে হয় একটা অক্ষয় বিশেষের অসংস্কৃত আদিম জীবন চিত্রকেই পুরাণের ফ্রেমে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন কবি।”

আলোচনা প্রসঙ্গে ড. লাহা আরো বলেছেন—

“...শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটি যদি কোন ঝাড়খণ্ডের অধিবাসী মনযোগ সহকারে পাঠ করেন তাহলে অবশ্যই তিনি এই গ্রন্থের ভাষার মধ্যে নিজ কথ্যভাষার প্রায় স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ

◆ UGC Approved listed Journal

◆ ISSN 0871-5819

Sl. No. 40742

রূপনারায়ণপুর পশ্চিম বর্ধমান থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা

আজকের

যোদ্ধা

৩৬ বর্ষ ◆ বইমেলা, বিশেষ সংখ্যা
পৌষ, ১৪২৫ ◆ জানুয়ারি, ২০১৯

মন যোগায় না, মন জাগায়

Volume V, Issue 8
February, 2019

ISSN : 2454-3322
Journal No. 42333

SHINJAN

Multi-Disciplinary, Bi-Annual, Multi-Lingual and
Peer-Reviewed Journal



COUNCIL OF SHINJAN

North Hostel-12, Sindri, Dhanbad, Jharkhand (828122), India

প্রমথনাথ বিশী'র একাঙ্ক নাটক: বিষয়বৈচিত্রে ও উপস্থাপনার অভিনবত্বে

চৈতালী মান্ডি



সংক্ষিপ্তসার

প্রমথনাথ বিশী'র একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা মাত্র চার। সংখ্যায় কম হলেও চারটি একাঙ্কই ভিন্ন স্বাদে, ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত। 'পশ্চাতের আমি' (১৩৪৯) প্রমথনাথের প্রথম একাঙ্ক, যাকে তিনি 'সজনাট্রাজেডি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আপাত সফল ব্যক্তিসত্তার একাকীত্বজনিতবোধ, অন্তঃসারশূন্য-উপলব্ধির অপ্রকাশ্য ক্রন্দন এই নাটকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'পরিহাসবিজ্ঞিতম' (১৩৫৩) নাটকের আঙ্গিক একদম ভিন্ন। নাট্যদলের অনুপস্থিতিতে অতিথিদেরই ভূমিকায় উপস্থিত করা হয়, তাদের অজ্ঞাতসারেই। বাঙালি জাতির সমালোচনাই এ নাটকের মূল উপজীব্য। 'বেনিফিট অব ডাউট' (১৩৮১) নাটকে 'রোহিণী' হত্যার জন্য বক্ষিমচন্দ্রের বিচার ও বেনিফিট অব ডাউটে মুক্তির প্রসঙ্গ। 'কে লিখিল মেঘনাদ বধ?' (১৩৮১) একাঙ্কে 'মেঘনাদ বধে'র প্রকৃত রচয়িতা হিসেবে বিদ্যাসাগরকে প্রতিষ্ঠা দেবার এবং মেঘনাদ বধ প্রকাশ হবার পর মধুসূদনের সমস্যার বিষয়টি রসোস্তীর্ণ হয়েছে। প্রমথনাথের সমালোচনায় ক্ষুরধার বাকরীতি প্রচ্ছন্ন হয়েছে হাস্যরসসুধায়। স্বাভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ আর কৌতুকের মেলবন্ধন তাঁর নাটককে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে। নাটক হিসেবেও একাঙ্কগুলির রসাবেদন কম নয়।

মূল শব্দ: একাঙ্ক, ব্যঙ্গ, কৌতুক, সমালোচনা।

একাঙ্ক নাটকের সম্পূর্ণ বিকাশ বিংশ শতাব্দীতে। ছোটগল্পের মতোই একমুখী সংহত দ্রুত গতিসম্পন্ন নাট্যরূপ একাঙ্ক (One act play) সময় ও জীবনের প্রয়োজনে সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান করে নিয়েছে। কখনো সামাজিক, রাজনৈতিক বার্তাবাহী রূপে, কখনো জীবন ও জিজ্ঞাসার মূর্তরূপ গ্রহণ করে, কখনো অবগুপ্তিত মানবলোকে প্রয়াসী একাঙ্ক নাটক। পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশাপাশি প্রমথনাথ একাঙ্ক নাটককে স্পর্শ করেছেন তাঁর সৃষ্টিশীলতা দিয়ে।

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
ISSN-2321-7065

IJELLH

 **Crossref**

Impact Factor : 5.7

**International Journal of English Language,
Literature in Humanities**

Indexed, Peer Reviewed (Refereed) Journal

UGC Approved Journal



Volume 6, Issue 10, October 2018

www.ijellh.com

Dr. Nikhilesh Dhar
Assistant Professor
Dept. of English
Onda Thana Mahavidyalaya
Bankura

Tagore's Poetry and Decolonization

ABSTARCT

An important aspect of Decolonization and the struggle against colonialism is the 'claiming back' of their own history by the colonized from the negative version of it produced by the colonizers. This results in the construction of a specific national culture and consciousness without which no anti colonial resistance can succeed. Writers play a vital role in imagining the nation, in forging a new consciousness to subvert the hegemony of the Eurocentric culture. In many of Tagore's poetical works through the reconstructions of episodes from Indian epics, classical texts and the poems of *Katha O Kahini* there is an unmistakable element of glorious past of India that may be read as a subversion of the negative picture created by the colonizers and a counter narrative to the colonial history. In poems like 'The Sunset of the Century', 'Africa' Tagore's role in the struggle for decolonization is also brought into focus.

Key words: Claiming Back, Colonialism, Cultural Resistance, Deccolonization , National Culture.

With the publication of Edward Said's *Orientalism* in 1978, it has become an accepted fact in literary criticism that no literary production of the nineteenth or early twentieth century can be properly read outside the context of colonialism and the process of decolonization. Apart from physical subjugation, colonialism entailed a planned psychological depreciation of the colonized nations and races. Decolonization refers to the process of moving from a dependent colonial situation to an independent one involving political, economic and cultural transformation and as one of the component theories of Postcolonialism its ancestry can be

traced back to Frantz Fanon's *The Wretched of the Earth*, (1961) and voicing what might be called 'Cultural resistance'¹ to France's African empire. Fanon's basic premise in the chapter "On National Culture" is that because of colonialism and the cultural hegemony that goes with colonialism, native intellectuals respond by rejecting Western culture and embracing pre-colonial history by way of participating centrally in resisting colonialism and thus constructing a cultural nationalism as a prerequisite to national liberation and as an aftermath of decolonization. But for Fanon, it is important not only to recreate national identity and consciousness in the process of decolonization but also to go beyond and create a new social consciousness at the moment of liberation. Accordingly, he thinks that "if the first step towards a postcolonial perspective is to reclaim one's own past, then the second is to begin to erode the colonialist ideology by which that past had been devalued." (Barry 193)

As writing is a cultural rather than a purely individual phenomenon, it is worth mentioning at the outset that Rabindranath took his birth at a time when the whole country was reeling under the pressure of colonial subjugation and it was at the onset of the Bengal Renaissance : "that is not an important date of history, but it belongs to a great period of our history of Bengal ... just about the time I was born the currents of three movements had met in the life of our country"(Dasgupta 2006:4) Accordingly, the emergence of Rabindranath Tagore amidst such an evolving and transitional phase in the history of India is unique not only because as a cultural nationalist he fought against the colonial power to rediscover his country's haloed glorious past in creative ways with a special emphasis on elements of national myths and legends but also for he tried to assign a cultural identity to his own motherland and thus making India a cultural construct rather than giving a mere political identity to it.

From his very childhood Rabindranath was brought up in a family atmosphere which was very much distinguished for its patriotic activities and nationalist fervor. Naturally, in 1875 an active member of 'Sanjibani Sabha'², Rabindranath read his first patriotic poem "Hindu Melar Upahar" in the ninth meeting of Hindu Mela, an annual affair instituted with the assistance of the poet's house and "perhaps the first attempt of a reverential realization of India as our motherland"(Ibid.:12) There after Rabindranath's independent self responded through a discordant note of protest to Sourindranath Tagore's song ³ at Queen Victoria's assumption of the title "Empress of India": "Proclaiming the British victory/ If others sing, we will not/ We will not sing joyous song/ Let us come together and chant otherwise"(British *bijay kariya ghosan /Ar ye gai gak, amra gaba na,/ Amra gaba na harasa gan,/ Esa go amra*

ye kajan achhi / Amra dhariba arek tan). At the same time, from the very prime of his life Rabindranath perceived that for decolonization of a country the writers, artists, intellectuals have a unique role to play in reconstructing its history by eulogizing the glorious past of the same, conceived as a unified whole that could bring about the idea of an integrated nation during the pre-historic and ancient historical period. In this endeavour he was fortunate to inherit a special reverential bent of mind from his father and could learn the Vedic and Upanisadic hymns, acquire knowledge of the Puranas and the Ramayana and the Mahabharata. It is no wonder, therefore, that Rabindranath did write in “The Religion of Man”, “I followed the path of my Vedic ancestors”(Tagore qtd. in Das121) and that “ I am not a parasite ... I am standing on the past of myself having roots extended within the inmost layer of my mind” (Tagore 590.Vol. XIII) In fact, it was a mission of his life and through all his creations Rabindranath never ceased to reclaim and rediscover an ideal Indian sub continental past endowed with a particularly oriental cultural civilization which is to a great extent different from that of the West.

With a view to doing this, many of his poems like “Ahalyar Prati”, “Urvashi”, “Swarga Hote Biday” and “Bhasa O Chhanda” are written taking reference from the two great classics of India. Indeed, by virtue of all these poems the poet made a mental voyage to the past of the country and this ‘journey without maps’⁴ can well be seen in relation to the poet’s sense of cultural nationalism in a long way. At the same time it is worth mentioning that it was during this phase that the poet wrote long narrative or dramatic poems using sequences of the *Mahabharata* – like “Karna Kunti Sambad”, “Narakbas”, “Biday-Abhisap” and “Gandharir Abedan”. In “Biday-Abhisap” Tagore took a simple anecdote, a mythological one from the *Mahabharata* and turned “it into a conflict of high psychological significance – between devotion to knowledge (or duty) and claim of love”(Kripalani 92),or, in other words, between Gods and Titans whereas Tagore gave a new dimension to the character Karna, a noble, generous and kind hearted warrior in his “Karna Kunti Sambad” which is an encounter between Karna and Kunti on the eve of the great fight between Arjun and Karna. In Tagore, Karna has become a modern existential hero like Camus’s Sisyphus carried on with his noble task even though he knew that it would fall in fiasco: “...I shall remain / among those who failed, those whose life was / fruitless”. (Tagore 583.Vol.V, translated in Kabir 102)

That Rabindranath had a highly reverential attitude towards the Indian traditional culture and divine Buddha who is considered to be savior of the world is beautifully revealed in a poem:

O Serene, O Free ,

in thine immeasurable mercy and goodness
wipe away all dark stains from the heart of this earth.
Thou giver of immortal gifts,
Give us the power of renunciation,
And claim from us our pride.
In the splendour of a new sunrise of wisdom
let the blind gain their sight
and let life come to the souls that are dead. (qtd. & translated in Kundu 213)

The poem illustrates Tagore's conceptualization of Buddha as the essence of serenity, purity, freedom from everything that is gross or evil, an embodiment of infinite goodness and compassion, an enlightening and sustaining light of wisdom and hope amidst the cruel conflicts of the sordid everyday world around us and this is the way Buddha continued to stir the poet's imaginations consistently through his long artistic career. (Kundu 214)

It is interesting to note how by virtue of his poetry and poetics of decolonization Rabindranath renewed his claims to a separate and distinctive cultural identity through a complex interactive process of appropriation and contestation of orientalist perception of 'India'. Naturally, he delved deep into the pages of Indian history and began writing two dozens of poems entitled *Katha* all of which deal with the same theme of the Indian heritage of spiritualism and renunciation and moral value and seven other poems in the narrative style under the title *Kahini*. Thus, many of the poems in *Katha* like "Pujarini", "Samanya Khati", "Parisodh", "Nagarlakshmi", "Abhisar", "Mulyaprapti", and "Shrestha Bhikhkha" are written under the backdrop of Buddha legend and the palaces and bowers of Sravasti, the shrine in the palace garden of king Bimbisar at the foot of the Gridhrakut hills, the capital of old Varanasi on the river Baruna are re-created and beautified by the poet's imagination here. In postcolonial terms this is actually a re-imagining or re-mapping of one's national culture, tradition and myth. By describing the distant geography and locale of his country, Rabindranath only reaffirms his celebration of not only physical geography but culture as well. In the volume Tagore also touched the Rajput, Sikhs and Maratha's history and while in the poem, "Pan Raksha" he shows the conflict of thoughts in Dumraj, a Rajput hero of Ajmer fighting against the Marathas, the poems like "Bandibir", "Mani" and "Nakalgarh" remain an cultural attempt on the part of the poet to validate the valiant and noble endeavour

of the Indian kings and their people. The stories are, therefore, in the words of Edward Thompson “chiefly of Buddhist time, and the Sikh and Maratha efforts and the Rajput struggle to keep independence, and must be regarded as a very effective part of his political propaganda. Some are direct swinging poems, little more than vigorous patriotic pieces”. (Thompson157) Through the articulation of these verses what Tagore actually hinted at is his conscious engagement in the process of defining India as a nation on multifarious levels – literary, cultural, social and political and his conceptualization of it as an ‘imagined community’ (Anderson 6), if we interpret it in that way.

As we all know, early Indian civilization started in the grace of the wood in forest hermitages - the 'Ashram' and the 'Tapovan'-amid sylvan surroundings in the heart of Nature. The Tapovan was not merely a place of meditation and religious practices but also a centre of learning. Tagore, in his poem “Brahman” from the collection of poems entitled *Katha* has depicted the life led by the preceptor and the pupils in a Tapovan:

Having finished the evening bath.
All have taken their seats around the
Perceptor Gautam inside the cottage
And in the light of the sacrificial fire.
Great peace of contemplation is in the endless sky,
in the void and the stars have sat in rows,
like silent, curious disciples. (Tagore 618.Vol.1)

It is in reality just a poetic reflection of the continuation of Tagore’s close proximity and reverence for Kalidasa as once again his effort for the revival and rediscovery of the glorious cultural past of India are reflected through the poems like “Tapovan”, “Prachin Bharat” and specially “Meghdoot”, a superb lyric based on Kalidasa’s original poem highlighting the Indian value of tradition but enriched by Rabindranath’s own individual talent. It is in this way, on 22 December,1901, when first formulating his ideas for a new Indian education, Rabindranath established a school at Santiniketan as his response to constructive nationalism, as an endeavour to take education into our own hands and make it as indigenous as possible (Dasgupta 2006:136), he was actually responding to the ‘cultural dislocation’(Dasgupta 2004: 17) of a colonized country through the revival of the ‘Tapovan’ culture of the oriental India.

But Rabindranath’s role in the struggle for decolonization means not merely rediscovering the past glory of the colonised nation but no less important implication of this is that of eroding the colonial ideology as it is preached and propagated with all the jealous efforts of

the colonial rulers in order to keep the colonised people under their subjugation. To quote Fanon:

Colonialism is not satisfied merely with holding a people in its grip and emptying the native's brain of all form and content. By a kind of perverted logic, it turns to the past of the oppressed people, and distorts, disfigures and destroys it. (Fanon 169)

In the international scene of the period through which Rabindranath passed his adolescence and days of early youth was, in one word, the hey-day of imperialism when the imperialist nation of Europe was mad with their wars of aggression in the various fields of Asia and Africa. Rabindranath with all his sensitiveness to all these barbarous acts of the imperialist powers reacted spontaneously and opposed them vehemently. His whole life and literature and other activities from the early days to the last, we may say, is devoted to nullify and negate 'the cultural estrangement' of the colonial epoch and rebuild a new national culture based on the traditional, moral and spiritual values of India which is in binary opposite relation to the out and out materialistic and commercial capitalist culture of the West. Naturally, in the poems Rabindranath never ceased to direct his attacking outburst of affliction and rage at the barbarous activities of the colonial power in the continents of Africa and Asia and in this way demolishing the colonialist ideology.

Tagore was truly involved in the struggle for decolonization because he loved his country and did not want the British to rule it. But he was not a nationalist in the strict sense of the term for he believed that nationalism was another name for appropriation, by brute force if necessary, of the wealth, and raw materials of other countries, and that nationalism would breed isolationism and violate the highest ideals of humanity. To Tagore, Nationalism and Colonialism in the stage of Imperialism are only two sides of the same coin. This anti-nationalitarian sentiment – that nationalism is a source of war and carnage; death, destruction and divisiveness, rather than international solidarity, that induces a larger and more expansive vision of the world – is beautifully expressed in a poem entitled "The Sunset of the Century" written in the last day of the nineteenth century. The immediate context of the poem was, of course, 'Laissez-faire' policy and Kipling's famous poem "The White Man's Burden" (1898). "In this poem, he depicts the political idea of the nation as a famished and ruthlessly rapacious creature that in its omnivorous greed is bent on destroying the world." (Quayum 153) In one of his most caustic attacks on nationalism, he writes:

The last sun of the century sets amidst the blood-red clouds of the west

and the whirlwind of hatred.

The naked passion of self-love of Nations, in its drunken delirium of greed, is dancing to the clash of steel and the howling verses of vengeance.

The hungry self of the Nation shall burst in a violence of fury from its Shameless feeling.

For it has made the world its food.

And licking it, crunching it and swallowing it in big morsels....

(Tagore 1976: 80)

Rabindranath's interrogating colonialist ideologies is scathingly expressed on the death of Bagha Jatin at an encounter with the British police force at Balasore in 1915. The emotional and inspirational spectrum of the harsh reality inspired the poet to compose a poem namely "Jharer Kheya". "It is one of the most exquisite poems written by him and one with no parallel in Bengali poetry in its anti-imperialist fervor".(Poddar 136) As an 'anti-colonial and anti-nationalist writer' (Das 304) Rabindranath was always perturbed and anguished over the international crisis relating to the imperialist aggression on the nations reeling under the colonial hegemonic dominant rule of oppression. Thus in 1935 Mussolini's invasion of Abyssinia provoked him to a poem on Africa where in he said that Africa is that continent which alone in the world had seen face to face the savagery of modern civilization of the West:

With man-traps stole upon you those hunters

Whose fierceness was keener than the fangs of

Your wolves...

Your forest trails became muddy with tears and blood,

While the nailed boots of the robbers

Left their indelible prints

Along the history of your indignity. (qtd. & translated in Kripalani 221)

Rabindranath's efforts to reclaim, rename and reinhabit the land as part of the broader struggle of decolonizing cultural resistance is clearly manifested through some of his

patriotic lyrical poems which are practically used for making an active resistance to the cultural dominance of the foreign rulers as well as to glorify his own motherland in the freedom movement by the poet himself. At the same time it acted as a vocal tonic to the spirited young blood of the nations who dedicated their all to the freedom and welfare of the country in a long way. These patriotic songs can therefore be interpreted from the postcolonial perspective for its unique dual role: one for resistance to the alien power and another for the glorification of the motherland. Some of the best known of these songs are: “Sarthaka Janomo Amaar janmechi ei deshe”, “Amar sonar bangle, ami tomay bhalobhasi”, and “Bidhir bandhan katbe tumi eman saktiman”etc. Thus, Rabindranath has become the native intellectual, who is directly involved in the people’s struggle against colonialism, and “turns himself to be an awakener of the people”(Fanon 179) throwing himself body and soul into the national struggle. Through all his life and writings Tagore wanted to make a journey from cultural nationalism to cultural internationalism and from national aspiration of people for liberation from the foreign domination to the establishment of an international order through freedom of mind and spiritual sovereignty.

NOTES

1. Cf. Selwyn Cudjoe in his *Resistance and Caribbean Literature* has linked ‘literature’ and ‘resistance’ in the following terms:

The story of Caribbean literature, as one tries to impose some order upon it, is the struggle of man for freedom and dignity, with resistance to any form of oppression that would deny him his right to be a person.

[Selwyn Cudjoe. *Resistance and Caribbean Literature*. (Athens, Ohio: Ohio University Press, 1980),p.275]

2. It is a secret society modelled after Mazzini’s Carbonary with the objective of political liberation of India.

3. “*Jai, jai, jai, rajarajeswarir jai! / Aji re Bangarajya atul anandamay!*”

Cited in, Sil, Narasingha P, “Rabindranath Tagore’s Nationalist thought: A Retrospect” in *The Poet and His World: Critical Essays on Rabindranath Tagore*, ed. Mahammad A Quayum(New Delhi: Orient Blackswan Pvt Ltd,2011),p.168

4. It is the title of a travel account (1936) by Graham Greene.

Works Cited

- Anderson, Benedict. *Imagined Communities, Reflections on Origin and Spread of Nationalism*. London : Verso, 1986. Print.
- Barry, Peter. *Beginning Theory: An Introduction to literary and cultural theory*. Manchester and New York : Manchester University Press,1995.Print.
- Das, Santanu.“India,empire and First World War writing” in *The Indian Postcolonial: A Critical Reader*, ed. Elleke Boehmer and Rosinika Chaudhuri. London and New York: Routledge, 2011.Print.
- Das Gupta, Uma. *Rabindranath Tagore: A Biography*. New Delhi : OUP , 2004. Print.
- ed. *Rabindranath Tagore: my life in my words*. India:Penguin Book, 2006.Print.
- Fanon, Frantz. *The Wretched Of The Earth*, Harmondsworth: Penguin,1990 (Figures in brackets indicate page marks of the text).Print.
- Kabir, Humayun. *Poems of Rabindranath Tagore*. New Delhi: UBS Pub Ltd, 2005.Print.
- Kripalani, Krishna. *Tagore: A Life* .New Delhi: National Book Trust,1986 (3rd Ed). Print.
- Kundu,Rama.““In Thine Immeasurable Mercy and Goodness’: Buddha in Tagore’s Imagination” in *Studies on Rabindranath Tagore*, ed. M .K. Ray, Vol.11.New Delhi: Atlantic Publishers, 2004.Print.
- Poddar, Arabinda. *Tagore: The Political Personality* .Kolkata: Indiana, 2004. Print.
- Quayum, Mahhad A. “Empire and Nation: Political Ideas in Rabindranath Tagore’s Travel Writings” in *The Poet and His World: Critical Essays on Rabindranath Tagore*,ed. Mahammad A Quayum. New Delhi: Orient Blackswan Pvt Ltd, 2011. Print.
- Tagore, Rabindranath. *Nationalism*. 1916.London: Macmillan, 1976. Print.
- *Rabindra Rachanabali* (Collected Works of Tagore) Vols. I-XVIII. Calcutta: Govt. of West Bengal, 1961. [All the incidental translations are mine] Print.
- “The Religion of Man” in *The English Writings of Rabindranath Tagore*, ed. Sisir Kumar Das, Vol.11.New Delhi: Sahitya Academy,1996. Print.
- Thompson,Edward. *Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist*. New Delhi:OUP,1989.Print.

বদু চণ্ডীদাসের “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত সেখ জাহির আকবাস

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ধারায় কবি বদু চণ্ডীদাস প্রণীত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ এক ঐতিহাসিক সংযোজন। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর অদ্যাবধি এই গ্রন্থ নিয়ে হাজারও আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনার অঙ্গনে নিজস্ব বক্তব্য সহ হাজির হয়েছেন গবেষক সেখ জাহির আকবাস। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারের বিষয়টি নতুন কিছু নয়। তবে গবেষক এক্ষেত্রে মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন কতকগুলি নতুন শব্দের হৃদিস দিয়ে।

মাগধী অপভ্রংশ- অবহট্টের খোলস ছাড়িয়ে বাংলা ভাষার বিকাশ লগ্নের প্রাক্কালে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি আক্রমণের সূত্রে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা ভাষার সঙ্গে আরবি, ফারসি এবং তুর্কি শব্দের আলিঙ্গন অনিবার্য হয়ে পড়ে। বাংলার মুসলমান শাসকেরা দিল্লির প্রত্যক্ষ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে এদেশীয় জনগনের আনুগত্য লাভে প্রয়াসী হলে এবং সুফি ধর্ম প্রচারকগণ ব্যাপক জনসংযোগ গড়ে তুললে জীবন-জীবিকা আর ধর্মের প্রয়োজনে ভাষার আদান-প্রদান দ্রুত চলতে থাকে। একদিকে নবগঠিত ভাষার সঙ্গে সমৃদ্ধ ভাষাগুলির স্বাভাবিক রসায়ন আর অন্যদিকে সুলতানদের এবং রাজকর্মচারীদের ধারাবাহিক পৃষ্ঠপোষকতা বাংলা ভাষার বিকাশকে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন বদু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের বহু স্থানে আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার আছে। ‘বাপালী মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙ্গালী জাতির

বিকাশের ধারা’ (২য় খণ্ড) গ্রন্থে ভাষাবিদ সৈয়দ আব্দুল হালিম ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে ব্যবহৃত মোট ৪১টি আরবি-ফারসি ও তদ্ভব শব্দের সন্ধান দিয়েছেন। বর্তমান গবেষক আরো ৯টি আরবি-ফারসি বা তথাকথিত মুসলমানি শব্দের সন্ধান পেয়েছেন। অর্থাৎ “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” কাব্যে মোট ৫০টি আরবি, ফারসি এবং তদ্ভব শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

আব্দুল হালিম যে ৪১টি শব্দের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল—আপদে, বাকী, নাছে, বদল, মিনতি, আহা, আনচান, আকরোল, গলে, গালি, তন, নখ, নাভি, না, নারঙ্গা, বার, আয়াস, আদবাহ, কামান, খরমুজা, গুলাল, জাল, তনু, নীল, বেশ্যা, জর, মহকত, সাদ, সাজ, সেয়ানা, গিয়ানী, ফাঁদ, বদন, মজুর, মুজরিয়া, মজুরী, রঙ্গ, সে, সির ও হালফিল।’ এছাড়াও এক্ষেত্রে আরও যে নটি মুসলমানি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায় সেগুলি হল— ছায়া, বেঅজ ছোলঙ্গ, সাজ, রাগ, রঞ্জিল, নাম, খীর এবং পানি।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে উক্ত আরবি, ফারসি, তুর্কি তথা মুসলমানি শব্দগুলির পরিচয় প্রদানে সচেষ্ট হওয়া যাক্ হল—

আকরোল : ‘আকোরল জিন্নালরু দ্রাফ সুদর্শন...’ ২২২ সংখ্যক পদ। (আলোচ্য প্রবন্ধের পদ বিষয়ক প্রতিটি উদ্ধৃতি অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত “বদু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র”, পঞ্চদশ সংস্করণ, দেজ ২০১৪-থেকে গৃহীত)। পৃ. ৩২৪। আকোরল-শব্দটি ফারসি ‘আখরোট’ থেকে এসেছে।

আদবাহ : ‘শাকর খাইতে তোম্কে আদবাহ কেহে’ (৪১৭ সংখ্যক পদ/ পৃ. ৪৫১) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বলেছেন এটি ‘আরবী-ফার্সীমূল’ শব্দ। এর অর্থ অনিচ্ছুক বা অনিচ্ছুক হওয়া। (পৃ. ১৮৮/অমিত্রসূদন/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র) আব্দুল হালিম জানিয়েছেন, ‘সুলতানী আমলে যারা হুদীর কারবার করত আর তার দায়িত্ব নিয়ে বীমা দিত সেই বীমা ব্যবসায়ীদের বলা হত, ‘আদাবিয়া’। আর

ত্রৈমাসিক

আলিয়া

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা; অক্টোবর ২০১৮

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর একটি উদ্যোগ

সম্পাদকীয়

পাঠক-দর্পণ

নাফিসা আলি, প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিউল আলম, শাহাদাৎ হোসেন, সুতপা বিশ্বাস, সেতারা খাতুন

আফসার আমেদ : স্মরণ বীক্ষণ

পবিত্র উচ্চারণ

আব্দুল মান্নান চৌধুরী ৪, এম আলাউদ্দিন খান ৪, জয়নাল আবেদিন ৫, তৈমুর খান ৪, মলয় সরকার ৪, রক্তিম ইসলাম ৪, রাখালরাজ চট্টোপাধ্যায় ৪, সাহানী নাজনীন চৌধুরী ৫

সত্তার সন্ধান

বন্ধু, লেখক আফসার আমেদ—অনিশ্চয় চক্রবর্তী ৬

আফসার আমেদ : অন্তরঙ্গ কথন ১০

কথোপকথন মঞ্জুবা—পাতাউর জামান ১৩

পাঠকের পদধ্বনি

সানু আলির জমি : নিম্নবর্গের জীবনভাষ্য—সাইফুমা, ১৭

সা ধা র ণ বি ভা গ

এই সংখ্যার কবি

কাজী মুরশেদুল আরেফিন (পরিচায়ক : মেকাইল রহমান), ২৫

পবিত্র উচ্চারণ

অসিকার রহমান ৩০, মোঃ আজহারুল ইসলাম ২৭, আনোয়ার হোসেন ৩০, আলিয়া জারিন ২৯, আসাদ আলি ২৯, গোলাম রসুল ২৭, জয়রাব হোসেন ৩০, জার্নিস হোসেন ৩১, জিয়া হক ৩১, তাজিমুর রহমান ৩১, দিলরুবা খাতুন ২৮, নজর-উল-ইসলাম ২৮, ফরিদা রহমান ২৮, পাবলো শাহি ৩১, মাজরুল ইসলাম ২৯, মাহাফুল হোসেন ৩০, মোজাম্মেল সেখ ২৯, রফিকুল হাসান ২৭, রাহুল কুদ্দুস ২৯, সাঈদ আনোয়ার ২৮, সিরাজুল ইসলাম ২৮

গল্প-কথা

অন্তাকুড়ের অধিকার—মুজী আবদুর রহীম ৩২

তালপাতার টোকা—মেকাইল রহমান ৩৫

সাড়ে তিন হাত জমি—আব্দুল বারী ৪০

নজরকানার সিঙ্ক্রনিকাল—নীহারুল ইসলাম ৪৩

এক বধিরের গল্প—সৈয়দ রেজাউল করিম ৪৫

অন্য-কথা

অন্তহীন প্রলীলা—সেখ সামসুদ্দিন ৪৭

জীবন-কথা

কর্নেল স্যার হাসান নোহরাওয়াদী : জীবন ও কর্ম (১৮৮৪ -

১৯৪৬)—আলিমুজ্জামান ৫১

সত্যেন্দ্রনাথ-জীবন এবং কর্ম—শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ৫৫

চিত্তনের বীক্ষণ

মাসিক সপ্তগাত শতবর্ষে স্মরণ—হাবিব আর রহমান ৫৯

আমরা সবাই সেমেটিক; আরবি আমাদের আদি ভাষা—মোশারফ হোসেন ৬২

ভরতপুর-সালারের মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য—হাসিবুর রহমান ৬৬
বড়ু চণ্ডীদাসের “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত—সেখ জাহির আব্বাস ৭৩

গ্রন্থ-বীক্ষণ : আবু তোহা ৭৮, পাতাউর জামান ৭৬, মুসা আলি ৭৭
পত্রিকা-দর্পণ : এ টি এম সাহাদাতুন্নাহ ৭৯

প্রচ্ছদ : অশোক (নাম-লিপি : প্রণবেশ মাইতি)

চিত্র : প্রশান্ত রায়

বর্ষ সংস্থাপন : বর্ণায়ন, নতুন গতি

বিনিময় : ২৫/-

আলিয়া

সম্পাদক : সাইফুমা

সম্পাদক মণ্ডলী : মুসা আলি, আবু রাইহান, সাজেদুল হক, এমদাদুল হক নূর, আসরুফি খাতুন, আমিনুল ইসলাম, ফারুক আহমেদ, শেখ হাফিজুর রহমান, পাতাউরজামান

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

সভাপতি : আমজাদ হোসেন

সহ সভাপতি : মীর রেজাউল করিম, পার্থ সেনগুপ্ত, লোকমান হাকিম, সাজেদুল হক, রক্তিম ইসলাম

সম্পাদক : সাইফুমা

সহ সম্পাদক : এমদাদুল হক নূর, মুসা আলি

কোষাধ্যক্ষ : একরামুল হক শেখ

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭

ই মেইল : samim.saifulla@gmail.com

ই মেইল এ লেখা পাঠান অথবা ব্যবহার করুন এই ঠিকানা :

সাইফুমা, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পার্ক সার্কার্স ক্যাম্পাস, ১৭ গোরার্চাদ রোড, কলকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, লেখা প্রকাশনী, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, অভিযান পাবলিশার্স

**THE
QUARTERLY REVIEW OF
HISTORICAL STUDIES**

Founder Editor : Dr. S. P. Sen

Vol. LIX

April 2019 – September 2019

Nos. 1 & 2

**INSTITUTE OF HISTORICAL STUDIES
KOLKATA**

CONTENTS

- Medical Strait of Buddhism: Impact of the Brahmanical Healing System in Early India
Smaranika Banerjee 11
- Vasudeva Sarvabhauma and Raghunath Shiromani Bhattacharya, the Embodiment of Neo-Logic in Nabadwip
Akhil Sarkar 19
- The Emergence of an Inland Port in 18th century: Cossimbazar
Tarak Halder 37
- Visualising the Revolt of 1857: The British Perspective
Sabyasachi Dasgupta 46
- Police Administration in North Bengal: An Account of a System of Control and Order (1861-1922)
Tushar Kanti Barman 62
- Ram Brahma Sanyal and His Study in Animal Behaviour
Chittabrata Palit 90
- Looking at Russell's Theory of Truth
Sharmistha Gupta (Dutta) 117
- Variolation, Vaccination, and Control of Smallpox in Colonial Bengal
Soumita Chakraborty 132
- Purulia Leprosy Mission: Leprosy Treatment Missionaries and the Colonial State
Rajarshi Chakrabarty 147
- 'Ardhanarishwara' of Melody: Peara Saheb, the Forgotten Star on Gramophone
Dipannita Dutta 164
- Gandhi's Visits to Burma: Understanding the Burmese Resistance against Colonialism and Imperialism (1902-1929)
Dahlia Bhattacharya 180
- Caste and Untouchability: Social Reform vis-a-vis Political Reform in Dr. Ambedkar's Perspective
Sudhi Mandloi 198
- Evolution Of Constitutionalism In Asia: A Comparative Study
Brij Mohan Pandey 216
- Sanitising the City: Policies of the Government of West Bengal for Slum Improvement (1948-62)
Subrata Nandi 231
- Anton Chekov's Story "Ward No-6" and its Bengali Film Adaptation: A Historical Survey
Asit Biswas 242

2020

योगतत्त्वमालिका

(Yogatattva-mālikā)

(Proceedings of International Seminar)

प्रधानसम्पादक : (Chief Editor)

Dr. Sukdeb Ghosh

Principal, Srikrishna College

सम्पादक : (Editor)

Rajib Sinha

Assistant Professor & Head
Department of Sanskrit, Srikrishna College



श्रीकृष्ण कलेज

Srikrishna College

(Affiliated to the University of Kalyani)

Estd.: 1950 ★ Govt. Sponsored ★ Re-accredited by NAAC (Cycle-II)
Bagula ★ Nadia ★ West Bengal ★ India

योगतत्त्वमालिका
(Yogatattvamālikā)
[Proceedings of International Seminar]

© श्रीकृष्णमहाविद्यालयः

प्रकाशनम्: July, 2020

मूद्रकः
Dove Publishing House
9/4 Tamer Lane, College Street
Kolkata-9,

ISBN: 978-93-82399-64-3

मूल्यम्: 700/-



Srikrishna College
(Affiliated to the University of Kalyani)
Estd.: 1950 ★ Govt. Sponsored
Re-accredited by NAAC (Cycle-II)
Bagula ★ Nadia ★ West Bengal ★ India

ক্রমাঙ্ক:	বিষয়:	লেখক:	পৃষ্ঠাঙ্ক:
26.	বৈদিককালাদেব জীবনে যোগস্য মহত্বমুপাদেয়তা চ	মধুস্মিতা ডেকা	142-150
27.	অধুনা তনসমাজে যোগশাস্ত্রস্য প্রাসঙ্গিকতা	ডা. গগনচন্দ্রে	151-158
28.	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং যোগস্য পরিশীলনম্	অজয়তন্তুবায:	159-161
29.	মেঘদূতে যোগদর্শনপ্রসঙ্গ:	সৌরভ:গোস্বামী	162-165
30.	কুমারসম্ভবমহাকাব্যে যোগতত্ত্ব-পরিশীলনম্	ডা. গীতাঞ্জলি-নায়েক:	166-170
31.	আত্মতত্ত্বলাভে সমাধি:, একম্ অধ্যয়নম্	বিষ্ণুপদসাহু:	171-176
32.	পুরাণেযু যোগ:	অজয়-কুমার-কর:	177-182
33.	যোগশাস্ত্রস্য প্রাসঙ্গিকতা	ডা. মাধবচন্দ্ররথ:	183-184
34.	পুরাণমাধ্যমেণ যোগদর্শনস্য দর্শনান্তরেণু প্রভাব:	মধুসূদনদাস:	185-188
35.	যোগময় জীবন	ড. অনুপ কুমার রায়	189-195
36.	ভাগবতপুরাণে যোগ: একটি অধ্যয়ন	ঐশী সাহা	196-201
37.	আধুনিক যন্ত্রবন্ধ সমাজে যোগ সাধনার প্রাসঙ্গিকতা	সুমন ব্যানার্জী	202-208
38.	আধুনিক জীবন ও সমাজ প্রেক্ষিতে অষ্টযোগাঙ্গ: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	জয়শ্রী দত্ত	209-216
39.	বর্তমান সময়ে যোগশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা	জয়নাল মন্ডল	217-220
40.	আধুনিককালে যোগশাস্ত্র চর্চার ধারক ও বাহকরূপে বি. কে. এস. আয়েঞ্জারের অবদান	মেখলা দাশগুপ্ত	221-226
41.	বর্তমান সময়ে যোগের অবদান বিষয়ে আলোচনা	রাজিবুল খান	227-232
42.	মনুষ্যজীবনে যোগদর্শনের কার্যকারিতা ও প্রভাব	রীয়া বিশ্বাস	233-236
43.	করোনা-র আবহে অষ্টাঙ্গযোগের প্রাসঙ্গিকতা	ড. সার্বিনা জেসমিন	237-241
44.	মহর্ষি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গযোগের বর্তমান সময়ের প্রাসঙ্গিকতা	শ্রাবন্তী হালদার	242-247
45.	বর্তমান সময়ে অষ্টাঙ্গযোগের প্রাসঙ্গিকতা	সুদেহা রায়	248-252
46.	যোগশাস্ত্রে আসন ও প্রাণায়াম	সৌমেন মান্না	253-256
47.	করোনা (কোভিড-১৯) যুদ্ধে যোগচর্চা	সৌমী পাল	257-261
48.	রোগনিরাময়ে যোগশাস্ত্র	কল্যাণী দাস	262-265
49.	বর্তমান যুগে শান্তিল্য উপনিষদে যোগশাস্ত্রের গুরুত্ব	মামণি মন্ডল	266-269
50.	যোগের নিত্যত্ব প্রতিপাদন	ড. শঙ্কর চ্যাটার্জী	270-274
51.	যোগতত্ত্বের মহত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা: সামবেদীয় যোগচূড়ামণ্যপনিষদের প্রেক্ষিতে	সুচন্দ্রা মুখার্জী	275-279
52.	যোগ এবং শারীরিক স্বাস্থ্য: একটি পর্যালোচনা	রতন সাধু	280-285
53.	যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় নিদ্রা: একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন	চন্দন পই	286-288

বর্তমান সময়ে যোগের অবদান বিষয়ে আলোচনা

রাজিবুল খান*

বর্তমান বিশ্বসংসারে যোগ হলো এমন একটা পদ্ধতি যা আমাদের এই মনুষ্য সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজ যেখানে আমরা বিজ্ঞানের দিক দিয়ে উন্নয়নের দিকে দ্রুত অগ্রগতি করছি। সেখানে অনেক রকমের সুখের সংস্থানও রয়েছে তবুও কেন আজ পুরো বিশ্বযোগের দিকে মনোনিবেশ করছে? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর অশান্তি। আজকে বিশ্বে মানুষ, প্রাণী এবং এমনকি প্রকৃতিও বিরক্ত হয়। প্রায়শই কারো মনে শান্তি নেই। মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহংকারের প্রভাবে সর্বদা হিংস্র হয়ে উঠেছে। আজ মানুষ শারীরিক ও মানসিক চিন্তায় সর্বদা চিন্তাগ্রস্ত। আমরা সব সময় এগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তবে আমরা পারি না। যোগের উদ্দেশ্য কেবল শারীরিক এবং মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি আধ্যাত্মিক সম্প্রীতি এবং মানুষের পরম কল্যাণেরও একটি পথ।

- যোগ শব্দের অর্থ: যোগ শব্দটি সংযোগার্থক যুজ্ ধাতুর উত্তর 'ঘঞ' প্রত্যয় যোগে নিম্পন্ন হয়। সুতরাং যোগশব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ সংযোগ এবং সমাধি। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলা হয়েছে— 'সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাঋপরমাত্মনোঃ' জীবাঋ ও পরমাত্মার সংযোগকে যোগ বলা হয় আবার যোগভাষ্যে ব্যাসদেব বলেছেন— 'যোগঃ সমাধিঃ' যোগসূত্রকার পতঞ্জলি বলেছেন— 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি সমুদায়ের সম্পূর্ণ নিরোধ করাকে যোগ বলে। অমরকোষে যোগ সম্বন্ধে বলা আছে— সামদানাদি উপায়, ধ্যান, চিত্তের একাগ্রতা বা মনের চঞ্চলতা রোধ, পুনর্মিলন এবং মুক্তি যা যোগের আক্ষরিক অর্থ।
- যোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ: যোগের স্বরূপ সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে— বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, গীতা, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে দেখতে পাই। শুধু সনাতন ধর্মে নয় আজ যোগব্যায়াম বিশ্বের অন্যান্য ধর্মেও এমনকি ইসলামপন্থীরাও যোগকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে যোগ নিজেই একটি ধর্মস্বরূপ। ঋগ্বেদকালে যোগকে মোক্ষের সাধন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না তবে জ্ঞান অর্জনের জন্য শান্তি ও চিরন্তন সুখের জন্য এবং দেবোপাসনার জন্য যোগশাস্ত্রের ব্যবহার হতো।^১

যোগ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে বলা আছে— প্রাজ্ঞব্যক্তি অর্থাৎ যিনি জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক এমন যোগী প্রথমে বাকাদি বহিরিন্দ্রিয়কে মনে নিরুদ্ধ করবেন, মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে হিরণ্যগর্ভে নিরুদ্ধ করে শান্ত আত্মাকে পরমাত্মায় যোগ করবেন।^২ আসলে যোগ কথাটির অর্থ হল শান্ত ও স্থির হয়ে ইন্দ্রিয়কে অবিচলরূপে ধারণ করা।^৩ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যোগ সম্বন্ধে একটি প্রশংসাসূচক বাক্য পায় যথা— যে যোগী ব্যক্তি যোগগান্ধিময় শরীর লক্ষ করেছেন সেই যোগীর শরীরে কোনো প্রকার রোগ হয় না। কোনোভাবেই জরার অভ্যুদয় হয় না এমনকি মৃত্যুও তাঁকে অর্থাৎ সাধককে স্পর্শ

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

UGC Approved listed Journal, SL No. 40742

রূপনারায়ণপুর পশ্চিম বর্ধমান থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা

আজকের

যোখন

৩৭ বর্ষ ◆ ১ম সংখ্যা

পৌষ - মাঘ, ১৪২৬ ◆ জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি, ২০২০

মন যোগায় না, মন জাগায়



বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'...মিথের নবরূপায়ণ

ড. চৈতালী মান্ডি

সহকারী অধ্যাপিকা

ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

Myth হল একটি জাতির পূর্বপুরুষ অর্জিত প্রত্যয় ও বিশ্বাস জড়িত কাহিনী। পরবর্তীকালে কখনো সেই কাহিনীতে প্রযুক্ত হয়েছে ধর্মীয় ভাবনা। অন্যভাবে বলা যায়, Myth লিখিত পুরাণাশ্রিত কাহিনী বা তারও পূর্বযুগের পুরানের বীজস্বরূপ লোকশ্রুতিনির্ভর কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যানগুলিকে বলেছেন, 'আদিম-পুরান-কথা। Myth-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল প্রাচীনতা। এর মধ্যে আবহকালের মানবজীবনের সত্যরূপ বা ধ্রুব বাস্তবতা বর্তমান। এগুলি প্রায়শই ইঙ্গিতবহুভাবে প্রতীয়মান। Myth-এর সেই ধ্রুবসত্য গোপ্তা মানুষের অন্তর্লোক উজাড় করে নতুন বার্তা বহন করে। Barthes-এর ভাষায়...Myth is a system of communication, that it is a message. 'আধুনিকক্ষেত্রে সেই বার্তাকে নবরূপা করে তোলেন সাহিত্যস্রষ্টা। যথার্থ অর্থে পুরান বা Myth-কথার পুনর্নির্মাণ ঘটে তখনই যখন স্রষ্টা তার মধ্যে শিল্পসৌন্দর্য্য ও শাশ্বত মানবরসের সম্মিলন ঘটাবেন, মানবহৃদয় ও মানবচরিত্রের অন্তগূঢ় রহস্যকে প্রাসঙ্গিক করে তুলে শিল্পের নান্দনিকতায় প্রকাশ করবেন। 'মজ্জায় মিশে থাকা পিতামহদের কাহিনী' এভাবেই উত্তরকালের সৃষ্টির প্রেরণা হয়ে উঠবে।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর নাটক 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' তেমনই একটি বিনির্মাণ। উত্তরকালের জীবনবোধে সম্পৃক্ত এক সৃষ্টি। রামায়ণে কথিত, ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী এখানে Mythological Source নাট্যকার এখানে Myth-এর reform করেছেন। নাট্যকারের জবানীতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে...

..এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত এবং রচনাটিও শিল্পিত.. অর্থাৎ একটি পুরান কাহিনীকে আমি নিজের মতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও হৃদবেদনা।...আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন। অন্যত্র বুদ্ধদেব বসু এই সৃষ্টির কারণ হিসেবে স্বীকার করেছেন...

'আমার গোচরে আসে অনেক তথ্য, সংকেত, অতিসাম্য, অনেক সম্বন্ধ স্থাপনের সম্ভাবনা আমাকে চঞ্চল করে; আমি টের পাই আমার মনের দু'একটা পূর্বার্জিত জগাকার ভাবনা ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে উঠেছে।'

'তপস্বী ও তরঙ্গিনীর উৎস ভারতীয় পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতকের কাহিনী ও রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতা। নাটকটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতার ভাবকল্পের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। 'পতিতা' কবিতাতে দেহজ কামনা এক পরিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যস্তরে সমুত্তীর্ণ হয়েছে, যা কিনা বুদ্ধদেব বসুকে প্রবুদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রকল্পনাকে মান্যতা দিয়ে তিনি নিজস্ব মৌলিকতায় নাটকের কাহিনী গ্রথিত করেছেন। তাঁর 'তরঙ্গিনী' অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষত-বিক্ষত, নবতর বোধে উত্তীর্ণ এক নারী অন্যদিকে নারীসঙ্গ ঋষ্যশৃঙ্গকে আলোকাভিসারী করেছে পুণ্যের পথে নিয়ে গেছে। নাট্যকার স্বীকার করেছেন.. 'লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্কাশ হ'লো। নতুন কাহিনীর জন্ম এখানেই। রামায়ণে উল্লিখিত সুমন্ত্রের মুখ-নিঃসৃত ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনীটি ছিল নিম্নরূপ...

কপনারায়ণপুর বর্ষমান থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা

আজকের

যোদ্ধা

মন যোগায় না, মন জাগায়



৩৭ বর্ষ ◆ ৫ম সংখ্যা

শারদ ১৪২৭

ভাদ্র - আশ্বিন, ১৪২৭ ◆ সেপ্টেম্বর - অক্টোবর, ২০২০

হিন্দুস্থানী সংগীতে বাণী

ড. চৈতালী মান্নি

সহকারী অধ্যাপিকা

ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

আর্যমনীষার অপূর্ব সৃষ্টি রাগসংগীত। নৃত্যগীত ও বাদ্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট এই বিদ্যাকে শাস্ত্রকারগণ তৌর্যত্রিক নামেও অভিহিত করেছেন। ভারতীয় সমাজে চলিত চৌষষ্ঠি ললিতকলার মধ্যে সংগীতই শ্রেষ্ঠ।

আমরা উত্তরভারতীয় ক্লাসিক্যাল গানকে হিন্দুস্থানী সংগীত বলে থাকি। এই হিন্দুস্থানী গানে যেমন ধ্বনিবিজ্ঞানগত নিয়মকানুন আরোপিত হয়েছে তেমনি আবার অর্বাচীন প্রাকায়ত সংগীতের বৈশিষ্ট্যগুলিও স্বীকৃতিলাভ করেছে। আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন কৌশল, সুর পরম্পরা ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের বিষয়গুলির সমন্বয়ে হিন্দুস্থানী গান বিশালত্ব লাভ করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সৃজনশীলতা এবং লোকরুচির প্রয়োজনে পরিবর্তনশীলতা বা নৃত্যবিবর্তনশীলতা। বলা বাহুল্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীত অভিজাত গান তাই কৃত্রিমভাবে অনেক নিয়মরীতি বা প্রথা এতে চাপানো আছে।

সাধারণ দেশী গানের সঙ্গে তাই এর প্রভেদ রয়েছে বিস্তর। দেশীগানে ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম হল তার সহজ সরল ভাষা, সুর যেখানে বাহন মাত্র। কিন্তু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতসুরপ্রধান-যেখানে ভাষার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত - এই নিয়ে বিতর্ক এসে পড়ে। সাধারণত ধারণা এই যে হিন্দুস্থানী সংগীতে রাগরাগিনীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সুরের বৈচিত্রময় নীলার প্রধান্যই বেশী কথা সেখানে নিতান্তই গৌণ।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রধান দুই ধারা ধ্রুপদ এবং খেয়াল। ধ্রুপদ গান রাজকীয় গানের, গম্ভীর এবং ভক্তিরসাম্বিশিত সেখানে দেবদেবীর বিবরণ, মহারাজের গুণকীর্তন, গাধুসন্তের বন্দনা বা প্রকৃতির কথা থাকে। তাই সেখানে কথার অংশ গুরুত্ব পায়। অনেক উচ্চ কাব্যগুণ সম্পন্ন বাণী ও সুর পরম্পরের পরিপূরক।

একথা ঠিক যে হিন্দুস্থানী খেয়াল ঠুংরী শ্রেণীর গানছাড়া সকলপ্রকার সংগীতেই কথার প্রধান্যই বেশী। আমাদের বাংলাদেশে পশ্চিমী রাগসংগীতের আগমন ঘটেছে অনেক পরে। তার আগে যে গান বাংলাদেশে ছিল তা কীর্তন, বাউল পুরাতনী, ভক্তিগীতি ইত্যাদি।

হিন্দুস্থানী গানে যে রসান্বাদন করা হয় তা ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে। কাব্য, কবিতা, সাহিত্যের কথা - জীবনধর্মী; কিন্তু সংগীত জীবনকে ছাড়িয়ে অন্য জগতে মনকে তুলে নিয়ে যায়, তাই কথা যেমনই হোক সেই অবাচ্য রাসভূমিতে তার ভূমিকাও থাকবে। হিন্দুস্থানী সংগীতে কথার ভূমিকা সম্বন্ধে 'আর্যগাথার' (২য় খণ্ড) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন....

হিন্দুস্থানী গানে কথা এতই যৎসামান্য যে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারো, ননদীয়া, গাগরিয়া, চুনরিয়া, আমরা কানে শুনিয়া যাই মাত্র কিন্তু সংগীতের সহস্ররাগিনী নির্ঝরিনী সেই সমস্ত কথাকে তুচ্ছ উপলব্ধির মতো প্লাবিত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্য্যবেগ এক অনির্বচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চা-
করিয়া দেয়।”

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা

কৌটিল্য থেকে অমর্ত্য সেন

সম্পাদনা
অভিষেক মিত্র



প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স

৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট • কলকাতা-৭০০ ০৭৩

BHARATIYA RASTRACHINTA

Kautilya Theke Amartya Sen
Edited by Abhishek Mitra

© সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট, ২০২০

প্রচ্ছদ-শিল্পী : ঋতদীপ রায়

ডি.টি.পি. কম্পোজ
প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

দাম : ২৮০ টাকা
Rupees Two hundred eighty only

ISBN : 978-81-8064-337-8

শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণ প্রিন্টিং
৩, মুক্তারামবাবু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭ থেকে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার উৎস এবং বৈশিষ্ট্য অভিষেক মিত্র ও অমিত কুমার বস্তু	৯-৩৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় কৌটিল্যের অবদান অভিষেক মিত্র	৪০-৬৫
তৃতীয় অধ্যায় : মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা : একটি সান্দর্ভিক বিশ্লেষণ শেখর শীল	৬৬-৭৬
চতুর্থ অধ্যায় : ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তা : নির্মাণ ও বিনির্মাণ (জিয়াউদ্দিন বারনি থেকে এ.পি.জে আব্দুল কালাম) ইয়াসিন খান	৭৭-১৩০
পঞ্চম অধ্যায় : রামমোহন রায় : নবযুগের পথিকৃৎ সর্বজিৎ রায়চৌধুরী	১৩১-১৪০
ষষ্ঠ অধ্যায় : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তা : জাতীয়তাবাদ ও সাম্য ভাবনা প্রদীপ্ত মুখার্জী	১৪১-১৫৭
সপ্তম অধ্যায় : রাষ্ট্র ও সমাজ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণ কালি শঙ্কর সাউ	১৫৮-১৬৪
অষ্টম অধ্যায় : সমাজচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ শতরূপা পাল	১৬৫-১৭০
নবম অধ্যায় : বহুমাত্রিক বিবেকানন্দ সৌমেন রায়	১৭১-১৯৩
দশম অধ্যায় : গান্ধি অন্বেষণ অরিন্দম রায়	১৯৪-২০৮
একাদশ অধ্যায় : শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা কুণাল দেবনাথ	২০৯-২২২

দ্বাদশ অধ্যায় : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা অমিত কুমার বসু	২২৩-২৪৪
ত্রয়োদশ অধ্যায় : বিনায়ক দামোদর সাভারকর : হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ অরুণাভ ব্যানার্জী	২৪৫-২৫৩
চতুর্দশ অধ্যায় : ভারত রাষ্ট্রনির্মাণ : মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দর্শন ও চিন্তন শিবাশিস ঘোষ	২৫৪-২৬৮
পঞ্চদশ অধ্যায় : আচার্য নরেন্দ্রদেব : ভারতীয় রাষ্ট্রভাবনায় সমাজতন্ত্রের পথিকৃৎ সত্রাজিৎ ব্যানার্জী	২৬৯-২৯০
ষোড়শ অধ্যায় : জওহরলাল নেহরু : একটি পথ অনেক পাথেয় বিমান সাহা	২৯১-৩০৫
সপ্তদশ অধ্যায় : আশ্বেদকর : সমাজভাবনা ও রাষ্ট্রদর্শন জয়ন্ত দেবনাথ	৩০৬-৩২২
অষ্টাদশ অধ্যায় : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু : রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা সচ্চিদানন্দ রায়	৩২৩-৩৩৬
উনবিংশ অধ্যায় : জয়প্রকাশ নারায়ণ : সমাজতন্ত্র, সর্বাঙ্গিক বিপ্লব ও দলহীন গণতন্ত্র সৈয়দ এম. জামান	৩৩৭-৩৬৪
বিংশ অধ্যায় : সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় রামমনোহর লোহিয়া স্বরূপ সামন্ত	৩৬৫-৩৮০
একবিংশ অধ্যায় : সামাজিক ন্যায় সংক্রান্ত অমর্ত্য সেনের চিন্তা সুবিকাশ চৌধুরী	৩৮১-৩৮৮
বর্ণানুক্রমিক সূচি	৩৮৯-৩৯৪
লেখক পরিচিতি	৩৯৫-৩৯৬

ভারত এক বহু বৈচিত্র্য সমন্বিত দেশ। বৈচিত্র্য এর ভূগোলে, বৈচিত্র্য এর সংস্কৃতিতে, বৈচিত্র্য এর রাজনীতিতে। সর্বোপরি বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় ভারতের মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মাচরণ, জীবনযাত্রাতেও। যুগেযুগে বিবর্তিত হতে হতে ভারতীয় সভ্যতা ভারতকে আজ পৃথিবীর অন্যতম বিশিষ্ট দেশে পরিণত করেছে। বর্তমান ভারতের একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে ঐশ্বর্যের চাবিকাঠি আবার ঐপরিদিকে রয়েছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, শোষণ, নিপীড়ন, আছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রবণতা। কিন্তু এতকিছু বৈপরীত্যের মধ্যেও ভারতের যে সুমহান ঐতিহ্য, বহুর মধ্যে একের অনুভূতি, জাতি হিসাবে এক সুদৃঢ় বন্ধন তা বারেবারেই পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ হল, এক সুমহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার যা ভারত তথা ভারতবাসীকে এক অনন্য সাধারণতায় ভূষিত করেছে। সিন্ধু-গঙ্গা অববাহিকাকে কেন্দ্র করে বহু স্থানেই যখন মানবসভ্যতা একেবারেই শিশু অবস্থায় ছিল, তখনই প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্যক্তিজীবন, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতি সম্পর্কে বহু মৌলিক ধ্যানধারণার উৎপত্তি হয়েছিল। বিশেষত রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশের যে পরিচয় প্রাচীন ভারতবর্ষে পাওয়া যায় তা প্রকৃতই বিস্ময়কর এবং অভূতপূর্ব। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, আধুনিক বলে মনে করা হয় এমন রাজনৈতিক তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান—যেগুলির উৎপত্তি সাধারণত পাশ্চাত্যে হয়েছে বলে মনে করা হয় তার অনেক উৎস নিহিত রয়েছে প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চিন্তায়। রাজনৈতিক তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ভারতবর্ষে এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ ও নিরপেক্ষ রাজনীতির উৎপত্তি ঘটিয়েছিল যা সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে ভারতকে এক বিশিষ্ট স্থান প্রদান করেছে।

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা বিকাশের সময়কাল নিয়ে বিতর্ক

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রথম উৎপত্তির সময়কে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আর্যসভ্যতার পূর্বেও ভারতের অন্যান্য সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। কিন্তু একথা ঠিক যে, বৈদিক সাহিত্যেই সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, আনুমানিক চার হাজার বৎসর পূর্বে আর্যসভ্যতায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়েছিল। চতুর্বেদের সবথেকে প্রাচীন বেদ ঋগ্বেদে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে প্রায় ১০০০ স্তোত্র রয়েছে যেগুলির মধ্যে জন অবস্থায় রাজনীতি বিষয়ে চিন্তা ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং এই সময়কেই ভারতের রাজনৈতিক চেতনার সূচনা কাল হিসাবে বিবেচনা করা যায়। এই সময় থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান অভিযান ও শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে প্রাচীন

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের মধ্যে যেসব বিখ্যাত ও স্বনামধন্য মনীষীরা তাদের কর্মের দ্বারা নিজেদের পরিচয়কে ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী করে নিয়েছেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্যই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যিনি বিভিন্ন পরিচয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন তাঁর নিজের কর্মের দ্বারা। একদিকে তিনি ছিলেন আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী, বুদ্ধিজীবী অন্যদিকে ছিলেন হৃদয়মূলক বস্তুবাদের সাহায্যে ভারতবর্ষের জাতপাত বিভাজিত সমাজের প্রথম বিশ্লেষক ; একই সঙ্গে সমগ্রজীবন ধরে সযত্নে লালিত পালিত আপসহীন ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে আমরা বেশিরভাগ মানুষই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—এই পরিচয়েই জানি। বড়দাদার অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব ও কর্মের ছায়াতেই তিনি অনেকটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছেন। কিন্তু তার বাইরেও তাঁর চিন্তাভাবনার নিজস্বতা ও বহুবিধ কর্মগত পরিচয় আছে সেটা সমাজের বেশির ভাগ মানুষের কাছে অধরা থেকে গিয়েছে। তিনি বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই পরিচয়টি সবার কাছে শেষ পরিচয় হয়ে রয়েছে, এমনকি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক ছাত্রের কাছেও তিনি একটি অজানা চরিত্র হয়ে রয়েছেন। তবে এটাও ঠিক যে, তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য স্বনামধন্য সমাজচিন্তক, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চেয়ে তিনি কিছুটা উপেক্ষার শিকার হয়েছেন। সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কিত তাঁর চিন্তাভাবনার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। কিছুটা হলেও তিনি উপেক্ষার শিকার হয়েছেন। তার পশ্চাতে যে কারণটি বিদ্যমান সেটি হল তাঁর আপসহীন ব্যক্তিত্ব। আসলে তিনি সবসময়ই কঠিন বাস্তব সত্যকে অবলম্বন করে তাঁর বর্ণময় কর্মজীবনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন যার ফলে তিনি কখনোই কারো অনুগত হয়ে ওঠেননি, এমনকি স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মঞ্চ জাতীয় কংগ্রেসের অনেক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেও সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। আবার মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন কমিউনিস্ট দলের (C.P.I) কর্মপন্থারও সমালোচনা করেছিলেন। যার ফলে কারোর কাছেই তিনি কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি। অন্যদিকে ভূপেন্দ্রনাথেরও সেই তাগিদ ছিল না। যার মিলিত ফলশ্রুতি হল উপেক্ষা ও বঞ্চনার শিকার একই সঙ্গে এক বর্ণময় কর্মজীবনের বিভিন্ন দিকগুলিকে তাঁর উত্তর প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপনের অভাব। এই প্রবন্ধে প্রধানত তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনাকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তবে কোনো সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদে ভাবনা-চিন্তাকে বিশ্লেষণ করার পূর্বে সেই ব্যক্তির জীবন পরিচয় সম্পর্কে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, তা না হলে সেই মানুষটির চিন্তাভাবনার সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে না। কারণ কোনো ব্যক্তিই সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো ভাবনা তথা সেই

গভর্নেন্স : তত্ত্ব ও পদ্ধতি
(Governance: Theory and Process)

সম্পাদনা
সুচেতা কুন্ডু
সৌমেন রায়


Avenel Press
INDIA

১৯৮০-র দশক থেকেই 'গভর্নেন্স' (Governance) শব্দটি ক্রমশ বহুলচর্চিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে রাষ্ট্র এবং সরকার সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রেও গভর্নেন্স শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষত শাসন সংক্রান্ত এবং ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের আলোচনায় একটি জটিল ও বহুমাত্রিক পদ্ধতি হিসেবে গভর্নেন্স শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। গভর্নেন্স এবং গভর্নেন্স এই দুটি শব্দের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল— গভর্নেন্স বলতে মূলত একটি বৈধ প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত ধারণাকে বোঝায়; অন্যদিকে গভর্নেন্স হল রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিক সমাজ এছাড়াও সমাজস্থ বিভিন্ন স্বৈচ্ছামূলক সংগঠন ও এনজিও গুলির একটি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। এই গ্রন্থে গভর্নেন্স শব্দটির ধারণা এবং প্রক্রিয়াগত বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গভর্নেন্সের বিভিন্ন ধরন বা রূপগুলি যেমন— good governance, e-governance, corporate governance, democratic governance, environmental governance বা green governance সম্পর্কে ধারণাগত ও পদ্ধতিগত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন, মানবাধিকার, বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে গভর্নেন্সের ধারণাটিকে আলোচনা করা হয়েছে।



সুচেতা কুন্দু : দীর্ঘ ২৮ বছর রানীগঞ্জ গার্লস কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মরত। বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। বহুসংখ্যক পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 'মানবাধিকার' ও 'নারীর ক্ষমতায়ন' বিষয়ক আন্দোলনের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব।



ড. সৌমেন রায় : পুরুলিয়ার সিধো-কানহো-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত। বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচ্ছদ চিত্র : ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত ছবি

প্রচ্ছদ : বাবুল দে



এভেনেল প্রেস



জননীতি	
— গোপীনাথ রুইদাস	১২৯-১৩২
সুশাসন এবং অসরকারী সংগঠন	
— কার্তিক গাদী	১৩৩-১৪৭
ই গভর্নেন্সঃ ভারতের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ	
— সঞ্জয় কুমার দাস	১৪৮-১৫৩
নারীর ক্ষমতায়ন ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থাঃ একটি পর্যালোচনা	
— ড. শতরূপা পাল	১৫৪-১৫৯
গ্রীন গভর্নেন্সঃ নূতনের সন্ধানে..	
— শতদল পাত্র	১৬০-১৬৭
সুশাসন এবং আধুনিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসন	
— বিজয় প্রসাদ দাস	১৬৮-১৭৯
ন্যূনতম সরকার ও সর্বাঙ্গীণ শাসন	
— চিন্ময় সর	১৮০-১৯০
সুশীল সমাজ	
— কিংসুক মিত্র	১৯১-২০০
বিকেন্দ্রীকরণ স্বায়ত্তশাসন ও সুশাসন	
— আকাশ কুমার ঘোষ	২০১-২০৯
সুশাসনের ধারণাঃ ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত	
— অমিত কুমার বন্ধু	২১০-২১৮
শিল্পোদ্যোগী সরকার	
— ড. সৌমেন রায়	২১৯-২২৬

সুশাসনের ধারণা : ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত

(Concept of Good Governences : Indian Prasperspective)

অমিত কুমার বস্তু*

'Governance' হোল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের শাসনের দিকটির বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য একটি সচেতন ব্যবস্থাপনা বা উদ্যোগ বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রই বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোকে গ্রহণ করেছে বলা যেতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় জনগণ কতটা সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে সেটা একটা চিন্তাভাবনার বিষয়। সেইদিক থেকে শাসনকাঠামোর মধ্যে জনগণের সচেতন অংশগ্রহণ ও সুস্থ পরিষেবা পাওয়ার বিষয়ে governance কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে, যথা — সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি। আবার, রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও Good Governance একটি যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছে। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের সঙ্গে governance এর যোগসূত্র নিয়ে প্রচুর বিতর্কের অবকাশ রয়েছে বলা যেতে পারে। আরও বিতর্কও হচ্ছে। যাইহোক না কেন, governance শব্দটিকে বৃহত্তর অর্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। কারণ governance শব্দটিকে বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করা হয় বা বোঝানো হয়ে থাকে। এর মধ্যে দিয়ে কোনো রাষ্ট্রের সরকারের দ্বারা সামগ্রিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করাকে বোঝানো হয়ে থাকে। আর এইক্ষেত্রে শুধুমাত্র কোনো একটি দেশের সরকারকেই বৈধ বা যুক্তিসঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা হয় না। সরকারের সাথে সাথে বাজার তথা নাগরিক সমাজেরও একটা বড় ভূমিকা থাকে। অর্থাৎ সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, তথা নাগরিক সমাজকে কেন্দ্র করে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠে সেগুলির ভূমিকাকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়। এককথায় 'Pluality of Actors' কে স্বীকৃতি দান করে থাকে। নাগরিকদের ইচ্ছাপূরণ ও চাহিদাকে সঠিকভাবে পূরণ করার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান, বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথা নাগরিক সমাজের সাহায্য Governance গ্রহণ করে থাকে। Governance-এর ধারণাটির জন্ম কিভাবে? ১৯৮৯ সালে World Bank-এর একটি প্রতিবেদনে

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

CERTIFICATE OF PUBLICATION

This is to certify that the paper entitled

Certificate ID/IJR-1650

“KAUTILYA: WAR, JUSTICE & DIPLOMACY”

Authored by

Sri Biswendu Mondal, Assistant Professor

From

Onda Thana Mahavidyalaya

Has been published in

IJR JOURNAL, VOLUME IX, ISSUE VI, JUNE- 2020



K. V. Kumar Sinha
Dr. K. Vikram Kumar Sinha, Ph.D.,
Editor-In-Chief
IJR JOURNAL
www.ijrpublisher.com



Kauṭilya: War, Justice & Diplomacy

Submitted by Sri Biswendu Mondal,
Assistant Professor, Onda Thana Mahavidyalaya.

Kauṭilya was the minister in the kingdom of the Chandragupta Mauryan during 317 B.C to 293 B.C. He has one of the judicious ministers of the times. He has explained his views on the war, justice and diplomacy very clearly in the *Arthaśāstra*.

Kauṭilya's work is initially a book of political realism where state is supreme king shall carry out duties s advised in his book protect his state. Kauṭilya's work is so deep rooted in practicality that he goes to explain the gory and cruel means a King must adopt to be in power. This could have been one reason why Aśoka, whom Kauṭilya advised renounced violence and war thus taking the path of *Dharma* or Morals.

I shall primarily focus on Kauṭilya's view on war, justice and diplomacy in this paper.

War

Kauṭilya was a proponent of a welfare state but definitely encouraged war for preserving the power of the state. He thought that the right to power and happiness in kingdom enhances a king should always strive to increase his power. He further believed that it was the duty of king to attain material gain, spiritual well-being and happiness. In this he has clearly become a realist and a believer in principle of responsibility. Kauṭilya thinks that for a King to attain these three goals must create wealth, have armies and should conquer the kingdoms and enlarge the size of his state.

জাহ্নবী

সম্পাদনায়

ড. সৌমেন গোস্বামী

অধ্যাপক বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ



Taurean Publications®

New Delhi -110019

Taurean Publications®

820, 8th Floor, Devika Tower,
Nehru Place, New Delhi-110019

Ph: 011-26281223

M: +91 9681434521, 9911223794

Email: taureanpublications@gmail.com

Website: www.taureanpublications.com

Branch Office

Kolkata

M : 9681434521

Copyright © Author

1st Published : 23rd June, 2020 (Rath Yatra)

ISBN: 978-81-944888-9-7

বর্গ সংস্থাপনা : ইণ্ডিসো কমপিউটার, ২৮৬, সারদাপল্লী, গ্রীনপার্ক,
কলকাতা- ৭০০০৫৫

Printed by: Balaji Offset, Delhi - 110053

Isopanisad : In the View of Anirvana (srimad anirvanavanmaye isopanisat)

Biswendu Mondal

Assistant Professor, Onda Thana Mahavidyalaya.

Isopanisad is in verse form, short in length, having only eighteen mantras in the *Kanva* branch. But even in these few *mantras* we have realized an all comprehensive vital and harmonious vision and philosophy of the life divine. It deals with the transformation of greed, desire, polluted, black and evil deeds into strong, white, pure and good deeds. Its Ultimate result is in the complete Universal Consciousness. The central idea of Anirvana's *Isopanisad* is revolved *Upanisadic Purusa*. No mention of the word 'Brahma' in his *Isopanisad* but mostly found in other *Upanisads*. In its place we find the non-relative absolute term 'Tat' and relative positive terms like 'Isa' and 'Purusa'. We find also the use of the word 'Atman'. It is also worth noting that the highest Divinity appears here as 'Aditya' or the Sun. In the first portion of the *Upanisad* there is the synthesis of deeds and knowledge, and at the end we have the outpouring of humble devotion. Thus we see the great synthesis of Works, Knowledge and Devotion (*Karma, Jnana and Bhakti*) as in the Bhagavad Gita revealed by Lord Krishna. While explaining on the *Isopanisad*, the great Acharya Sankaracharya has followed the text of the *Kanva* Branch of *Sukla Yayurveda*.

Isopanisad was compiled during the last stage of the *Sukla Yayurveda*. By that time, after many controversies, attacks and counter-attacks, the Vedic Ideas had taken a definite form. There is no doubt, it is quite evident, in this *Upanisad* there is a bold effort to reconcile and harmonize elementary opposites; to synthesize many opposites and contradictory ideas coming down from long ages past.

The first reconciliation of oppositions is between Enjoyment and Renunciation, between *Pravritti* and *Nivritti*. This opposition is eternal.

ISSN 2249-3751

অন্তর্মুখ

বাংলা গবেষণা-পত্রিকা

পর্ব-১০, সংখ্যা-১

ত্রৈমাসিক



দ্বন্দ্বিকতা : সাহিত্য-সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে

আন্তর্গম্য

বাংলা গবেষণা-পত্রিকা

(A Peer Reviewed Journal)

পর্ব-১০, সংখ্যা-১, ত্রৈমাসিক, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২০

["Published with financial assistance from the Central Institute of Indian Language (Dept. of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India) Manasgangotri, Mysore 570 006 vide sanction letter F.No. 53-2(7)/2014-15/BEN/LM/GRNT dated 5th December 2016 under the Little Magazine scheme of Grant-in-aid".]

দ্বান্দ্বিকতা : সাহিত্য-সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে

সম্পাদক

খোকন কুমার বাগ

'সাম্পাদন'

বাদশাহী রোড, ভাঙ্গাকুঠি, বর্ধমান

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় / ৫

শাস্ত্র ও সমাজ : প্রাচীন ভারতে বর্ণজাতি কাঠামোয় সামাজিক সচলতা

—অভিজিত সাধুখাঁ / ৭

বৌদ্ধ সাধনায় সিদ্ধধারা : বুদ্ধবচন থেকে গুরুপদেশ—অভিজিৎ ব্যানার্জি / ২৩

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের সাথে গান্ধী ও মার্ক্সের দ্বন্দ্ব

এবং মেলবন্ধন—হিরণ্য লাহিড়ী / ৩৪

সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এবং জনস্বাস্থ্য : দ্বান্দ্বিকতা বনাম বহুমাত্রিকতা—রাজেশ দাশ / ৪৬

সমাজ ও হিংসা : এক স্ব-বিরোধী সামাজিকীকরণ—সৌরভ কুমার মোদক / ৫৪

উন্নয়ন বনাম বৈষম্য : স্বাধীনোত্তর ভারতের মৌলিক দ্বন্দ্ব—সুকান্ত প্রামানিক / ৬০

বর্ণবাদী বাংলা : দ্বান্দ্বিক-সত্যের অন্বেষণ—স্বাগতা সরকার / ৭৪

দ্বান্দ্বিকতা : বি-সমকাম বনাম সমপ্রেম—সৌরভ দাস / ৮৩

বার্ধক্য বনাম তারুণ্য : প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব ও বর্তমান সমাজ—তারা প্রামানিক / ৯৫

নায়ক-প্রতিনায়ক সংবাদ : বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব

—অর্যমা ঘোষ ও আনন্দ ভট্টাচার্য / ১০২

উনিশ ও বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানের অন্তরালে সামাজিক দ্বান্দ্বিকতা : প্রসঙ্গ নারী

—তাপসী ভট্টাচার্য / ১১৭

১৯৬০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব : বিরোধিতার সমাজ-ঐক্য

—অজন্তা বিশ্বাস / ১৩২

সাহিত্যে ইতিহাস ও ইতিহাসে সাহিত্য : পারস্পরিক দ্বন্দ্ব—সাবনাম আরা / ১৪৭

বাংলার লোকযাত্রার কুশীলবদের ব্যক্তিজীবন : শিল্প আর জীবিকার আবহমান দ্বন্দ্ব

—তনুশ্রী বিশ্বাস / ১৫৫

গীতিকা : বহুমাত্রিক দ্বন্দ্বের আখ্যান—সুব্রত পুরকাইত / ১৬৩

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে দ্বান্দ্বিকতার প্রতিফলন : হিন্দুসংস্কৃতি ও ব্রিটিশ শাসনের মিথস্ক্রিয়া

—নির্মল প্রধান / ১৭৫

সতী : উনিশ শতকের শাস্ত্রীয় দ্বান্দ্বিকতার পর্যালোচনা

—প্রদীপ কুমার পাল ও অনিন্দিতা মণ্ডল / ১৮৭

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক : দ্বন্দ্বের নানা পরিসর—পারমিতা টিকাদার / ২০০

স্থানিক দ্বন্দ্ব রবীন্দ্র-নাটক—চঞ্চলকুমার মণ্ডল / ২০৬

আধুনিক বাংলা মুক্তনাট্যচর্চায় দ্বান্দ্বিক-বিবর্তনের ধারা—সেখ জাহির আব্বাস / ২১৭

আধুনিক বাংলা মুক্তনাট্যচর্চায় দ্বন্দ্বিক-বিবর্তনের ধারা সেখ জাহির আব্বাস

আধুনিক বাংলা নাটক উপস্থাপনার দিক থেকে সুস্পষ্ট ভাবে দুটি ধারায় বিভক্ত। একটি মঞ্চনাটক অপরটি মুক্তনাটক। মঞ্চ নাটক উপস্থাপন একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি। অন্য দিকে মুক্ত নাটক মঞ্চ, মঞ্চসজ্জা, আলোর ব্যবধান, দর্শক অভিনেতার দূরত্ব থেকে মুক্ত এক ধরনের প্রায় বিনা পয়সার নাটক। আমাদের দেশে প্রেক্ষাগৃহ নির্ভর মঞ্চনাটক অর্বাচীন কালের ফসল। আমাদের প্রাচীন নাট্যচর্চার ইতিহাস মূলত মুক্তনাট্যের ইতিহাস। সে ধারা বাংলা লোকনাট্যের সমৃদ্ধ ধারা এবং যার অনেকগুলিই নির্দিষ্ট অঞ্চলে, নির্দিষ্ট ফর্মে কমবেশি চর্চিত হয়ে চলেছে। যেমন লেটো, আলকাপ, ছক, ছৌ, গাজীর গান, চরচুরনি, বয়াতির পালা প্রভৃতি। এর পাশাপাশি বিশ শতকের প্রথমার্ধেই শুরু হয় নতুন ধারার মুক্ত নাটক যা লোক নাটকের মতো বিনা মঞ্চে অভিনীত হলেও চরিত্রধর্মে পৃথক এবং আধুনিক।

এই লোকনাট্যের উত্তরাধিকারকে সামনে রেখেই বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আর এক ধরনের মুক্ত নাটকের চর্চা আমাদের দেশে শুরু হয় যা মূলত রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা অর্থাৎ সংঘবদ্ধ প্রচার মূলক নাটক। বামপন্থীরাই এই ধারার উদ্ভাটক। যতটুকু প্রামাণ্য তথ্য হাতে এসেছে তাতে ১৯৩৮ সালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের দাবিতে ছাত্র ফেডারেশন এডগার স্নোর 'রেড স্টার ওভার চায়না' নাটক অবলম্বনে দয়াল কুমার রচিত 'মুক্তির অভিযান' নাটকটিই প্রথম রাজনৈতিক পথনাটক, তখন বলা হত গণনাটক। এই জাতীয় নাটক পোস্টার ড্রামা, স্ট্রিট থিয়েটার, এজিট প্রপ, পথনাটক; বাংলাদেশে কমিউনিটি থিয়েটার, গ্রাম থিয়েটার প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হতে থাকে। এই জাতীয় নাটক দর্শককে কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক বা পরিবেশ সংকট বিষয়ে সচেতন করা বা আপন আপন মতাদর্শের অনুগামী করে তাদের অনুকূলে জনমত গঠনে সচেষ্ট থাকে। বিশেষ করে ভোটের প্রচার, কোনো হঠাৎ ঘটা অন্যায়, শাসকের কোনো সিদ্ধান্তের সমালোচনা প্রভৃতি তাৎক্ষণিক বিষয় নিয়ে পথনাটক বিনা প্রচারে দর্শকের সামনে পৌঁছে যায়। প্রচলিত বা আরোপিত ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসকে টলিয়ে দেওয়া এবং সেই সম্পর্কে ঘৃণা জাগ্রত করা-ই এর মূল কাজ। এই ধরনের নাটক আলোড়ন (agitation) এবং সংঘবদ্ধ প্রচার (propaganda)-এর সমন্বিত রূপ বলে একে এজিট প্রপ থিয়েটার বলে। এই ধারার নাটকের বিষয়বস্তু যেহেতু বেশির ভাগ সময় সরকার বিরোধী হয় সেই কারণে এই ধারার নাটক হয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের। জনবহুল

Peer Reviewed

ISSN 0976-075X CLIO

CLIO

An Annual
Interdisciplinary Journal of History

Vol.20 No.20
January-December 2020

Editor
Chittabrata Palit
Assistant Editor
Aparajita Dhar

Corpus Research Institute
28/C/1 Gariahat Road West
Kolkata-700068

International Mother Language Day: Exploring the Historicity of Learning in Mother Language in West Bengal	Deboproskash Bhattacharjee	170
One Nation One Election— Revitalising Democracy in India	Neelachal Dey	182
World Democratic Movement, Religious Patriotism and Swadeshi Songs	Dibyendu Hazra	188
The Women of the Dark World in India's Freedom Struggle : The Lesser Known Story	Sumit Mukerji	207
Awareness of Arsenic : The Role of Some Science Clubs in West Bengal	Sukalyan Gain	221
Formation of Refugee Settlements Around Calcutta : A Case Study of Vijaygarh <i>Udbastu</i> Colony	Subrata Nandi	235
Rabindranath Tagore And Environment	Keya Banerjee	247
The Painters Tale: Reflections of the 'National' in the Kalighat and Tribal Paintings of Colonial Bengal (1905-47)	Debbarna Mukherjee	268
Whose Culture? Re-visiting the Minority Question in West-Bengal (1947-65)	Jigme Wangdi	283
The Montagu-Chelmsford Reforms and the Government of India Act, 1919 - An Analysis	Dipika Majumdar	295
Armed Ascetics and Indian Empire in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Century India	Sutapa Bhattacharya	310

2021

'এবং মহায়া' - বিশ্ববিদ্যালয় যজ্ঞুরী আয়োগ (UGC-CARE List-I 2021) অনুমোদিত তালিকার
অন্তর্গত। ২০২১ সালে প্রকাশিত ১৬ পৃ. তালিকার (৩১১ টির মধ্যে) ৩ পৃ. ৩০ নং উল্লেখিত।

এবং মহায়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৪১ সংখ্যা, নভেম্বর, ২০২১



সম্পাদক

ডা. মাদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মল্লরাজাদের ধর্মীয় সহনশীলতা

ড. চৈতালী মান্ডি

রাঢ় বাংলার অন্যতম জনপদ মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর মন্দিরনগরী হিসাবে খ্যাত, যদিও শিল্প, সংস্কৃতি, সংগীত তার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। ধর্ম, পূজা, দেবদেবী-উপাসনা-এসবের মধ্যে মানুষ একটা আলাদা জীবনকে খুঁজেছে, একটা আশ্রয় চেয়েছে। বৃহৎ এর কাছে নিজের ক্ষুদ্র আত্মাকে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করে সে শান্তি পেতে চেয়েছে।

একটা দেশের শাসক যদি হঠাৎ তাঁর রাজ ঐশ্বর্য, রাজকীয় ভোগবিলাসকে সরিয়ে রেখে একজন বৈষ্ণব হয়ে যান। রাজকার্যের মৌলিক ব্যাপারগুলি সামলে যদি তিনি রাধাকৃষ্ণ লীলাকীর্তন পদ রচনা করতে বসেন তাহলে সেই রাজ্যের ও রাজ্যবাসীর কী দশা হতে পারে? এরকমই এক কেসবর্ষ রাজ্যকুল ও তাঁদের রাজক্ষেত্র মল্লভূমের সম্প্রীতিময় ধর্মীয় মিশ্র সংস্কৃতির সমন্বিত রূপটির কথাই আমরা আলোচনা করব। মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরের বুকে হাঁটতে হাঁটতে আজকের কোনো পর্যটক ভাবতে বসেন ভগ্ন রজপ্রাসাদ লুপ্তপ্রয়, কিন্তু এত মন্দির কেন? এক একটি মন্দিরের যে নির্মাণব্যয় তা দিয়ে ভালো প্রাসাদা বানানো যেত। সম্পদের অভাব বিলাসবহুল প্রাসাদনির্মাণে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে নি। আসলে ব্যাপারটা ছিল দৃষ্টিভঙ্গীর, এক ভিন্ন আত্মদর্শনের ফল। হৃদয়বীণার সুর যখন বাঁধা হয়ে যায় ত্যাগ ও তিতিক্ষার সুরে, তখন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। মন ছুটতে থাকে পরমের সন্ধানে, রত্নসানন্দের আত্মদানের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে।

উৎসমূল থেকেই মল্লরাজাদের অন্তরে ধর্ম জড়িয়ে ছিল। রাঢ়ের জনজাতির চরিত্রগত আদিম যে ধারা সেদিকে তাকালেও দেখা যায় প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম ও পরে জৈন ধর্মের ব্যাপক প্রভাব এই অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল খুব প্রবল। অরণ্যচারী, শিকারি, কৃষিজীবী, মুন্ডারিজ জাতির পূর্বপুরুষ ও মৎস্য শিকারি কৈবর্ত জাতির পূর্বপুরুষরাই রাঢ়ের বাঙালি জাতির ভ্রূণ গঠন করেছে। এই সব জনগোষ্ঠীগুলির ধর্মচর্চায় ভগবান তথাগত প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম এবং তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ ও মহাবীর প্রচারিত জৈন ধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। বৌদ্ধতন্ত্রের দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি - রাঢ়ের ধর্মীয়, সামাজিক, এমনকি পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ডকেও প্রভাবিত করেছিল। রাঢ়বঙ্গের শিব এক শক্তি, রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল রূপের মধ্যেও অভিব্যক্ত হয়েছে বৌদ্ধ দেবতাদের নিজ নিজ শক্তির সহচরীর সঙ্গে বিভিন্ন নিবিড় মুদ্রায় অবস্থান। শিব ও শক্তি বা রাধাকৃষ্ণের এই একত্র অবস্থান বোঝাতে চায় যে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে প্রভেদ অবাস্তব, দুটিই পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে গেছে এক মহা একত্রে। যেমন লবণ জলে বিগলিত বস্তুবাদী হয়ে এককার হয়ে যায়।

আদিতে বিষ্ণুপুরের শাসকগণ ছিলে শাক্ত পথের পথিক। স্বাভাবিকভাবেই বিষ্ণুপুরের আদিগোষ্ঠী দেবীরূপে আমরা মৃন্ময়ীদেবীকে পাই। অত্যন্ত নির্ভার সঙ্গে রাজ পরিবার আজও মৃন্ময়ীদেবী

'এবং মহুয়া' - বিশ্ববিদ্যালয়যুগ্মী আয়োগ (UGC-CARE List-I 2021) অনুমোদিত তালিকা
অন্তর্ভুক্ত। ২০২১ সালে প্রকাশিত ১৬ পৃ. তালিকা (৩১৯ টির মধ্যে) ৩ পৃ. ৬০ নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী বার্ষিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৪৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০২১



সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ ও পরিবর্তিত বিষ্ণুপুর ঘরানা

ড. চৈতালী মাজি

হর ও মাত্রা সংযোগে সংগীতের সৃষ্টি। যড়জ, স্বযম, গাঙ্কার, মধ্যম, পঞ্চম, ষৈবত ও নিষাদ — এই সপ্তস্বরই প্রথম সাধনা। আর বাংলায় এই সংগীত নামের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র — মন্নরাজধানী বিষ্ণুপুর। শিল্প, সংগীতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মন্নরাজাদের প্রত্যেক সহযোগিতায় বাংলায় এক নতুন সংগীতের ঘরানার সৃষ্টি হয়েছিল — বিষ্ণুপুর ঘরানা। এই ঘরানার উৎপত্তি নিয়ে একাধিক অভিমত রয়েছে বলে নেই, কিন্তু এর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে অমর শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠা, রসানুভূতি ও উদ্ভাবনী শক্তির যে উন্মেষ হয়েছিল, সে কথা চিন্তা করলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। এক একটি রাগ নিয়ে দীর্ঘ সাধনার শেষে নতুন রূপ ও ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা। সেইসঙ্গে বাণীর মাধ্যমে রাগকে প্রকাশ করে সংগীতিকে স্বামিত্বের আসন বসিয়েছিলেন। দীর্ঘ সাধনার শেষে তাঁরা সংগীতকে যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন তা আজ আমাদের বিশ্বয় ও গর্বের বস্তু।

যে কোনো ঘরানার গায়কী বা গাইবার পদ্ধতির পরিবর্তন অবশ্যজ্ঞানী। এটা স্বাভাবিক যে এই ঘরানার সত্যিকার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিবর্তনও এনেছে পরবর্তীকালে। কিন্তু একটি জিনিষ অপরিবর্তিত রয়েছে সুদীর্ঘকাল পরেও, তা হলো এই ঘরানার বাণী ও সুরমন্ত্র কয়েকটি অমূল্য সংগীত গ্রন্থ। সেই গ্রন্থের মাধ্যমে নতুন সুরাশ্রিত বাণী, পুরনো সুরের পরিবর্তিত রূপ, শিল্পীর গীতিরচনার বৈশিষ্ট্য ও রাগরূপ বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিষ্ণুপুর ঘরানার কিছু রাগ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে তার কারণ সেই রাগগুলির বিস্তারের একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে; এছাড়া রয়েছে আরোহী, অবরোহী প্রকার ছেদ এবং বাদী সহায়ীর পরিবর্তিত স্বর। এই পরিবর্তনগুলি অন্যান্য ঘরানার সংগীত থেকে একে পৃথক রূপদান করেছে বলা চলে।

ঘরানার যে রাগগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে তার মধ্যে ভৈরব বা ভৈরৱী রাগ অন্যতম। রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষেপে ভৈরব রাগ গীত হয় বলে একে সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলে। এই রাগ বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি, গভীর ও শান্ত প্রকৃতি সম্পন্ন। সংগীতশাস্ত্রে অনেক রাগের ধারাবাহিক পরিবর্তনের একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। প্রাচীন সংগীতগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ভৈরব স্বযম পঞ্চম-বর্জিত অর্থাৎ পাঁচ সুরের রাগ। পরবর্তীকালে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এর আঙ্গিক পরিবর্তন আসে। বর্তমান হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে

প্রচলিত ভৈরবের রূপ সাত সুরযুক্ত এবং রে, ধা কোমল। যে স্বযম ও পঞ্চম এই রাগে দীর্ঘ যুগ ধরে পরিচালিত করল, সেই সুর দুটি রাগের সঙ্গে যুক্ত হারে সুরের রূপকে আরও প্রসারিত করল। রাগের বাদী হলো ষৈবত এবং সহায়ী স্বযম। ভৈরব রূপকে আরও প্রসারিত করল। রাগের বাদী হলো ষৈবত এবং সহায়ী স্বযম। ভৈরব রূপকে আরও প্রসারিত করল। রাগের বাদী হলো ষৈবত এবং সহায়ী স্বযম। ভৈরব রূপকে আরও প্রসারিত করল। রাগের বাদী হলো ষৈবত এবং সহায়ী স্বযম।

এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথ ভৈরবের এই পরিবর্তিত রূপকে নানারে গ্রহণ করেছিলেন। কোমল নি-যুক্ত ভৈরব রাগে তিনি লিখেছিলেন, 'আহ জগি পোহালা বিভাবরী', 'আলোর আলোকময় করে হে' এবং আরও অন্যান্য গান।

মেঘমল্লার রাগের উদ্বেগ 'সংগীত-চম্পিকা'-তে পাওয়া যায়। তানসেন, নদারক এবং আরও অন্যান্য শিল্পীদের গানের সুরলিপি এই রাগে উল্লিখিত আছে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গাঙ্কার-বর্জিত এই সুরের আরোহণে শুদ্ধ নি এবং অবরোহণে কোমল নি-এর প্ররোগ রয়েছে দেখতে পাই। সুরের গাঙ্কার উদার ও মৃদুতার বিস্তারের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। তানসেনের বিখ্যাত গান 'প্রবল দল মেঘ ভুক বুম রা ভূম পর' এই সুরের অন্তর্গত। 'সংগীত মঞ্জরী' গ্রন্থে কিন্তু এই গানের অন্য চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে একই গানের সুরে মেঘ রাগের নামোদ্বেগ আছে। এই সুর কোমল নি-বর্জিত এবং আরোহণ ও অবরোহণ শুদ্ধ নি-যুক্ত। আরোহণে শুদ্ধ গাঙ্কার রয়েছে এবং মা গা মা রে সা এভাবে গাঙ্কার স্পর্শ করে। সংগীত শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে মেঘ ও মল্লার নামে দুটি রাগের পৃথক অস্তিত্ব আছে। মেঘ রাগে সুরবিস্তারের যে চারটি বিভিন্ন ধারা সংগীত গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুপুর ঘরানাতেই কোমল নি-এর ব্যবহার নেই। বাকী তিনটি ক্ষেত্রে কোমল নিষাদ রাগরূপের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে। ইদানীংকালে যে মেঘমল্লার গীত হয়, সেখানে শুদ্ধ নি-এর প্রচলন

'এবং মজ্জা' - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-I 2021) অনুমোদিত তালিকার
অন্তর্ভুক্ত। ২০২১সালে প্রকাশিত ১৬পৃ. তালিকার (৩১৯টির মধ্যে) ৩ পৃ. ৬০নং উল্লেখিত।

এবং মজ্জা

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৩৫ বিশেষ স্মরণ সংখ্যা, জুন, ২০২১

(অমর কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে)

সম্পাদক

ডা. সাদনামোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প. বঙ্গ।

জমিদার, মহাজন ও শরৎসাহিত্য

ড. চৈতালী মান্নি

বিশ শতকের প্রথমদিকে গ্রাম-বাংলায় কৃষক ও রায়তদের যে অবস্থা লক্ষ করা যায়, তারই পটভূমিতে রচিত অপরাধের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাস ও গল্প। বৃটিশ-পূর্ব যুগে মহাজনরা ছিল সমাজের সেবক; বৃটিশ-আইন তাদের সমাজের প্রভু হতে সাহায্য করল। নতুন আইনের দৌলতে মহাজন ঋণগ্রস্ত তাদের সমাজের প্রভু হতে সাহায্য করল। ফলে কৃষক জমি হারালো, আর কৃষকের জমি আত্মসাৎ করার অধিকার লাভ করল। ফলে কৃষক জমি হারালো, আর জমিদার হল মহাজন। যেদিন থেকে কৃষক-সমাজ তাঁদের জমির অধিকার হারালেন, সেদিন থেকে তাঁরা জমিদার ও মহাজনদের শোষণের শিকারে পরিণত হলেন। আর রায়ত-কৃষকদের রক্তক্ষরণেই জমিদার-মহাজনদের পুষ্টিলাভ ঘটল। ঋণগ্রস্ত কৃষক-রায়তদেরকে ঋণের বেড়া জালে জড়িয়ে বংশপরম্পরায় শোষণ ও শাসনের অধিকারী হয়ে গেলেন তৎকালীন মহাজন জমিদারেরা।

নানাবিধ কৌশলে চাষীদের অর্ধ-অপহরণ ছাড়াও জমিদারেরা প্রজাদের উপরে যে কি-ভাবে দৈহিক পীড়ন করতেন, তার একটি ১৮-দফা তালিকা। ‘তন্তুবোধিনী’ পত্রিকাতে আমরা দেখতে পাই আগস্ট, ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাক বলেছিলেন (এপ্রিল, ১৮৭৫ খ্রি:), “জমিদাররা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা খ্রীতদাসের মতো। তাঁরা নিজেদের রাজা-মহারাজাদের মতো মনে করেন। প্রজাদের কাছে খাজনা দি বা তাঁদের ন্যায় পাওনা, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁরা নানা কৌশলে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে, নিজের নানারকমের কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। তাছাড়া অত্যাচার যে কত রকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না।” ইতিহাস বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর। জমিদারের পক্ষে একটি কথাও ইতিহাসে লেখা হয়নি। সকলেই তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। গ্রাম-গ্রামস্তর পরিভ্রমণের সময়ে শরৎচন্দ্র এই সমস্ত জমিদারদের দেখেছেন, শোষণ-পীড়নে তাঁদের সীমাহীন নিষ্ঠুরতা লক্ষ করেছেন, এবং শুনেছেন জমিদারের হাতে তাঁর বিদ্রোহী পিতামহের হত্যার কাহিনী। তাই তিনি চারণ-কবির মতো এগিয়ে এসেছেন, যাদের হয়ে কথা বলার কেউ ছিল না সেই হৃতভাগ্য চাষীদের, রায়তদের কথা বলেছেন, সাহিত্যে কোনো বর্ণারোপ না করে তাঁদের যথাযথ রূপ দিয়েছেন এবং তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। জমিদারদের পেষণ-যন্ত্রে পিষ্ট-ক্লিষ্ট কৃষক-রায়তদের

এবং মহুয়া-জুন, ২০২১ ।।।

৫২

(বিশেষ স্মরণ সংখ্যা)

বেদনাময় জীবন-রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে।

মহাজন-চরিত্র চিত্রণে শরৎচন্দ্র ঐতিহাসিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন; কোথাও কোনো কল্পনায় অতিরঞ্জিত করেননি। মহাজনদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, “পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস, পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না এমন কাজ সংসারে নাই।” বাংলার কৃষক আজ ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর। অথচ “ইহাদের আনেকেরই একদিন সঙ্গতি ছিল, শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়া ক্রমের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়। এ-বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই অবস্থা।”

শরৎচন্দ্রের এই উক্তি ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। ১৮৮০ সালে বড়লাট লর্ড লিটনের তৈরি করা প্রথম দুর্ভিক্ষ কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার রিচার্ড স্ট্যাচারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, “ভারতের কৃষক-সমাজের এক তৃতীয়াংশ এরূপ গভীর ঋণ-পক্ষে নিমজ্জিত হইয়াছে যে, তাহাদিগের আর পুনরুদ্ধারের আশা মাত্র নাই।” তারপর থেকে কৃষকের ঋণ কমেনি; বরং দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩১ সালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটিও বলেছেন, “কৃষকের ঋণের বোঝা কি বাড়িয়া যাইতেছে, না কমিয়া যাইতেছে— এই প্রশ্নের জবাবে সকলেরই এক অভিমত দেখা যায় – গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ঋণের বোঝা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।” কৃষকদের ঋণ করার কারণ সম্পর্কে ১৮৭৫ সালের সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিবাহ ও অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠানের উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাদেরকে ব্যয় করিতে হয়েছে, ...এই সব দিকের ব্যয় কৃষকের ঋণের হিসাবের একটা বড় অঙ্ক তা নিয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটাই তাদের ঋণভারে জ্বরিত হয়ে পড়ার আসল বা প্রধান কারণ নয়। বিভিন্ন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে রজনীপাম দত্ত বলেছেন, “ভারতীয় কৃষকের ঋণভার বহনের কারণ অর্থনৈতিক। এই কৃষি-ঋণের কারণগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে ভূমি-রাজস্ব ও খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা মারফৎ কৃষক-সমাজকে শোষণ করার ব্যবস্থা।” এই চিত্রই খুব সুন্দর ভাবে আমরা দেখতে পাই শরৎ-সাহিত্যে।

‘দেনাপাওনা’-তে চণ্ডীগড় গ্রামের মহাজন জনার্দন রায়। “লোকটি যেমন ধনী, তেমনি ভীষণ। একবার একজন প্রজার বেগার দেওয়া উপলক্ষে ঘোড়শীর সহিত ইহার অত্যন্ত মনোমালিন্য ঘটে, সে-কথা কোন পক্ষই আজও বিস্মৃত হয় নাই। এবং কেবল ঘোড়শীই নয়, এ অঞ্চলের সকলেই ইহাকে অত্যন্ত ভয় করে। জমিদার ইহাকে খাতির করে, এককড়ি ইহার হাত-ধরা; অনাদায়ী বৎসরে ইনিই জমিদারের সদর খাজনার যোগান দেন। দুই শত বিঘা ইহার নিজ-চাষ, এবং খান-চাল গুড় হইতে

(বিশেষ স্মরণ সংখ্যা)

৫৩

।।। এবং মহুয়া-জুন, ২০২১

Volume VII, Issue 13
August 2021

ISSN : 2454-3322

SHINJAN

Multi-Disciplinary, Bi-Annual, Multi-Lingual and
Peer-Reviewed Journal



COUNCIL OF SHINJAN

NH-12, Sindri, Dhanbad, Jharkhand (828122), India

Volume VII, Issue 13
August 2021

ISSN : 2454-3322

SHINJAN

Multi-Disciplinary, Bi-Annual, Multi-Lingual and
Peer-Reviewed Journal



COUNCIL OF SHINJAN

NH-12, Sindri, Dhanbad, Jharkhand (828122), India

বিষ্ণুপুরী দশাবতার তাসঃ এক প্রাচীন ঐতিহ্য

চৈতালী মান্ডি

ISSN : 2454-2222

সংক্ষিপ্তসার

মল্লভূম হিসাবে খাত বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক পীঠস্থান। মল্লরাজাদের সময় বিষ্ণুপুরে একপ্রকার চিত্রিত কাগজপত্র ও সাদাকাপড় গোল করে কেটে গাঁদ আঠা লাগিয়ে পরপর সোঁটে নানা রঙের নকশা, আটা, দুরি, তৈরি প্রভৃতি তাস বানিয়ে রকে বসে খেলার রাজকীয় প্রচলন ছিল। সে সময় সাহেব, বিবি, গোলাম ছিল না — ছিল দশ অবতার। পৃথিবীর সংকট মুহূর্তে দুষ্টির দম ও শিষ্টির পালনের নিমিত্তে ভগবান বিষ্ণু দশ বার জন্ম নিয়েছিলেন বলে মানুষের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেরই বাস্তবায়ন — ‘দশাবতার তাস’। মল্লভূম বিষ্ণুপুরে ভুবনমনোমোহিনী টেরাকোটা মন্দিরে বিষ্ণু দেবতার মূর্তিকা নির্মিত কিংবা প্রস্তর মূর্তি না থাকলেও ‘দশাবতার তাস’ ছিল মল্লরাজাদের তথা মল্লভূমবাসীর দেবতার প্রতি এক নৈবেদ্য। অবসর বিনোদনের জন্য মল্লরাজ পরিবার ও সেই সময়কার অভিজাত মহল; প্রায় চার ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত, রঙে রেখায়, চিত্রিত, শক্ত ও মজবুত এই দশাবতার তাসের খেলা প্রচলন করেন। লোকচিত্রকলা হিসাবে দশাবতার তাস চিত্রন পট-চিত্রকলার পূর্ববর্তী শিল্প চেতনা। আদিবাসী গোষ্ঠীতে প্রচলিত পট, কৃষিজীবী সমাজের জড়ানো পট এবং উনিশ শতকের কালীঘাট পট - বাংলার পট এই তিনটি প্রধান পরম্পরায় বিভক্ত। দশাবতার তাস এই পটেরই পূর্বরূপ। বিষ্ণুপুরী দশাবতার তাস এখন খেলার বিষয় নয়, সংরক্ষণের প্রত্নবস্তু। খেলার ভিন্নতর গণ্ডী অতিক্রম করে তাসের নিজস্ব সৌন্দর্য অনুভব করার সুযোগ এখন এসেছে।

সেই মল্লরাজাও আর নেই, অবসান হয়েছে সোনালী অতীতের, কিন্তু দশাবতার তাস এখনও মানুষটাকে টানে তার অভিনবত্বে, সূক্ষ্ম কারুকর্মের শৈল্পিক রীতিতে। বিস্তারিত আলোচনা ও দীর্ঘ গবেষণা এই লোকচিত্রকলাটিকে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে মনে করি।

সূচক শব্দ: দশাবতার তাস, মল্লভূম, লোকচিত্রশিল্প, পটচিত্র, গঞ্জিফা, মন্দির টেরাকোটা ইত্যাদি।

UGC Approved listed Journal, SL No. 100

রূপনারায়ণপুর বর্ধমান থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা

আজকের
যোধন

৩৮ বর্ষ ◆ ৪র্থ সংখ্যা

আষাঢ় - শ্রাবণ, ১৪২৮ ◆ জুলাই - আগস্ট, ২০২১

মন যোগায় না, মন জাগায়



বিষ্ণুপুর টেরাকোটায়—চেতনের অনুপস্থিতি কেন?

ড. চৈতালী মান্ডি (সহকারী অধ্যাপিকা)

ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

রাঢ় বঙ্গের মল্লরাজদের রাজধানী বিষ্ণুপুর। বাংলার বহু সামন্ত রাজার মধ্যে মল্লরাজাদের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অদ্বিতীয়। অরণ্য পরিবেষ্টিত এই রাজ্য মূলতঃ গড় পরিমণ্ডল সম্বলিত রাজ্য। এখানের রাজবংশ কত প্রাচীন তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস কখন সুস্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট। মহাভারতের পাণ্ডবদের দিগ্বিজয়ের বিবরণে ‘সূক্ষ্ম’ দেশের কথা আছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ ‘সূক্ষ্ম’ বলতে রাঢ় বঙ্গের বিষ্ণুপুরকেই বুঝিয়েছেন। প্রাচীন জৈন সূত্রেও রাঢ়ের উল্লেখ আছে। যাই হোক একটি রাজবংশ একই স্থানে প্রায় হাজার বছর অবিচ্ছিন্নভাবে শাসন করে গেলেন ইতিহাসের বিচারে এ বড় কম কথা নয়।

মল্লরাজাদের রাজ্য সীমা ইতিহাসে মল্লভূম নামে পরিচিত। তুলনীয় অন্যান্য রাজ্যগুলির নাম করা যেতে পারে, যেমন—শিখরভূম, ধলভূম, কানভূম, মানভূম, বীরভূম, বরাহভূম ইত্যাদি। এগুলি আসলে নগরকেন্দ্রিক ছোট ছোট সামন্ত রাজ্য। সমস্ত সামন্ত ভূমের মধ্যে বিষ্ণুপুর ছিল মল্লভূমের রাজধানী। রাজারা ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজবংশোদ্ভূত রাজপুত্র শ্রেণির। সহস্র বৎসরের প্রাচীনত্বহেতু বিষ্ণুপুরের রাজত্ব একটি স্থিতিলাভ করেছিল.... জঙ্গল পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে, রাজ্যের সুরক্ষার কথা তাঁদের বেশি ভাবতে হয়নি। তা ছাড়া রক্ষ শুল্ক জলবায়ু, চাষ আবাদহীন ভূমি প্রভৃতি কারণে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ বিষ্ণুপুরে তেমন হয়নি। মল্লরাজ্য বর্গ বংশপরম্পরায় দীর্ঘবছররাজত্ব করতে পেরেছিলেন সেই জন্যই। কৃষিতে উন্নতি লাভ না করলেও বিভিন্ন শিল্প ও স্থাপত্যে বিষ্ণুপুর বঙ্গের একটি অনুপম কলানগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিষ্ণুপুরের রাজাদের ইতিহাস সুস্পষ্ট রূপে পাওয়া যায়। তার আগেকার কাহিনী অস্পষ্ট, জনশ্রুতি নির্ভর। বিশেষত, মুঘল আমলে জাতীয় ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুর পরিচিতি লাভ করে। তার আগে, কেন্দ্রীয় শক্তির উত্থান-পতনে বা পরিবর্তনে বিষ্ণুপুরে কোনো প্রভাব ফেলেনি। বিশেষ করে, ষোড়শ শতকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুর জাতীয় রাজনীতিতে উঠে এল। রাজনীতির ক্ষেত্রে মুঘলদের সঙ্গে কখনো ক্ষীণ, কখনো বা সুদৃঢ়ভাবে মল্লরাজাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে বিষ্ণুপুরের অধিপতি হন হাশীর মল্ল। ইনি রাজনীতির

ঝাঁপান মল্লভূমের অঙ্গনে

ড. চৈতালী মান্ডি

গুহাবাসী মানুষের যখন জটিল বিবর্তনের মাধ্যমে হুঁশ হলো, অর্ধ-পশু-অর্ধমানুষ যখন সত্যিকার মানুষ হলো, সামনের পা-দুটিকে চলার সময় মুক্ত করে হাতে পরিণত করতে সক্ষম হলো, হাতের দশটি আঙুল যখন জড়তা কাটিয়ে শিল্পমগ্নিত হয়ে উঠল, মেরুদণ্ড যখন আক্ষরিক অর্থেই দৃঢ় ও ঝড়ু হয়ে উঠল এবং শ্রমশক্তি যখন মানুষকে এই বিবর্তিত পূর্ণাঙ্গ স্তরে নিয়ে এলো তখন থেকেই তার মননশীল বোধ চিন্তা চেতনার শুরু।

ধর্মীয় চেতনা এবং মানুষের জন্ম একসঙ্গে ঘটেনি। প্রস্তরযুগেই প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় চিন্তা মানুষের মনে স্থান পায়। সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীর সব প্রান্তের জনগোষ্ঠী ঐচ্ছিক ভাবে, ভীতির কারণে, অসহায় পরিবেশে সংগ্রাম করবার মানসিক বল সঞ্চয় করতে ধীরে ধীরে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ঈশ্বর ও দেব দেবীর ধারণা সৃষ্টি করল। ক্রমেই তাদের জীবন চর্চায়, চিন্তনে এই ধর্ম-চেতনা গভীর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করল।

প্রায় সব সমাজের প্রতিটি লোকপার্বণের গভীরে একটি অন্তরস্থ ধর্মীয় চেতনা সক্রিয় আছে। সব পার্বণের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই কোনো এক লৌকিক দেবদেবীকে স্মরণ করার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস বর্তমান। কখনো তিনি ফসলের দেবী, কখনো ঝড়-জল-প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা প্রভৃতির হাত থেকে আশ্রয়দাতা। কখনো কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী থেকে আমাদের রক্ষা করবেন - এই তাগিদে। কখনো ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পের দংশন থেকে রেহাই পেতে কোনো দেবীর বন্দনা। এই প্রয়োজনের তাগিদেই এসেছেন চণ্ডী, ধর্ম ঠাকুর, ভৈরব, সিনি দেবীসম্প্রদায়, বণবিবি শীতলা ও মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবী।

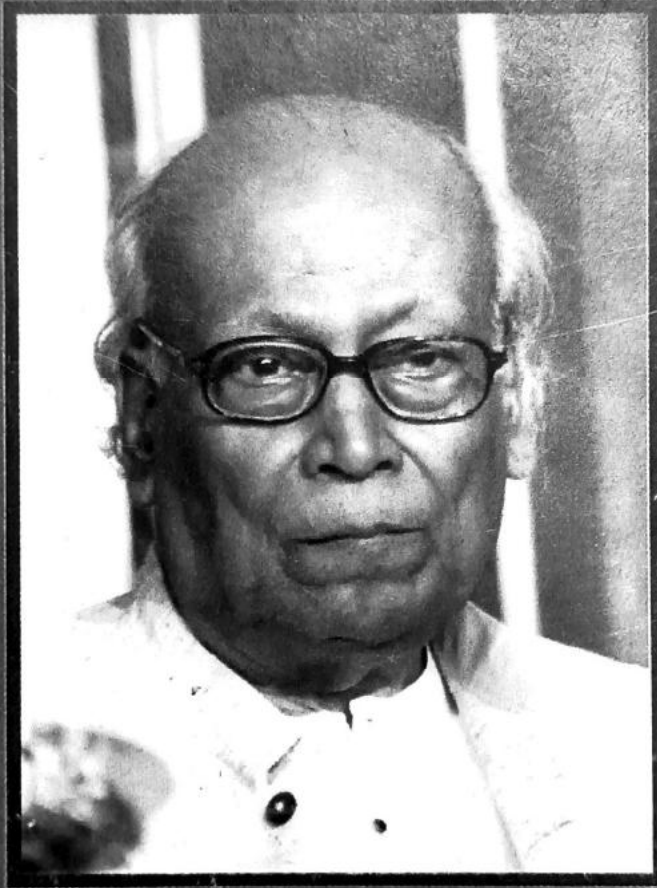
গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষ এবং পরবর্তী কালে মৎস্যজীবী ধীর সম্প্রদায় ও চাষবাসের কাজে নিযুক্ত মানুষেরা তাদের নিত্যকার জীবনে অন্যান্য জীব জন্তুর মধ্যে নাপকে আলাদা ভয়ের দৃষ্টিতে দেখতো। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতো সর্পকুল অমর। এরা দৃশ্যকর করে অনাহারে কাটাতে পারে। এদের পা নেই অথচ তীব্র গতি সম্পন্ন। জীর্ণ খোলস ছেড়ে এরা বার বার নব জীবন লাভ করে। এদের দংশনে মৃত্যু অনিবার্য। এই সব কারণে এই বিশেষ জীবাণু সম্বন্ধে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের মনে গড়ে ওঠে কৌতূহল - মিশ্রিত ভয়। সভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে এই ভয় তথাকথিত চিন্তিতে পরিণত হয়েছে। এভাবেই মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে ম্যানা। ম্যানার প্রতি গভীর বিশ্বাস জন্মালো। তার উৎকৃষ্টতর শক্তি সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক আনুগত্য বোধও জেগে উঠল মানুষের মনের গভীরে। কল্পনায় জন্ম নিল এক অলৌকিক প্রতীকী রূপ। এই

রূপনারায়ণপুর বর্ধমান থেকে প্রকাশিত দ্বি-মাসিক পত্রিকা

আজকের

যোথনা

মন যোগায় না, মন জাগায়



৩৮ বর্ষ ◆ ৫ম সংখ্যা

শারদ ১৪২৮

ভাদ্র - আশ্বিন, ১৪২৮ ◆ সেপ্টেম্বর - অক্টোবর, ২০২১

মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে

ড. চৈতালী মাণ্ডি, সহকারী অধ্যাপিকা, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

সুন্দর এই পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বিধাতার দান। মহিলারা তো বহু প্রাচীন যুগ হতে পুরুষদের সাথে একসাথেই জীবনযুদ্ধে সাথী হত। ভলগা থেকে গঙ্গার অববাহিকায় তারা শিকার করত, যুদ্ধও করত, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরেও বেড়াত। পুরুষ-নারী অত ভেদাভেদের কথা মাথায় আনার অবকাশ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ ভাবতে শিখল, ঝড়, বৃষ্টি, শীতে নিজের অস্তিত্বকে, নিজের গোষ্ঠীকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। তৈরী হল 'পথ' যা জীবনকে করে দিল সহজ। কাজের নিরিখে এবং শারীরিক ক্ষমতার মাপকাঠিতে বিভাজিত হল-নারী ও পুরুষ।

আমাদের এই ভারতবর্ষ-মায়ের দেশ। প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। বৈদিকযুগে ও মহাকাব্যের যুগেও নারীরা শিক্ষিত ছিলেন। তাদের যজ্ঞের ও আস্থিত্য পনের অধিকার ছিল। বাল্যবিবাহ ছিল না, যুদ্ধে ও বেদান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করত। উপনয়ন হত নারীদের। অপালা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রী, কুন্তি, দ্রোপদী, কৈশল্যাদের বলা হত মস্ত্রদ্রষ্টা নারী বা 'ঋষিকা'।

আজকে বাইরের দিক দিয়ে প্রভূত উন্নতি হলেও সমাজের মানসিক গঠনে কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই ছেলে বা মেয়ে যখন বড় হচ্ছে, তখন বাড়ি-বিদ্যালয়-বৃহত্তর সমাজ জেনে বা না জেনে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের বড় করছে। একই দৃষ্টিভঙ্গী এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বাইরের রূপ বদলে বদলে একইভাবে থেকে যাচ্ছে। পুরুষদের মধ্যে একটা অহংকার, মেয়েদের দমন করার প্রবণতা, আগ্রাসী মনোভাব, যা চাই তা পাওয়ার মানসিকতা, মেয়েদের দুর্বল মনে করা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা-যেন অধিকার হিসাবে এখনও থেকে গেছে। তারা বোঝে না এটা পৌরুষ নয়, এটা তাদের দুর্বলতা। আর মহিলারা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বিপন্নতাবোধ থেকে হয়ত পৌরুষের এই শাস্ত খারগাকে আরও দৃঢ় করে তুলে সমাজে সমগ্র নারীজাতির অবস্থানকে আরও বিপন্ন করে তুলেছে। ফলত নারীর সামাজিক অবস্থানও তাই থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে পেরিয়ে তো আসতে হবেই। ২০২১ সালে দাঁড়িয়েও যদি প্রতিনিয়ত মহিলাদের প্রাচীন ধারার বলি হতে হয়, তার থেকে দুঃখজনক ও অপমানজনক আর কী থাকতে পারে?

'পুরুষ-ইগো'-এর দাবি মূলত দুটি। এক, আমার কাছে সব থাকতে হবে এবং অন্যের আনাকে সমঝে চলবে। এর নড়চড় হলেই হাহাকার, ক্রোধ, প্রতিশোধ। সে তখন অন্যের

‘এবং মজ্জা’-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-I 2021) অনুমোদিত তালিকার
অন্তর্ভুক্ত। ২০২১ সালে প্রকাশিত ১৬ পৃ. তালিকার (৩১৯ টির মধ্যে) ৩ পৃ. ৬০ নং উল্লেখিত।

এবং মজ্জা

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৩৯ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০২১

(বিশেষ সাধারণ সংখ্যা)

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

‘ছড়া’-লোকসংস্কৃতির এক ধারক ও বাহক

ড. চৈতালী মান্ডি

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-আদি নদ-নদীর পলিমাটিতে গড়া আমাদের এই বাংলাদেশ মৌসুমী বায়ু এর প্রাণ, এখানে স্বল্পশ্রমে বনজাত ও কৃষিজাত শস্যে উদরপূর্তি করে অবসর সময়ে এখানকার অধিবাসীরা চর্চা করত সৃজনশীলতার- এবং তারই ফলস্বরূপ বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে উঠে এল এক নতুন ধারা - ‘ছড়া’। ছড়ায় ছড়ানো জগত যে লোকসংস্কৃতিরই একটি অঙ্গণ, তা যুক্তি দিয়ে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। ছড়ার উদ্ভবকাল কেউ জানে না। তাই লোকসাহিত্যের এই অঙ্গণকে বলা যায় আদিম কাব্য। কেউ বলতে পারে না, কত শতাব্দী আগে কতরকম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছড়ার উৎপত্তি হয়ে আজকের ছড়ার শরীরের নিমিতি হয়েছে। মানব-ইতিহাসে আদিমযুগে লেখ্য ভাষার আবিষ্কারের অনেক আগে মানুষ যখন ভাষা শব্দ তৈরি করে তাতে ছন্দ ও সুর বসালো তখন থেকেই ছড়ার উদ্ভব। ছড়া তাই যেমন লোকসংস্কৃতি তেমনি প্রাগৈতিহাসিক।

লৌকিক ছড়া এতকাল মৌখিক থেকে থেকে লৈখিক হয়ে উঠলো সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহ ও সুরক্ষা-সংরক্ষণের পর থেকে। ছড়ার উৎস কোথায়? ‘ছড়া’ শব্দের উৎপত্তি কিভাবে? ছড়ার শ্রেণিবিভাগ করতে গেলে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় এবং এটাও বোঝা যায় যে, ছড়াকে কেন লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বলা হবে। কারোর কারোর মতে ‘ছড়া’ শব্দটির কোনো ব্যুৎপত্তি নেই। মুখ পরম্পরায় এসেছে বা ছড়িয়েছে বলে কোনো একসময় হঠাৎ শব্দটি প্রচলিত হয়ে গেছে। ছড়া শব্দটি যেহেতু না তৎসম, না তদ্ভব, তাই ছড়াকে বলে ‘দেশজ’ শব্দ, ‘লোকজ’ শব্দও ভাবা যায়। উভবঙ্গেই নানা অর্থে এবং কারণে ‘ছড়’, ‘ছড়া’, ‘ছড়ি’ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদে ‘ছড়া’ শব্দের ব্যাপক প্রচলন আছে। ছড়া শব্দের অর্থ যখন ‘শ্লোক-পরম্পরা’ বা ‘সমূহ পরম্পরা’ ধরা হয়— তখন অনেকের মতে ছড়া শব্দটি নাকি সংস্কৃত ‘ছটা’ শব্দ থেকে এসেছে। পরম্পরা বা ছন্দোবধি পদপরম্পরাকে ‘ছটা’ বলা যায়। আবার কারো মনে হয়েছে ছড়া সম্ভবত ‘ছন্দ’ শব্দের অপভ্রংশ হতে পারে। আর একটা দিক ভাবা যেতে পারে—চয়িত বস্তুর গ্রথিত অবস্থার নাম ছড়া (যেমন-মালাছড়া, গাঁটছড়া)—সেইভাবে সঞ্চয়িত শব্দমালার সুছন্দোবধি গ্রন্থনাকে ‘ছড়া’ বলা হয়েছে হয়তো।

ছড়ার প্রকরণে প্রথম পর্যায়ে বলা যায়—

The Portraits of Women in Keats's early poems

Dr. Nikhilesh Dhar*

The short span of Keats's life seems to have offered little scope for making acquaintances with quite a few women outside his family circle, and his letters bear out the truth of such a limited range of his experience with women. From his biography it may be seen that the number of women in Keats's circle is less than the number of portraits of women created by him in his works. Many of his long letters are completely void of womanly context. But in his poems women characters predominate, and in only one of his poetic romances i.e. 'Endymion' we come across more than a dozen women characters, namely, Leda, Niobe, Peona, Dian, Latona, Proserpine, Cressid, Juliet, Hereat, Ariadne, Cynthia, Queen Venus, Mother Cybele, Arethusa and some other unnamed women personalities. Indeed, it may be said that Keats has composed almost no poem of importance without a feminine figure being presented somewhere in at least one of the lines. Even in his 'Ode to Autumn' there is the implicit comparison of the season with a woman. There are in this way cases of a disparity in Keats's life and poetry — the life he lived as a young man was much more prosaic than the life he created in the world of his poetry. The essentially romantic temperament of the poet may also be discovered from the above observations regarding the role of women in his career and poetry. That Keats was not a womaniser like Byron in his life is, of course, a known fact to us. But at the same time this shows that the world of his poetry is always filled with the ethereal presence, sweet fragrance of a large number of womanly shapes from goddesses to nymphs and from little girls to old women.

The poems of the early phase (written in the years 1816 and 1817) except 'Endymion' are generally short in nature, but in each and every poem we find women characters appearing in various roles. Among these characters some are Keats's own creations; again, figures like Venus, Diana or Dido have stepped into his world from mythology. The long descriptive poem 'I stood tip-toe upon a little hill' (completed December 1816) was "suggested to Keats by a delightful summer – day, as he stood beside the gate that leads from the Battery on Hamstead Heath into a field by Caen Wood".¹ In a dream-like state the poet visualizes the maiden as the soft rustle of her dress fans away the dandelion's down. The innocent maid is half-smiling and she softly treads on his dreams. The poet is deeply moved by the simplicity of this girl and wants to touch her wrist for one moment. Here Keats does not glorify women, rather he portrays this section as a counterpart to men and thus he writes :

Young Men, and maidens
At each other gaz'd
With hands held back, and motionless, Amazed
To see the brightness in each other's eyes;
('I stood tip – toe... ', 231-233)²

Both men and women are enjoying the grace of love here.

In the poem 'Calidore' (February, March 1816) young Calidore is awakened from his state of reverie and absorption by the sound of a trumpet. He gets into a castle where he meets two damsels whom he warmly kisses. Calidore's image shows Keats's attitude towards a life of heroic action and chivalric sentiment. Really he is absorbed in a world of romantic imagination and thus all ladies whom he creates or meets in his poetic world become idealized beings of an imaginary world. The epithets he uses for his ladies are 'smiling', 'lovely', 'sweet-lipped'; it seems that in Keats's world — as is evident in the poems of his early phase — women were ethereal figures untouched by the hard reality. It is worth mentioning here that in his early childhood he identified beauty with divinity — When I was a schoolboy I thought a fair — woman a pure Goddess, my mind was a soft nest in which some one of them slept though she knew it not — I have no right to expect more than their reality. I thought them ethereal above men³

*Assistant Professor, Dept. of English, Onda Thana Mahavidyalaya, Bankura, West Bengal.

Those thoughts reflect his fanciful idea that a beautiful woman is a pure goddess. Thus, like their creator who roams about in a world of 'The songs of Innocence', Keats's women in his early poetry are the typifications of the pre-lapsarian Eve of Milton who is to be tempted by Satan. The poems 'To Some Ladies' (summer 1815) and 'On Receiving a Curious Shell' (Summer 1815) continue the tradition of the eighteenth century sentimental poetry in both style and substance. Ann and Caroline Mathew sent Keats a dome-shaped shell from Hastings. The poet renders imaginatively the light, mazy footsteps of the girls on the mountains and on the sea-shore :

And now! Ah, I see it- you just now are stooping
To pick up the keep-sake intended for me. ('To Some Ladies', 15 - 16)

The 'keep-sake' or the shell bears the mark of disinterested friendship, and of the beauty of nature, and it becomes for him a cherished symbol, a source of rare happiness. It may be assumed from the tonal response of these poems that Keats has not yet suffered for the sake of women; rather he has seen them as the source of love and pleasure. The sonnet 'To [Georgiana Augusta Wylie, Afterwards Mrs. George Keats] (14 February, 1816) was written by Keats at the request of his brother George, and sent as a valentine to Georgiana Augusta Wylie. The 'thou' of this poem (possibly Mary Frogley) is imagined in three diverse roles - a goddess (the tenth Muse, 'twin sister of Thalia'), the Maiden Knight of Chastity (the reference is to Book III of the Faerie Queen in which Britomart rescues Amoret from the Enchanter Busirane who held her in his castle under a spell), and an enchantress who will never... spill/ Blood of those whose eyes can kill.⁴ In the first part of the poem Keats describes her physical beauty -- her lovely countenance, humid eyes and -- Of thy dark hair that extends/ Into many graceful bends⁵

Traditionally, women are represented as the repository of loveliness and sweetness. Keats also follows the beaten track and portrays the women folk as the embodiment of all fairness. From the second part of this poem we get hints of Keats's love for Chivalric Action.

The poem beginning with 'Woman ! When I behold thee flippant, vain,' (March 1816) expresses two contrastive pictures of women folk -- on the one hand, they are flippant, vain, inconstant, childish, proud and full of fancies and on the other, they are meek, kind and soft. Keats adores the second type of ladies - a symbol of shelter which he longs for. The details - light feet, dark violet eyes, parted hair, white neck, creamy breast suggest an unearthly creature who remains dormant in Keats and who casts her shadow in every womanly shape Keats creates. He cherishes this Angelic vision and honestly records the helplessness of the viewer under the spell of irresistible beauty : Who can e'er forget so fair a being ? ('Woman ! When I... vain', 29)

He himself answers : ...In truth there is no freeing/ One's thoughts from such a beauty; ('Woman !... Vain', 36 -37) The poet confesses that worship of beauty is his passion as well as an obsession.

Another sonnet written in December 1816 'To G.A. W.' presents Georgiana who inspires Keats's deepest affection and respect. In 1816 Georgiana was only a girl of fourteen, and the sonnet addressed to her brings out her youthful charm and grace. Here Georgiana is first seen as a nymph. The young girl with her supreme loveliness and grace seems to meditate between the two spheres, the human and the divine.

Keats began his Endymion on 18 April, 1817. Later on he had written about the story of this famous poem to his sister Fanny on 10 September, 1817- Many years ago there was a young handsome Shepherd who fled his flocks on a Mountain's Side called Latmus — he was a very contemplative sort of a person and lived solitary among the trees and plains little thinking - that such a beautiful creature as the Moon was growing mad in Love with him - However so it was ; and when he was asleep on the Grass, she used to come down from heaven and admire him excessively from a long

time ;AndAt last could not refrain from carrying himAway in herArms to the top of that high Mountain Latmus while he wasA dreaming ...⁶ The poem consists of four BooksAnd each Book contains nearAbout 1000 lines. Briefly, this poem isAbout love in which the hero Endymion, bewitched by the Vision ofAn exquisite dream - maiden, languishes in unrequited loveAnd through various experiences in course of his wanderings, learns that the goddess of his dream is really Cynthia. His quest is fulfilledAnd he is finally united with his be- loved moon – goddess. The moon - Endymion's beloved —Appears in three forms –As Cynthia(the perfect embodiment of sensuous beauty), the Indian Maiden (representative of the realities of the earth)and the moon (symbolic of the 'Mystery' of the world). These three shapesAre the representations of beauty. There isA unity between Nature, HumanityAnd the Higher Spiritual EssenceAndAll theseAre one.

In book 1 Endymion becomes desolateAlthough he has obtained glimpses of the beautyAnd has even enjoyedA sensuous contact with that ideal form of beauty. Endymion describes loveAs the 'orbed drop of light'And expresses his conviction that his immortal longingsAlone would release his mind from the gnawing thoughts of selfAnd lead him to the path of salvation. Book 11 opens with the glorification of love. In his pursuit of the spirit of ideal beauty Endymion has been journeying in uncertain ways, through wilderness,And woodsAnd mossed oaks, counting his woe-worn minutes. He is tornAnd shatteredAnd he can no longer put up with his melancholic situation. He expresses his desire to snatch his sweet-heart from the heaven. ButAt the same time he isAware of his limitations. So he wants to have her in his dream. His wish is fulfilledAnd in his dream he meets his ever – cherished dream-girl. They make love, long time they lay fondlingAnd kissing. Endymion wants to know the real identity of his beloved. He is fully engrossed in her beauty:

Those lips, O slippery blisses, twinkle eyes,
(‘Endymion’, Book.11,758)

The fair maid reciprocates to his love, but she cannot uplift him to the starry heights. She loves Endymion withAll her life-

I love thee ,youth, more than I can conceive;
And so longAbsence from thee doth bereave
My soul ofAny rest..... (‘Endymion’, Book. 11,774-776)

Keats masterly portrays the love betweenA mortalAndAn immortal. Both of themAre love-sick. The Moon-Goddess goesAway from EndymionAnd heAgain becomes sad. He meditates over his fair-maidAnd urges her not to beAfraid.

In book 111 Endymion's environment changes from the subterranean to the subaqueous. The book narrates how with the help of Endymion Glaucus is released from the Circe's spellAnd reanimated ScyllaAnd other lovers drownedAt sea. This general resurrection is celebrated byA 'glorious revelry'At Neptune's palace. EndymionAlone is without his partnerAt this festival, but his 'inward senses' receiveAn ethereal message from his elusive love:

Dearest Endymion I my entire love !
How have I dwelt in fear of fate : 'tis done —
Immortal bliss for me too hast thou won.
Arise them I (‘Endymion’, Book.III,1022-1024)

Endymion feels inspiredAnd happy.

In book 1V Endymion has discovered the Indian maidAnd fallen in love with her. His love is irresistible. But he is torn by the thought of treachery to the Moon-Goddess. Endymion enjoys moments with the Indian lady. He suffersA bewildering tensionAnd perplexity.At one point he loses both earthlyAnd heavenly mistresses, when on earth the maiden with whom Endymion vows to live happily refuses him. Endymion undergoesA stupefied penance in the 'Cave of Quietude'.At the end of his trials, the Indian Maid is transformed into his ethereal mistress, the Goddess of the Moon. Ultimately,

Endymion, effectively spiritualized by All his sufferings, is permitted to join her, leaving his sister Peona in the gloomy wood to ponder on these events.

Here Peona as the sister of Endymion seems to be the portrait of Keats's sister Fanny Keats. Peona is Endymion's confidence. Keats may have derived her name from Paeon, physician to the Gods (Homer's Iliad, V401-2,899-901). To Endymion Peona is like a good spirit ministering in the depths of night to a troubled sleeper and changing the course of his dreams. In Keats's personal life, he was much attached to his sister Fanny and Keats used to write every detail of his life to her. Fanny was like a friend and guide to her elder brother Keats. In this poem Peona serves the same role of a friend and guide to Endymion. We find that Endymion's human passion for the Indian Maid and the imaginative longing for the Moon-Goddess are into fearful conflict. Finally, Keats resolves the conflict by transforming the human into the immortal mistress.

It is interesting to point out that Keats's conception of the hero's dream-vision was perhaps, most strongly influenced by the recollections of Shelley's 'Alastor' (1816) to which his own poem reads in certain respects as a reply. In this context, C Bradley comments- The hero, before the coming of the vision, has of course, a poetic soul, but he is not self-secluded, or inactive, or fragile, or philosophic; and his pursuit of the goddess leads not to extinction but to immortal union with her. It does lead, however, to adventures of which the idea evidently is that the poetic soul can only reach complete union with the ideal (which union is immortality) by wandering in a world which seems to deprive him of it; by trying to mitigate the woes of others instead of seeking the ideal for himself; and by giving himself up to love for what seems to be a mere woman, but is found to be the goddess herself. It seems almost beyond that the story of Cynthia and Endymion would not have taken this shape but for 'Alastor'.⁷ Two Romantic poets Shelley and Keats deal with the common theme in two different ways. Shelley's 'Alastor' or 'The Spirit of Solitude' deals with love as almost a narcissistic pursuit which ends in the illusion of fulfillment. The poet — pilgrim could have his ecstatic communion either in dream or in his trance — like state of death :

.....A vision on his sleep
 There came, a dream of hopes that never yet,
 Had flushed his cheek. He dreamed a veiled maid
 Sat near him, talking in low solemn tones
 Her voice was like the voice of his own soul
 Heard in the calm of thought,⁸

But in Endymion Keats shows his maturity of understanding the dialectics of poetic aspiration and the incompatibilities of life. That is why in Keats's vision the Indian Maid serves to reconcile, in a way, the paradoxes and contradictions of achievement and aspiration. Keats also appreciates the power of calm acceptance of truth and mutability and it is evident in the final transformation of the Indian Maid into the Moon - Goddess.

REFERENCES :-

1. Bhabatosh Chatterjee, *John Keats: His Mind and Art* (Bombay: Orient Longman, 1971), p.224
2. www.bartleby.com › Verse › John Keats › Poetical Works (Website Version)
 All subsequent references mentioned otherwise of the texts are from this website version, from which only line numbers of the concerned poem will be given hereafter.
3. H.E. Rollins (ed), *The Letters of John Keats 1814-1821*, Vol.1 (Cambridge: CUP, 1958), p.341
4. *The Works of John Keats*, (Hardfordshire: Wordsworth Poetry Library, Cumberland House, 1994), pp.67-68.
5. *Ibid.* 13-14
6. H.E. Rollins (ed), *The Letters of John Keats 1814-1821*, Vol.1 (Cambridge: CUP, 1958), p.154
7. A.C. Bradley, *Oxford Lectures On Poetry* (New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors, 1999), p.241
8. P.H. Butter (ed), *Shelley: Alastor, Prometheus Unbound, Adonais And Other Poems* (London & Glasgow: Collins Publishers, 1970), pp.149-154



I2OR Impact Factor : 3.015

ISSN : 2395 - 5104

शब्दार्णव **Shabdarnav**

International Peer Reviewed Referred Journal of Multidisciplinary Research

Year 7

Vol. 14, Part-IV

July-December, 2021

Scientific Research
Educational Research
Technological Research
Literary Research
Behavioral Research

Editor in Chief

DR. RAMKESHWAR TIWARI

Executive Editors

DR. KUMAR MRITUNJAY RAKESH

MR. RAGHWENDRA PANDEY

Published by

SAMNVAY FOUNDATION

Mujaffarpur, Bihar

- ◆ **The Value of the Five Precepts of Buddhism in Communication** 380-382
Phung Minh The
- ◆ **Theravāda Bikkhu's Rules** 383-386
Revata
- ◆ **An Inter-district Analysis of Climate Risk in Agricultural sector in Bihar** 387-390
Reecha Kumari
- ◆ **Teacher Training Programmes are Necessary for Better Future of Schools in India** 391-392
Sazda Khatoon & Dr. Jarrar Ahmad
- ◆ **Tragedy in Sanskrit Drama: A tiny touch of Ūrubhanga and Madhyamavyāyoga** 393-396
Sangeeta Karmakar
- ◆ **A Study of Eye-Gesture According to *Abhinayadarpaṇa* and its Comparison with that of *Nāṭyaśāstra*** 397-405
Sankar Karan
- ◆ **Effect of Religiosity on Life Satisfaction of Females** 406-410
Tabbsum Parvin & Dr. Ram Dhyan Rai
- ◆ **Espionage: In the view of Kauṭilya** 411-415
Sri Biswendu Mondal

Espionage: In the view of Kauṭilya

Sri BiswenduMondal*

Kauṭilya was a wise leader whose only concern was for the prosperity of his country and its people. The King and other authorities were meant to labour for the benefit of the common man, who served as his god.

The King's pleasure and his welfare are rooted in the wellbeing of his people. He must regard as useful to him whatever pleases his people rather than merely valuing that which pleases him.

The king's concern for the general populace is only reasonable given that it is their legal right. In fact, the King, who was the state's only and absolute ruler, owed his entire existence to the concentrated efforts of the populace as a whole. Because it is said that the common man produced the monarch, Kauṭilya contends that the king's entire survival relies on the prosperity and happiness of his people.

"mātsyanyāyābhībhūtāḥprajāmanuṣvaivasvatamrājānāmcakrire.
Dhyānyaśadbhāgaṃpanyadaśabhāgaṃhiraṇyamaṃcāsyabhāgadheyamprakalpamāsuḥ.tenabhṛtār
ājānaḥprajānām yogakṣemāvahā."¹

The people appointed Manu, the son of Vivasvat, their king after becoming convinced that larger fish would always eat smaller ones according to the rule of the fishes. They divided his part into six grains, ten goods, and six dollars. Kings provide the security and well-being of their people as a result. King's sins are taken on by subjects who do not pay penalties or taxes, and vice versa for monarchs who do not ensure the people's safety and well-being. Thus, the power of the governed depends on their right to vote.²

Kauṭilya believed that the State served as the king's tool for serving his people. In order for the ordinary man to advance, the state must uphold Order, which is founded on fairness and social helpfulness. Even those without family had to be kept alive by the state through necessity.³ The state must also take care of minors, the elderly, and the poor.⁴ It was obvious that the lofty idea of a "welfare-state" was developing and would persist.

Kauṭilya declared the highest significance of reasonable and orderly acquisition, maintenance, and augmentation of the study of philosophy, the three Vedas, and economics for the benefit of the subjects in this ultimate responsibility. Daṇḍanīti, the science of politics, is what governs it. "ānvīkṣikītrayīvārtānāmyogakṣemasādhanodaṇḍaḥ, tasyanītirdaṇḍāṅgāḥ, alabdhalābhārthālabdhaparirakṣaṇīrakṣitavivardhanī ca."⁵ In an effort to keep everything in order, the King is revered with simply the Rod. "yathārhadāṇḍaḥ pūjyate"⁶

Kauṭilya, who had remarkable wisdom and insight, could see that the material well-being of the subjects is a crucial need for politics, a nation's ability to wield power, and the maintenance of peace in its immediate surroundings. He thus believes that wealth, or the soil that humans occupy, is the source of men's ability to survive. Politics is the science that provides the methods for obtaining and preserving that planet. "manuṣyāṇāmvṛttirarthaḥ, manuṣyavatībhūmīrityarthaḥ. Tasyāḥpṛthivyālābhapālanopāyaḥ śāstramarthaśāstramīti."⁷

This is the idea of a welfare state, which assumes the maintenance of law and order as well as enough administrative infrastructure. Despite general advancement, society might rapidly descend into chaos if the law were to be suspended, the economy was corrupted, or political strife was sparked. The rule of the fishes, according to which the strong eat the weak, would apply. "apraṇītastudaṇḍaḥmātsyanyāyamudbhāvayati. Balīyānabalaṃhigrāsate daṇḍadharābhābe."⁸

An efficient way to control such chaos was a well-planned espionage apparatus. Kauṭilya believed that a ruler should use spies to keep a close check on his subjects. 'cāreṇacakṣuḥbhavet rājarṣiḥ'.⁹ The spies, who were given money and honour by the monarch, were to verify the honesty of the king's people. 'pūjitaścārthamānābhīyāmrājñārājopajīvināṃsaucam jānīyuh'.¹⁰

* Assistant Professor, Onda Thana Mahavidyalaya

‘এবং মজ্জা’-বিশ্ববিদ্যালয়মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-I 2021) অনুমোদিত তালিকার
অন্তর্ভুক্ত। ২০২১সালে প্রকাশিত ১৬পৃ.তালিকার (৩১৯টির মধ্যে) ৩ পৃ. ৬০নং উল্লেখিত।

এবং মজ্জা

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৩৯ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০২১

(বিশেষ সাধারণ সংখ্যা)

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

‘ছড়া’-লোকসংস্কৃতির এক ধারক ও বাহক

ড. চৈতালী মান্ডি

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-আদি নদ-নদীর পলিমাটিতে গড়া আমাদের এই বাংলাদেশ মৌসুমী বায়ু এর প্রাণ, এখানে স্বল্পশ্রমে বনজাত ও কৃষিজাত শস্যে উদরপূর্তি করে অবসর সময়ে এখানকার অধিবাসীরা চর্চা করত সৃজনশীলতার- এবং তারই ফলস্বরূপ বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে উঠে এল এক নতুন ধারা - ‘ছড়া’। ছড়ায় ছড়ায় জগত যে লোকসংস্কৃতিরই একটি অঙ্গণ, তা যুক্তি দিয়ে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। ছড়ার উদ্ভবকাল কেউ জানে না। তাই লোকসাহিত্যের এই অঙ্গণকে বলা যায় আদিম কাব্য। কেউ বলতে পারে না, কত শতাব্দী আগে কতরকম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছড়ার উৎপত্তি হয়ে আজকের ছড়ার শরীরের নিমিতি হয়েছে। মানব-ইতিহাসে আদিমযুগে লেখ্য ভাষার আবিষ্কারের অনেক আগে মানুষ যখন ভাষা শব্দ তৈরি করে তাতে ছন্দ ও সুর বসালো তখন থেকেই ছড়ার উদ্ভব। ছড়া তাই যেমন লোকসংস্কৃতি তেমনি প্রাগৈতিহাসিক।

লৌকিক ছড়া এতকাল মৌখিক থেকে থেকে লৈখিক হয়ে উঠলো সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহ ও সুরক্ষা-সংরক্ষণের পর থেকে। ছড়ার উৎস কোথায়? ‘ছড়া’ শব্দের উৎপত্তি কিভাবে? ছড়ার শ্রেণিবিভাগ করতে গেলে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় এবং এটাও বোঝা যায় যে, ছড়াকে কেন লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বলা হবে। কারোর কারোর মতে ‘ছড়া’ শব্দটির কোনো ব্যুৎপত্তি নেই। মুখ পরম্পরায় এসেছে বা ছড়িয়েছে বলে কোনো একসময় হঠাৎ শব্দটি প্রচলিত হয়ে গেছে। ছড়া শব্দটি যেহেতু না তৎসম, না তদ্ভব, তাই ছড়াকে বলে ‘দেশজ’ শব্দ, ‘লোকজ’ শব্দও ভাবা যায়। উভবঙ্গেই নানা অর্থে এবং কারণে ‘ছড়’, ‘ছড়া’, ‘ছড়ি’ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদে ‘ছড়া’ শব্দের ব্যাপক প্রচলন আছে। ছড়া শব্দের অর্থ যখন ‘শ্লোক-পরম্পরা’ বা ‘সমূহ পরম্পরা’ ধরা হয়— তখন অনেকের মতে ছড়া শব্দটি নাকি সংস্কৃত ‘ছটা’ শব্দ থেকে এসেছে। পরম্পরা বা ছন্দোবধি পদপরম্পরাকে ‘ছটা’ বলা যায়। আবার কারো মনে হয়েছে ছড়া সম্ভবত ‘ছন্দ’ শব্দের অপভ্রংশ হতে পারে। আর একটা দিক ভাবা যেতে পারে—চয়িত বস্তুর গ্রথিত অবস্থার নাম ছড়া (যেমন-মালাছড়া, গাঁটছড়া)—সেইভাবে সঞ্চয়িত শব্দমালার সুছন্দোবধি গ্রন্থনাকে ‘ছড়া’ বলা হয়েছে হয়তো।

ছড়ার প্রকরণে প্রথম পর্যায়ে বলা যায়—

'এবং মহায়া' - বিশ্ববিদ্যালয় যজ্ঞস্বী আয়োজ (UGC-CARE list-I 2021) অনুমোদিত অধিকার
অনুভূত। ২০২১ সালে প্রকাশিত ১৬ পৃ. অধিকার (৩১৯টির মধ্যে) ৩ পৃ. ৬০ নং উল্লেখিত।

এবং মহায়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৭ তম বর্ষ, ১৪০ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০২১



সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

রাঢ় বাংলার এক লুপ্ত লোক ক্রীড়া

ড. চৈতালী মান্ডি

আজকের সফল ও সভ্য মানুষ বহু বৎসরের শরীর-বৃত্তীয় অভিযোজনের ও প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফল। বিবর্তনের ক্রমশুলিকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে মানুষের বৃত্ততা। মানুষ জৈবিক জীবনের সাথে সাথে যুক্ত করেছে তার মানস জীবন, তার বৌদ্ধিক জীবন, তার সৃষ্টিশীল ও যুক্তি নির্ভর জীবন। আর এই জীবন গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের জীবনের শুরুতে যোগাসন— শীর্ষাসন, হলাসন—মাতৃজঠরে; শবাসন—কবরে, চিতায়, চাই বা না চাই আসন আমাদের অলংকৃত করবেই।

রাঢ় বাংলার লাল কাঁকুরে মাটি, সবুজ অরণ্যানী ও বিভিন্ন জনজাতীয় গোষ্ঠীর সহাবস্থান এক ভিন্ন মাত্রার সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের জন্ম দিয়েছে। এরই অন্যতম হল লোকক্রীড়া—যাতে জীবনের আসল ছবিই ধরা পড়ে। রাঢ় বাংলার গ্রামে গঞ্জে যখন বিশ্বায়নের ঝাঝ এতটা প্রকট হয়নি, যখন মোবাইল-ইন্টারনেটের যুগ শুরু হয়নি, তখন সহজ-সরল-নিষ্করঙ্গ-গ্রাম্যজীবনে লোকক্রীড়া গণ-জীবনধারার ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তখনকার মানুষের শিকার-পশুপালন, লুণ্ঠন-অপহরণ, বিবাব-দাসপ্রথা, কৃষিকর্ম-গৃহস্থালি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সমাজ জীবন, লোক ক্রীড়াকে সমৃদ্ধ করেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে অসংখ্য বিলুপ্ত লোকক্রীড়ার মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নিয়ে এবং ক্ষেত্র-সমীক্ষায় প্রাপ্ত ক্রীড়াটির সঙ্গে যুক্ত ছড়াগুলি নিয়ে আলোচনা করবো। লোকক্রীড়াটির নাম 'সীতাহরণ' বা 'বুড়িবসন্ত', ক্ষেত্রবিশেষে কিতকিত, চি, প্রভৃতি নামও প্রাপ্ত হয়েছে। রাঢ় বাংলায় একদা প্রায় প্রতি গ্রামে বিশেষ করে শীত-গ্রীষ্মের সময়ে তরুণদল ছিল খেলাটির খেলুড়ে। সংক্ষেপে খেলাটি এইরকম— উপস্থিত চৌদ্দ/ষোল জন (জোড় সংখ্যা প্রয়োজন) খেলোয়াড় সম-সংখ্যকভাবে দু'দলে বিভক্ত হয়। একদল একটি বৃত্তাকার গণ্ডীর মধ্যে থেকে খেলা দেয়-অন্যদল মাঠে ছিটিয়ে ফিল্ডিং করে, বৃত্তাকার গণ্ডীর (যেখান থেকে খেলা দেওয়া হচ্ছে) থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে বসে থাকে জনৈক ব্যক্তি যে 'সীতা' বা 'বুড়ি' নামে পরিচিত। গোলাকার গণ্ডী থেকে এক একজন নিঃশ্বাস ধরে একটি ছড়া সরবে বলতে বলতে তীব্রভাবে বিপক্ষদলের দিকে ছুটে যায়-যদি সে কোন প্রতিপক্ষ খেলুড়েকে 'ছুঁয়ে' দম নিয়েই গণ্ডীতে ফিরে আসে তাহলে ঐ ব্যক্তিকে (যাকে স্পর্শ করা হয়েছে) 'মারা' (আউট) হলো, আর যদি 'ছুঁয়ে' দম ছেড়ে ফিরে আসে তবে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়টি আউট বা 'মারা পড়লো' এক্ষেত্রে খেলা প্রদানকারীর রক্ষাকবচ 'বুড়ি'। দম শেষ হয়ে গেলেও বুড়িকে স্পর্শ করে দাঁড়ালে বিপক্ষ দল মারতে পারবে না। এইভাবে মারামারি পর্ব শেষ করে 'সীতাহরণ' সমাপ্ত হয়, বিপক্ষদলের সব খেলুড়েকে 'ছুঁয়ে' 'ক' দল সীতাহরণ করতে পারে নচেৎ খেলাপ্রদানকারীদের নিঃশ্বাস ছাড়া

অন্তর্মুখ

সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিভাষিক গবেষণা পত্রিকা

ANTARMU KH

Bilingual Research Journal Subjective to Literature, Society and Culture

(A Peer Reviewed Journal)

Vol-11 Issue-1 Quarterly July-September 2021

[“Published with financial assistance from the Central Institute of Indian Language (Dept. of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India) Manasagangotri, Mysore 570 006 vide sanction letter F. No. 53-2(7)/2014-15/BEN/LM/GRNT dated 5th Decenber 2016 under the Little Magazine scheme of Grant-in-aid”.]

সাহিত্য ও সমাজ প্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহর (২য় পর্ব)

Village and City in view of literature and society (2nd Part)

Editor

Sampa Samanta Bag

‘সাম্পান’

বাদশাহী রোড, ভাঙ্গাকুঠি, বর্ধমান

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় / ৫

উপেন্দ্রনাথ বর্মণ : গ্রাম ও শহরের উপাখ্যান—যুথিকা বর্মা / ৭

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু উপন্যাসে গ্রামীণ মুসলমান সমাজ—পীযুষ কান্তি হালদার / ১৯

বর্ধমান শহর ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল-আঞ্চলিক তারতম্য ও আন্তঃসম্পর্কের প্রেক্ষিতে
একটি পর্যালোচনা—জয়ন্তী ভট্টাচার্য্য / ২৭

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় গ্রাম ও শহর—প্রিয়াংকা মিত্র / ৩৮

জসীমউদ্দীনের কবিতায় পল্লীর নানান চিত্র—সুব্রত পুরকাইত / ৪৭

নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে উজানভাটির গ্রামজীবন (নির্বাচিত)—চিত্তদীপ চ্যাটার্জী / ৫৬

অভিজ্ঞানশকুন্তলে প্রতিফলিত তৎকালীন গ্রাম্য জীবনের স্বরূপানুসন্ধান—বিশ্বজিৎ রাজ / ৬৮

The Giant Shadow of Modernity : Volatile Urban Dreams and the Village
in Bibhutibhusan's Adarsha Hindu Hotel—Sourav Nag / ৭৯

প্রসঙ্গ শহর কলকাতা : নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত ছোটগল্পে শহর নির্মাণ ও ভালবাসার
ভাবনা—অতসী রায় / ৮৬

Social Life of Nagaraka (a cultured citizen) as gleaned from Vatsyayana's Kamasutra
—Rajesh Biswas / ১৯৯

Rural Development, Forest Management, and Violence : The Case of
Jitpur Forest in the District of Murshidabad, West Bengal—Arnav
Debnath / ১১০

The Giant Shadow of Modernity : Volatile Urban Dreams and the Village in Bibhutibhusan's Adarsha Hindu Hotel

Sourav Nag

Abstract : The cardinal focus of the article is to read Bibhutibhusan Bandopadhyay's novel *Adarsha Hindu Hotel* (1940) in the light of modernism and to investigate into the emergence of capitalist urban spaces in India. Besides, the article reads further into the distant utopian dreams associated with migration to the urbanized cities from rurality. The footfall of modernist culture in the early 20th century Europe witnessed an unprecedented rise in rapid urbanization and the proliferation of capitalist, consumerist societies. The shadow of modernism soon infected colonial Bengal and the economy of India underwent immense transformation. In Bibhutibhusan's novel, the transformation has been depicted through the vicissitudes of Hajari Thakur and Bechu Chakraborty. The novel also addresses the politics of urbanization in the 20th century India. Ranaghat and Bombay represent the rural and the urban spaces respectively. Hajari Thakur's migration to Bombay is symbolic of the rapid urban transformation of India.

Keywords : Modernity, Space, Urbanity, Migration, Colonial Bengal.

The cardinal focus of the article is to read Bibhutibhusan Bandopadhyay's novel *Adarsha Hindu Hotel* (1940) in the light of modernism and to investigate into the emergence of capitalist urban spaces in the colonial India. Besides, the article reads into the distant utopian dreams associated with migration to the urbanized cities from rurality. The footfall of modernist culture in the early 20th century Europe witnessed an unprecedented rise in rapid urbanization and the proliferation of capitalist, consumerist societies. The shadow of modernism soon infected colonial India and the economy of India underwent immense transformation. In Bibhutibhusan's novel, the transformation has been depicted through the vicissitudes of Hajari Thakur and Bechu Chakraborty. The novel also addresses the politics of

অন্তর্মুখ : পর্ব ১১, সংখ্যা ১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১

urbanization in the mid-20th century in India. In the novel, Ranaghat and Bombay represent the rural and the urban spaces respectively.

With the emergence of modernism, the city became a site of simulated reality where life is stuck to the neon lights and billboards and shopping malls and the 'bazaar.' The encroaching urbanity began dominating the villages and the *mafassals*. Peter Brooker in *Modernity and Metropolis* (2014) traces the relation between modernity and the city in the following terms: "'Modernity' we might suppose serves as a generic description of the social, economic and political developments structuring the development of twentieth century urban life" (Brooker, 02). The English word 'city' is derived from Latin *civis* (meaning citizen) and *civitas* (meaning citizenry and citizenship).¹ City as a center for the growth and nurture of human civilization and coherence can be dated back to Aleppo in Syria, Beirut in Lebanon, Jericho in West Bank, Byblos in Lebanon, Plovdiv in Bulgaria, Sidon in Lebanon, Faiyum in Egypt, or Argos in Greece to cite a few. Aleppo dates to around 3000 B.C. Beirut was a city having 5000 years of civilization. The biblical account of the Fall of Adam and Eve marks the first settlement in the Judeo-Christian culture. Interestingly, the saga of the city is not only old but also complex. The birth and the death of a city are overgrown with narratives of human struggle, dreams, and despair. Mumford, cited by Harding, reads the cities as the sites of diversity, plurality, order, and cohesion (Harding, 05). According to Harding, cities always possess 'an antagonistic sense of duality,' be it in 'Juvenal's Satires or Augustine's "City of God"' (Harding, 6).

Since Bandopadhyay's novel is set in colonial India, a reading of the emergence of colonial urbanity of India is necessary. The urban space is a capitalist locus; the understanding of capitalism leads inevitably to the city (Soja, 115). Urbanisation is 'a revealing social hieroglyphic through which to unravel the dynamics of post-war capitalist development' (Soja 94). Upstone comments: "Despite various representations of the horrors of the industrialised city, the city has also been at the same time a space of projection: of personal desires and communal hopes' (Upstone, 85). In other terms, the city manufactures utopian spaces. Be it Augustine's *City of Gold* (426), or Thomas More's *Utopia* (1516) the utopia is always situated in the city. The utopian processes involve dreaming of spaces that are denied in reality. The

colonial discourse of spaces follows a similar pattern. As in the colonial discourse space is represented as something absolute and natural for territorialisation, "so the city-utopia is often the focus for similar yearnings. In both cases these ideals are in stark contrast to lived reality" (Upstone 86). The imperial desire to transfer the capitalist culture to the colonies resulted in the colonial city spaces. According to Anthony King "Colonial cities were important sites in the transfer of modern capitalist culture to new worlds" (Jacobs 20). The production of the urban space through colonial 'governmentality' (Foucault) produces different industrialized and commercialized centers and these centers of power operate within a utopian grid. Hence, the postcolonial critique of the urban space as the legitimized locus of power politics and cultural hegemony, is essentially grounded on dystopian discourse. The colonial representation of city as an appropriated space of civilizing entrepreneurship is undercut with 'strong awareness of urban space's power inequalities preventing ideals from being realised' (Upstone 93). Incidentally, the term 'Utopia,' a neologism, was introduced by Thomas More in 1516 in his text *Utopia* (1516). More names the unknown island described by the Portuguese sailor Raphael Hythloday as utopia. Interestingly, More used the word 'Nusquama' to name the island before he neologized the term 'utopia.' 'Nusquam' is the Latin word for 'nowhere', 'in no place', 'on no occasion' (Vieira 6). More used two Greek words ouk (meaning 'not') reduced to 'u' and topos (meaning 'place'). He added a suffix—ia which indicates 'a place' (Vieira7). Evidently, the etymological meaning of the term 'utopia' is 'no place' or 'non-place.' Again 'Utopia' is also called 'Eutopia' (meaning an ideal place) by More in his work as its inhabitants and the laws are wonderful. 'Eutopia' is a derivational neologism of 'Utopia.' The root word utopia has been used extensively in word formation such as in 'eutopia,' 'dystopia,' 'anti- utopia,' 'alotopia,' 'euchronia,' 'heterotopia,' 'ecotopia' and 'hyperutopia' and so on. In the Western imagination, the concept of utopia hinges on the two characteristics :

1. It is an imagined society and is in opposition to the present ideological frameworks prevalent in real society.

2. It implies a desire for a better life and is a result of the discontent with the present society that one lives in. Undoubtedly, the second assumption resonates with a Napoleonic dream for a fabled future that

actually does not arrive of a Beckettian waiting for a Godot-wrought world that is denied only at the end. In the Western thought utopia is mostly associated with the city (Nag, 2021).

Bibhutibhushan Bandyopadhyay was one of the most prolific Bengali writers of the 20th century. Born in Ghatshila, Bibhutibhushan's novels are largely based on rural Bengal of the early 20th century, especially on Bongaon, then a village in the North 24 Parganas district in West Bengal. His novels such as *Pather Panchali*, *Adarsha Hindu Hotel*, *Ichamati* and *Bipiner Sansar* are some of Bandyopadhyay's best novels. *Adarsha Hindu Hotel*, besides *Bipiner Sansar* is one of the very few fictional works of Bandyopadhyay in which creative vision of the writer moved away from nature and the exquisite beauty and socio-economic structures of rural Bengal. In the novel, Bandyopadhyay focuses on the developing colonial India. What is most evident in his novel is realistic depiction of the rural spaces of Bengal and the vicissitudes of its people. The primary impetus responsible for such a change was the expansion of the railways and the need to develop the colonial cities into commercial centers for trade and commerce. In the first railway budget presented in 1924, electric locomotives were introduced and that revolutionized speed in the history of the Indian railways. With the emergence of modernism in the 20th century, the city became the centre for modernity with its high-rise buildings, industrial sectors, and dominant trade centers. Apart from its architectural development, city became the very space for social interactions, transculturation, and opportunities. The birth of the 'public sphere' started to attract thousands of wage earners to migrate from the villages to the cities.

Bandyopadhyay's novel depicts the success story of Hajari Thakur, a middle-aged Bengali Brahmin who worked for Bechu Chakraborty in his hotel as a cook. From the beginning, Bandyopadhyay has portrayed him as reserved, benign but silently ambitious. His skill in cooking is admired widely by the visiting customers to the hotel: "Hajari Thakur is a middle-aged man between forty-five, forty-six, lean, emaciated and dark complexion. Anybody can say he was a gentleman" (05). Hajari's reserved and gentle nature made him vulnerable to the acidic verbal chastisement of Bechu Chakraborty and his maid Padma. Padma steals eatables from the hotel though she accuses Hajari of negligence and

insincerity. She is also jealous of his unparalleled skill in cooking. But Padma's harsh words cannot dissuade him from dreaming. He dreams of opening a hotel himself: "He has learned hotelkeeping and he will open a hotel. The billboard outside his hotel will announce:

The Hindu Hotel of Hajari Chakraborty
Ranaghat

Good Food and Lodging at Cheap price.

You are Welcome!!! (Bandyopadhyay, 07)

He occasionally visits the nearby temple of Radhaballav and worships Him so that his wishes may be fulfilled.

Finally, he gets two hundred rupees as loan from Kusum and Atasi and starts his own hotel. Very soon, Hajari's hotel becomes the most popular hotel of the area. The hotels of Bechu Chakraborty and Jadu Chakraborty get almost shut down. Hajari's progress skyrockets as he signs a tender to manage a government-run hotel on the railway platform. At the end of the novel, Hajari gets a contract to manage a big hotel in Bombay and leaves Ranaghat. Before leaving he appoints Bechu Chakraborty and Jadu Chakraborty as managers to run his hotel and also offers a job to Padma.

In the novel, Hajari Thakur's displacement from Ranaghat to Bombay has been depicted as his professional prosperity. Bombay in the novel is undoubtedly the site of fulfillment, success and fecundity. Contrary to the small hotel in Ranaghat, Bombay, in Hajari's dream, stands as the locus of opportunities. In this context, I am reminded of the following passage from Thiong'o *Petals of Blood*:

Our young men and women have left us. The glittering metal has called them. They go, and the young women only return now and then to deposit the newborn with their grandmothers already agent with scratching this earth for a morsel of life. They say: there in the city there is room for only one our employers they don't want babies about the tiny rooms in tiny yards (Thiong'o, 09).

Bombay in Bandyopadhyay's novel, as already mentioned, represents colonial urbanity—the locus of collective dreams, a space of opportunity and the undisputed destination of thousands of Indians. The All-India Census reports of 1872 and 1881 were important documents for converting social data into statistical records. In the first decades of the 20th century, Kolkata, Bombay and Madras grew rapidly into

prosperous cities. These three cities became the commercial and administrative centres and the hubs of colonial economy. The inception of the railways in 1853 spearheaded unprecedented changes in the overall make up of the colonial cities. The cities became the centres for trade and commerce. The manufactured goods such as textile materials were imported from Great Britain and the raw materials were exported by the rail routes. The traditional towns were replaced by the new cities. Railway colonies were also built. Bombay was originally seven islands. Later the islands were fused into one big city to accommodate a growing population. In the mid twentieth century, Bombay was developed further with expanded railways and high-rise buildings. As a result, hundreds of poor from many villages and towns of India migrated to Bombay in search of work and opportunity. Singh in "Migration in Mumbai: Trends in Fifty Years" points out that the contribution to the city was recorded as high of 400 per cent during 1921-31 (2007). Bombay grew as the capitalist centre of colonial India because of the migrating population from the other parts of India.

In the present novel, the shadow of change touched the old town (*Mafassal*) Ranaghat. Hajari got the opportunity to expand his hotel business and serve the railway passengers from the platform itself:

The new Hindu hotel was opened at the platform. It was a modern hotel with marble table, chair, electric lighting, fan, clean and hygienic. Hajari's name as the proprietor written on a board baffled many of the customers.

A strong rumour that Bechu Chakraborty's hotel would be closed down was circulating in the railway bazaar (Bandyopadhyay, 108).

The vicissitudes of Hajari and Bechu allegorise the rapid transformation of the colonial modernity in India—the rapid decline of the old towns and the giant shadows of sprawling urban spaces surrounding the railways.

What is interesting is that the novel ends with Hajari leaving Ranaghat for Bombay. The reader never comes to know how far his dreams are realised in the commercial centre of India. In this context, I feel tempted to mention Rushdie's short story "The Free Radio" in which a rickshaw puller Ramani migrated to Bombay during the 80s and became a film star there. In his letters sent to the narrator Ramani's success story is related in magic realist terms and again the readers can

never know whether he really became a star or not. In Bandyopadhyay's novel too, Hajari's future is masked in mystery and depends on the 'horizon of expectations' (Hans Robert Jauss) of the readers. Evidently, Bandyopadhyay glorifies Bombay probably because Hajari's success can only be justified if he migrates beyond Ranaghat to some bigger and commercially better place. Bombay in the novel represents the collective dreams of Indian rurality—a utopia where everyone wants to go but can not reach.

Works cited :

Bandopadhyay, Bibhutibhushan. *Adarsha Hindu Hotel*. Mitra and Ghosh Publishers, 1940.

Brooker, P. *Modernity and Metropolis: Writing, Film and Urban Formations*. Palgrave Macmillan, 2014.

"Colonial Cities Urbanisation, Planning and Architecture." NCERT, 2020.

Ghadge, Ravi. "Connections and Disconnections: The Making of Bombay/Mumbai as India's 'Global City.'" *Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective*, vol. 13, no. 1, ser. 5, 2018. 5, doi:10.32727/11.2018.232.

Harding, Desmond. *Writing the City: Urban Visions and Literary Modernism*. Routledge, 2011.

Singh, D. P. "Migration in Mumbai: Trends in Fifty Years." *Demography India*, vol. 36, no. 02, 2007, pp. 315–327.

Soja, Edward W. *Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory*. Verso, 1989. Print

Thiong'o, Ngugi wa. *Petals of Blood*. Penguin in Association with Heinemann African Writers Series, 2002.

Upstone, Sara. *Spatial Politics in the Postcolonial Novel*. Ashgate, 2009. Print.

Vieira, Fátima. "The Concept of Utopia." *The Cambridge Companion to Utopian Literature*, edited by Gregory Claeys, Cambridge University Press, 2013, pp. 03–27.

লেখক পরিচিতি : Dr. Sourav Kumar Nag, Assistant professor & Head, Dept. of English, Onda Thana Mahavidyalaya, Bankura University.

অন্তর্ভুক্ত : পর্ব ১১, সংখ্যা ১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১

আন্তর্মুখ

সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিভাষিক গবেষণা পত্রিকা

ANTAR Mukh

Bilingual Research Journal Subjective to Literature, Society and Culture

(A Peer Reviewed Journal)

Vol-10

Issue-3

Quarterly

Jan.-Mar.

2021

["Published with financial assistance from the Central Institute of Indian Language (Dept. of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India) Manasagangotri, Mysore 570 006 vide sanction letter F.No. 53-2(7)/2014-15/BEN/LM/GRNT dated 5th Decenber 2016 under the Little Magazine scheme of Grant-in-aid".]

সাহিত্যে পরিবেশ-প্রকৃতি ও মানবজীবনের টানাপোড়েন (২য় পর্ব)

Strain in Environment, nature and human lives in Literature
(2nd Part)

Editor

Sampa Samanta Bag

‘সাম্পান’

গদশাহী রোড, ভাঙ্গাকুঠি, বর্ধমান

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় / ৫

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপাঠ ও উত্তরমানবতাবাদ—সৌরভকুমার নাগ / ৭

মহামারি ও মানবজীবন : তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের প্রেক্ষিতে

—মমতা খাঁ / ১৪

বাঙালিজীবনে মহামারির প্রভাব ও উত্তরণ : তারাশঙ্করের নির্বাচিত উপন্যাসের আলোকে

—বৈশাখী রায় ২৬

মহামারি প্রসঙ্গ উপস্থাপনের ভিন্নতায় নজরুলের ছোটগল্প : একটি অনালোকিত দিক

—জয়ন্ত ঘোষ ৩৮

প্রফুল্ল রায়ের বিহারকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানবজীবনে টানাপোড়েন

—সুব্রত মণ্ডল / ৪৮

সাহিত্যের দর্পণে : মানবজীবনে প্রকৃতি, পরিবেশের প্রভাব—সায়নী কুণ্ডু / ৬৪

ঔপনিবেশিক বাংলায় কলরাকেন্দ্রিক মহামারি : প্রসঙ্গ সাহিত্য ও সাময়িকী

—দেবাশিস সরকার / ৭৪

'বর্ধমান জ্বর' : বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে—বিনতা সরকার / ৮৬

বাংলা কবিতায় সমাজতাত্ত্বিক প্রতিফলন : সমসাময়িক বাংলা কবিতার উপর একটি গবেষণা

—মনোজ দে / ৯৫

কলেরা ও বিংশ শতক : দুই বাংলার কথাসাহিত্যের পর্যালোচনা—সুজিত মাঝি / ১০৮

বাংলা কথাসাহিত্যে অতিমারি প্রসঙ্গ—সুমন দাস / ১২৪

বাংলা সাহিত্যে প্লেগ ও তার প্রভাব : নির্বাচিত তিনটি উপন্যাস—সায়ন্তনী মৈত্র / ১৩২

দুই বাংলার গ্রামনির্ভর উপন্যাসে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মহামারি প্রসঙ্গ

—সুরজিৎ বেহারা / ১৪৫

বিশ শতকের সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে গ্রামজীবনের রূপান্তর—তরুণকান্তি মণ্ডল ১৫৪

স্মৃতিকথায় দেশভাগ : অনিশ্চিত উদ্বাস্ত জীবনে রোগ-ভোগের ইতিকথা

—বৈশাখী চক্রবর্তী / ১৬০

প্রকৃতির রোযানে বিপর্যস্ত মানুষ : প্রসঙ্গ বাংলা ছোটগল্প (নির্বাচিত)

—সুশান্ত সঁাতরা / ১৬৮

UNUSUAL CHANGE IN ENVIRONMENTAL AND GEOLOGICAL
SETTINGS IN TWENTY TWENTY: INDIAN SUBCONTINENT

—Pratyush Bag / 180

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপাঠ ও উত্তরমানবতাবাদ

সৌরভকুমার নাগ

পরিবেশ সমালোচনার প্রতিটি লেখা কল্পকাহিনি দিয়ে শুরু হয় অথবা একটি কল্পকাহিনি সৃষ্টির পথে এগিয়ে যায়। একটি বলমলে আগামীর স্বপ্ন আমরা সবাই দেখতে ভালোবাসি। যেখানে জটিল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের আগ্রাসন থাকে না। যেখানে সুউচ্চ অট্টালিকার সুসজ্জিত চূড়া আকাশের শ্যামল নির্মলতাকে আচ্ছাদিত করে রাখে না। যেখানে থাকে কেবল পরিবেশের স্বাভাবিক অনুশাসন, নির্ভেজাল সমতা এবং চিরস্থায়ী শান্তির বাতাবরণ। উন্মুক্ত উদার পরিবেশভাবনা প্রকৃতিকে কৃত্রিম নগর সভ্যতার নাগালের বাইরে দূর এক কল্পরাজ্যে নিয়ে যায়, যা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু অনায়াসগম্য নয়। এই নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশভাবনায় প্রকৃতি কখনো প্রেয়সীরূপা, কখনো মাতুরূপা, আবার কখনো অবয়বহীন শূন্যগর্ভ আনন্দের স্রোতধারা।

অতিসম্প্রতি পরিবেশ সমালোচনার পরিসরে প্রবেশ করেছে প্রকৃতি ও মানুষের পরস্পর নির্ভরতার তত্ত্ব। এই আস্তঃনির্ভরশীলতার তত্ত্ব প্রকৃতিকে পুঁজিবাদী রাজনীতির হাত থেকে মুক্ত করে না, বরং প্রকৃতি একটি ক্ষমতার অনুশাসনে তৈরি হওয়া বস্তুতে পরিণত হয়। এই তত্ত্বে মানুষ একটি অসম, অনুপাতহীন সম্পর্কে প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ-এর সাথে পরস্পর নির্ভরশীল। কাজেই উদ্ভিদ আমাদের বন্ধু কারণ তারা আমাদের অক্সিজেন দেয় এবং খাদ্য সরবরাহ করে, মেঘ আমাদের বৃষ্টি দেয় এবং আমরা প্রাণীদের থেকে বিভিন্ন সম্পদ তৈরি করি—এই নীতিবাক্যগুলি কোনোভাবেই পরিবেশবান্ধব চেতনা জাগ্রত করে না। অতএব, মানুষ ও প্রকৃতির আস্তঃসম্পর্কের তত্ত্ব সবুজ চেতনা জাগিয়ে তুলতে এবং প্রকৃতির শোষণ প্রতিরোধ করতে পারে না। জেরার্ড (Gerard) যথার্থই মন্তব্য করেছেন : “so the founding text of modern environmentalism not only begins with a decidedly poetic parable but also relies on the literary genre of pastoral and apocalypse...”^১ প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন—এই নীতিবাক্যটি সর্বজনবিদিত ও বহুশ্রুত। অতিসম্প্রতিকালে বিখ্যাত ইকোক্রিটিকসিজমের সঙ্গে যুক্ত বিখ্যাত সব পরিবেশবিদরা (যেমন—এ. নিকোলস, জয় উইলিয়ামস, স্টেসি অ্যালাইমো, টিমোথি মর্টন) মানুষ ও প্রকৃতির আস্তঃনির্ভরতার তত্ত্বের সমর্থন করে ইকোজেনিক (Ecogenic) চেতনাকে প্রবলভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, এ. নিকোলস তাঁর বই ‘Beyond Romantic Ecocriticism : Towards Urbanatural Roosting’ (2011)-এ একটি নতুন শব্দের ব্যবহার করেছেন—‘Urbanature’, যার

বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায় 'শহুরে প্রকৃতি'। 'Urbanature' তত্ত্বের মূল বিষয়টি হল, যে সমস্ত মানব এবং অ-মানব জীবন, সেইসাথে সেই জীবনের চারপাশের সমস্ত প্রাণবস্ত এবং নির্জীব বস্তু, আন্তঃনির্ভর আন্তঃসম্পর্কের একটি জটিল জালে যুক্ত।^{১২} মানুষ এবং মনুষ্যবর্জিত জীবনকুল, অন্যভাবে বললে জীবিত এবং জড়ের 'পরস্পর নির্ভরতা' সম্পর্কে নিদ্বৈকালসের যুক্তি একেবারেই নতুন নয়। বরং পুরানো একটি পরিবেশবাদী দর্শনের ভিন্নতর সংস্করণ। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, মানুষ এবং মনুষ্যবর্জিত জীবনকুল, অন্যভাবে বললে জীবিত এবং জড়ের 'পরস্পর নির্ভরতা' সম্পর্কে নিকোলসের যুক্তি একেবারেই নতুন নয়। বরং পুরানো একটি পরিবেশবাদী দর্শনের ভিন্নতর সংস্করণ। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, মানুষ এবং মনুষ্যবর্জিত জীবকুলের আন্তঃনির্ভরতার ধারণাটি প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ককে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করে না। বরং এ প্রসঙ্গে আমি নতুন একটি দার্শনিক ধারণা গড়ে তোলার পক্ষপাতি, যাকে আমরা omninature বা 'বিশ্ব প্রকৃতি' বলতে পারি। এখানে বিশ্ব শব্দটির ব্যঞ্জনা আমি রাবীন্দ্রিক ভাবনার আশ্রয়ে ব্যবহার করতে চাই। যা সমগ্র সৃষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এককথায় প্রকৃতির বাইরে কিছুই নেই এবং আমরা প্রকৃতিতে 'ফিরতে' পারি না। কেননা আমরা ইতিমধ্যে প্রকৃতির মধ্যেই অবস্থান করছি। সর্বজনীনতার মূল ধারণা হল যে মানব ও অন্যান্য জীবকুল, প্রাণীজগৎ ও জড়জগৎ—সবই এক নিবিড় আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত।

প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য পশ্চিমা পরিবেশবাদীদের দ্বারা প্রচারিত ইকোক্রিটিক্যাল প্রচারগুলি বিরাট কিছু আলোড়ন তুলেছে এমনটা নয়। কারণ নৈতিক পরিবেশবাদ প্রকৃতিকে মানবসমাজ থেকে দূরে থাকা কিছু হিসাবে উপস্থাপন করে। মানুষকে এমন এক দর্শকে পরিণত করা হয়েছে যার পরিবেশগত দৃষ্টি দূরের এবং অপ্রচলিত। অ্যাডাম এবং ইভের দ্বারা উপভোগ করা স্বর্গীয় সুখের বাইবেলের বিবরণ দিয়ে শুরু করে, রুসোর 'উচ্চ বর্বর' (noble savage) ধারণার মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃতিকে এমন একটি দাতা হিসাবে খুঁজে পাই যা মানুষকে সুখ দেয় এবং দূরে সরে যায়। অতি সম্প্রতি, পরিবেশবাদীদের মধ্যে পরিবেশ-সমালোচনার ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সম্মেলন কক্ষ, বই এবং ডক্টরাল বা পোস্টডক্টরাল থিসিসের বাইরে উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া পরিবেশ-সমালোচনার লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না :

And the word environment. Such a bloodless word. A flat-footed word with a shrunken heart. A word increasingly disengaged from its association with the natural world. Urban planners, industrialists,

economists, developers use it. It's a lost word really. A cold word, mechanistic, suited strangely to the coldness generally felt toward nature."^৩

সাম্প্রতিককালে বহু পশ্চিমা সমালোচক প্রকৃতি এবং মানব-সংস্কৃতির মধ্যে আন্তঃসংযুক্তির দৃষ্টিকে স্বীকার করেছেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে, এটি প্রথম জাতিসংঘের বিশ্ব সংরক্ষণ কৌশলে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল :

Ultimately the behavior of entire societies towards the biosphere must be transformed if the achievement of conservation objectives is to be assured. A new ethic, embracing plants and animals as well as people, is required for human societies to live in harmony with the natural world on which they depend for survival and well-being. The long-term task of environmental education is to foster or reinforce attitudes and behavior compatible with this new ethic.

পোস্টহিউম্যানিজম (Posthumanism) বা উত্তর-মানবতাবাদ একটি বহুমুখী শব্দ কারণ বিভিন্ন পশ্চিমী সমালোচক পোস্টহিউম্যানিজমকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ব্যাখ্যাগুলির প্রকৃতি একে অপরের থেকে এতটাই আলাদা যে পাঠকবর্গকে অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। উত্তর-মানবতাবাদ মানবকেন্দ্রিক দর্শনের সমালোচনা করে ও মানবজাতি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপহার এই অহমিকাকেও কেউ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ একটি মানবসমাজকেন্দ্রিক তত্ত্ব। পশ্চিমী দার্শনিকদের চিন্তাধারায় ও ধর্মীয় গ্রন্থে সৃষ্টির কেন্দ্র মানুষ এই ধারণার জন্ম হয়েছিল। নবজাগরণ এই ধারণাকে আরও মজবুত করে। মানুষ সবার উপরে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীব এই আত্ম-অহঙ্কার অবলীলায় প্রকৃতিজগতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। নির্দিধায় নির্ভাবনায় মানুষ ধ্বংস করে প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ। উত্তর-মানবতাবাদ এই স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠে এমন একটি সমাজের কল্পনা করে যেখানে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ একে অপরের সাথে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ, একে অপরের উপর নির্ভরশীল। *What is posthumanism* গ্রন্থে Cary Wolfe যথার্থই বলেছেন : "posthumanism means not the triumphal surpassing or unmasking of something but an increase in the vigilance, responsibility, and humility that accompany living in a world so newly, and differently, inhabited."^৪

'Omninature' বা 'বিশ্বপ্রকৃতি' একটি অন্তর্ভুক্তিবাদী মতবাদ। এটি "আন্তঃসংযোগ" (theory of interdependence) তত্ত্বের থেকে পৃথক। বিশ্বপ্রকৃতি অনুমান করে যে প্রকৃতি সমগ্র সৃষ্টিকে মূর্ত করে। প্রতিটি মানব বা অ-মানব সংস্থা, প্রতিটি জীবিত বা জড় বস্তু সেই আন্তঃকর্পোরিয়ালিটির একটি অংশ। সর্বজনীনতার

ধারণার সাথে ধর্মীয় এবং দার্শনিক সমান্তরালতা রয়েছে। শ্রী-বৈষ্ণব পরম্পরায় সৃষ্টিকে বলা হয় ঐশ্বরিক উদ্ভব। বেদান্তে, ব্রহ্ম হল এক সুখময় বাস্তব যা সর্বব্যাপী। ব্রহ্ম অসীম এবং মহাবিশ্বের সাথে তার সম্পর্ক প্রেমের। এটি এমন নয় যে সৃষ্টির উপাদানগুলি ব্রহ্মের অংশ নয় বরং সম্পূর্ণ বাস্তবতা নিজেই। বেদান্তে প্রকৃতিকে বলা হয়েছে 'প্রকৃতি' বা যেকোনো কিছুর আদি রূপ। জীবিত এবং নির্জীব উভয় সত্তার প্রাথমিক পদার্থ। 'বিশ্বপ্রকৃতি' ধারণার মূল বিষয়টি হল, প্রকৃতি আত্ম প্রকৃতির থেকে (COGITO) দূরে নয়। মানবের বিশ্বকে যুক্তিসঙ্গত আলোচনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সম্পদ উৎপাদনের জন্য মানবজগতের উপর নির্ভর করার কথা বলে। ন্যায় এবং সাংখ্য দার্শনিকরা মানব এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্যকে স্বীকার করে, যদিও দার্শনিক ধারণাগুলির গতিপথ পশ্চিমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মনুষ্য ও অমানুষ, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয়-এর মধ্যে পার্থক্য আপেক্ষিক। গীতায়, ক্ষেত্রজ্ঞান জ্ঞানের 'অভিজ্ঞ' নয় কিন্তু চিন্তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন। এই উপলব্ধির মাধ্যমে যে পরিবর্তনশীল এবং অপরিবর্তনীয় উভয় প্রকৃতিই ভগবান, সৃষ্টিকর্তার অন্তর্গত। এতে মানুষ সম্পদের স্রষ্টা নয় যদিও সে সৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। জ্ঞানের মুহূর্তটি প্রকৃতি (প্রকৃতির নীতি) এবং পুরুষ (সাক্ষী নীতি) এর মধ্যে মিলনের মুহূর্তও বটে। অন্য কথায়, প্রকৃতি হল সৃষ্টি, এবং প্রভু হলেন স্রষ্টা এবং মানুষই কেবল এটি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। মানুষের অবস্থানের তার বিশ্বের স্রষ্টা থেকে চিন্তা সংস্থায় স্থানান্তর প্রকৃতিকে আসল, সহজাত এবং অপরিবর্তনীয় কিছু হিসাবে গ্রহণ করার জন্য জায়গা করে দেয়। মানুষ (পুরুষ) কিন্তু প্রকৃতির একটি অংশ (সৃষ্টি বা প্রকৃতি)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতিকে আধ্যাত্মিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের ধারণাটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "বলাই" গল্পে নায়ক বলাই নিছক প্রকৃতিপ্রেমিক নয়, বরং সে প্রকৃতির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ। গল্পটি মানবআত্মার একটি দার্শনিক পর্যবেক্ষণ দিয়ে শুরু হয় যা অ-মানব জগতের উপাদানগুলিকে মূর্ত করে তোলে। স্বর্ণলতা রঙ্গরাজন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনাকে eco-cosmopolitanism^৫ বলেছেন :

তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চড়ে বেড়ানো নয়। পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝামঝাম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন গুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর পড়ে

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপাঠ ও উত্তরমানবতাবাদ

আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমার বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চারদিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে তাতে একটা ঘন রঙ লাগে।^৬

বলাইয়ের কাছে প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে উপলব্ধি করার উপাদান হয়েই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং একটি গতিশীল প্রবাহ হয়ে তার ভাবনাগুলিকে প্রকটিত করে। যখন সে দেখতে পায় সবুজ ঘাস ঢাল বরাবর নেমে গেছে, তখন সে অনুভব করে এক অকৃত্রিম সবুজের কৌতুক—“রাত্রি বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনারঙের রোদদুর দেবদারুণের উপরে এসে পড়ে—ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুণের নিস্তন্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে—এই সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, ‘এক যে ছিল রাজাদের আমলের।’”^৭

রবীন্দ্রনাথ “অরণ্যদেবতা” প্রবন্ধে মানুষের সাথে প্রকৃতির আত্মিক সম্পর্কের কথা বলেছেন এবং তার সাথে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় অরণ্য প্রকৃতির ধ্বংস ও পার্থিব সম্পদের লোভে প্রকৃতির আশীর্বাদ থেকে মানুষের দূরে সরে যাওয়ার বিষয়টিকে সমালোচনা করেছেন—“সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিল পাষাণী, বক্ষ্যা, জীবের প্রতি তার করুণার কোনো লক্ষণ সেদিন প্রকাশ পায়নি। চারিদিকে অগ্নি-উদ্‌গীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে বিচলিত। এমন সময় কোন্ সুযোগে বনলক্ষ্মী তাঁর দূতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই অঙ্গনে, চারিদিকে তাঁর তৃণশপ্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ হল, নগ্ন পৃথিবীর লজ্জা রক্ষা হল। ক্রমে ক্রমে এল তরুণতা প্রাণের আতিথ্য বহন করে। তখনো জীবের আগমন হয়নি; তরুণতা জীবের আতিথ্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়ে তার ক্ষুধার জন্য এনেছিল অন্ন, বাসের জন্য দিয়েছিল ছায়া। সকলের চেয়ে তার বড়ো দান অগ্নি, সূর্যতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করেছে, তাকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে। আজও সভ্যতা অগ্নিকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে।”^৮

মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃসংস্কৃতির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি “রক্তকরবী” নাটকে (১৯২৫) আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে। নাটকে নন্দিনী চরিত্রটি প্রকৃতির রূপকমূর্তি। পৃথিবীর সবুজ আনন্দের আবরণ নিয়ে সে উপস্থিত। এই যক্ষপুরীতে গভর্নর, ফোরম্যান, হেডম্যান, সুড়ঙ্গ খননকারী, পণ্ডিত আছেন; সেখানে পুলিশ, জল্লাদ এবং আন্ডারটেকার্স (আচার্য, অধ্যাপক, সর্দার, রক্ষী, খোদাইকর-) —সব মিলিয়ে একটি সুন্দর ভাণ্ডার! শুধুমাত্র নন্দিনী উপাদানের বাইরে। নন্দিনী উপাদানের বাইরে

কারণ সে অন্যদের মতো নয়। সে তার পাঠ শিখেছে, “পৃথিবীর সবুজ আনন্দ” অনুভব করেছে—

যেদিন আমাকে তোমার ভাঙারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হইনি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ওই হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত। আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?*

রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদী মানবসভ্যতার দানবীয় রূপকে কটাক্ষ করেছেন। নন্দিনী চরিত্রটি প্রকৃতির রূপক মাত্র নন্দিনী সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রীতির তত্ত্ব উৎসরিত হয়েছে।

“মানুষের ধর্ম” (১৯২২) প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন চামড়ার বাঁধাই এবং শিরোনাম-পৃষ্ঠা বইয়েরই অংশ, এবং এই বিশ্ব যা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় এবং মন এবং জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করি তা আমাদের নিজেদের সাথে গভীরভাবে এক। তার ইকোলজিক্যাল কসমোপলিটানিজমের ক্ষেত্রে তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থকেও ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি এমন একটি সমাজের কল্পনা করেছিলেন যেখানে প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী বা অজীব বস্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হবে না, পরস্পর অঙ্গীভূত হবে :

তাঁর এক-চতুর্থাংশ আছে জীবজগতে, তাঁর বাকি বৃহৎ অংশ উর্ধ্ব অমৃতরূপে। মানুষ যেদিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতিকে, প্রত্যক্ষকে, অতিক্রম করে সত্য সেইদিকে সে মৃত্যুহীন; সেইদিকে তার তপস্যা শ্রেষ্ঠকে আবিষ্কার করে। সেই দিক আছে তার অন্তরে, যেখান থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করে, রূপদান করে সকলের আনন্দকে। (“মানুষের ধর্ম”)^{১০}

রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি আত্মপ্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রকৃতি ও আত্মপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বিশ্বপ্রকৃতির প্রকাশ মাত্র। অর্থাৎ মানবজগত ও প্রকৃতির মধ্যে যে দূরত্ব দৃশ্যমান তা বিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। আত্মচেতনা বিশ্বচেতনার থেকে নির্গত বিচ্ছুরণ যা আলোর মতো বাতাসের মতো সর্বব্যাপী আর এই বিশ্ব চেতনার আরেকটি অতি মূল্যবান সম্পদ প্রকৃতি তাই মানবসমাজ প্রকৃতির থেকে আলাদা নয়। চেতনায় মানবপ্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে সম্পৃক্ত। রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতিপ্রেম মহাজাগতিক।

তথ্যসূত্র ও টীকা :

- ১। Garrard, Greg. *Ecocriticism*. Routledge, 2012. Page-02.
- ২। Nichols, Ashton. *Beyond Romantic Ecocriticism : toward Urbanatural Roosting*. Palgrave Macmillan, 2011. Page-02.
- ৩। Williams, Joy. *Ill Nature : Rants and Reflections of Humanity and Other Animals : Meditations on Humanity and Other Animals*. Lyons Press, 2001. Page-09.
- ৪। Wolfe, Cary. *What is Posthumanism ?* University of Minnesota Press, 2010. Page-47.
- ৫। Rangarajan, Swarnalatha. *Eco-Criticism : Big Ideas and Practical Strategies*, edited by Scott Slovic. Orient Blackswan, 2018.
- ৬। 'বলাই', রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী (চতুর্বিংশ খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পাতা-২২৫।
- ৭। 'বলাই', রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী (চতুর্বিংশ খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পাতা-২২৩।
- ৮। 'অরণ্যদেবতা', রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তবিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৭৪, পাতা-৫৪৭।
- ৯। 'রক্তকরবী', রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পাতা-৩৫০।
- ১০। 'মানুষের ধর্ম', রবীন্দ্র রচনাবলী (বিংশ খণ্ড), ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পাতা-৩৭৪।

লেখক পরিচিতি : ড. সৌরভকুমার নাগ, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি সাহিত্য বিভাগ, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি।

ISSN : 0975-1386

Wesleyan Journal of Research

Vol. 14 (June, 2021)



Bankura Christian College

Bankura, West Bengal, India

June, 2021

Contents

ARTS :	<u>Pages</u>
1. Culture of Evolution and Oral Tradition : Preserving the Ethnospace of Bankura – Purulia Nibedita Mukherjee	9–20
2. A Comparative Study on impact of 'Kanyashree Prakalpa' in Urban and Rural Sector Schools of Bankura District, West Bengal: Attitude Alteration for Educational Advancement Moumita Dutta, Sujata Bhowmik Ganguly, Adrija Tripathy and Prof. Debidas Ghosh	21–38
3. Famines in 19th Century Bankura: Underlying Causes for Distress of Marginal People Subhasish Chakrabarty	39–53
4. Education and Income: A Case Study on the West Bengal with a Special Reference to Mejia Block of Bankura District Avisek Sen	54–69
5. Santali Marriage : A brief Ethnographic study Pranab Hazra	70–78
6. "These are fragments I have shored against my ruins": Technology, Love, and the Anxieties of Empire in T.S Eliot's <i>The Waste Land</i> Shrestha Chatterjee	79–91
7. Dewitching the Voodoo: Mahasweta Devi's Bayen and the Voice of the Margin Sourav Kumar Nag	92–100

Dewitching the Voodoo: Mahasweta Devi's *Bayen* and the Voice of the Margin

Sourav Kumar Nag

Abstract : Even in the 21st century, in many parts of the world old women, mostly widows, live in fear of being labelled as witches and killed if any calamitous incident follows. The most recent statistical report of the Government of India shows that 119 people were killed in 2012 for their alleged involvement in witchery. A report published in the *Scientific Americans* revealed that 2,500 Indians have been ostracised, tortured and killed in such hunts between 2000 and 2016, according to India's National Crime Records Bureau. The actual numbers of the victims are higher than the reported ones. My paper probes into the grim politics of witch hunting in India with special reference to Mahasweta Devi's *Bayen*. In her play *Bayen*, Mahasweta Devi dramatizes the marginalization of a helpless mother, namely, Chandidasi as a 'Bayen,' a colloquial term for 'witch', and her final restoration to society. Chandi was ghettoized as a Pariah. She was forced to live alone till her son Bhagirath restored her to her former socio-cultural space. My paper deals with the heterotopic spaces of the tabooed voodooist culture and probes deep into the politics involved in witch hunt in India. Besides, it deals with the humanist aspects of Mahasweta Devi's play that celebrates the triumph of humanity at the end.

Keywords : Voodoo, Witchery, Patriarchy, Bayen

'...this is certain, that such deform'd Devil-like Creatures, most of those we call Hags and Witches, are in their Shapes and Aspects, and that they give out their Sentences and frightful Messages with an Air of Revenge for some Injury receiv'd; for Witches are fam'd chiefly for doing Mischief' (198).

Daniel Defoe, *The Political History of the Devil* (1726)

'Like Jane, Maggie has the option of angelic innocence, which leads to death, or "witchlike" self-preservation, which leads to social rejection (125).'

Elaine Showalter, *A Literature of Their Own* (1977)

Once upon a time there was a king who had married seven queens. The youngest queen gave birth to seven sons and a daughter. The childless elder queens grew jealous and killed the babies, buried them in a garbage heap. They kept some puppies and kittens instead. The foolish king banished the youngest queen fearing her to be a witch. But lo! Seven champak trees and one Parul trees grew out of the garbage heap where the babies were buried. When the jealous queens tried to pluck the flowers from the trees, the flowers moved away. The flowers demanded that the banished queen be brought back. When the banished queen plucked the flowers, a boy emerged from each Champak and a girl from the Parul flower. They were reunited happily.

This outline from Dakshniaranjan's satchel of fairy tales *Thakurmar Jhuli* culminates in the happy dissolution of allegations of sorcery against the youngest queen of the unwise and credulous king. The tale allegorizes the centuries of political discourse of stereotyping woman either as a goddess or a witch. The tales of old women burned alive on the charge of practicing witchcraft still steal the headlines even in the so-called civilized society of the 21st century. In *The Changing Status of Women in West Bengal, 1970-2000 : The Challenge Ahead* (2005) the editors Jasodhara Bagchi and Sarmishta Dutta Gupta focused on the grim scenario of Bengal. They report that between 1951 and 1979, 96 witch-killing took place in Malda alone. Witch hunt killed a total of 21 in between the years 1996 and 1999 in the many districts of West Bengal such as Burdwan, Jalpaiguri, Purulia, Darjeeling and Bankura. An old woman was killed in Bankura in 1999, and six were killed in Purulia on the charge of practicing sorcery. In 1999 four in Bardhaman only and five in Uttar Dinajpur were killed for the selfsame reason (Bagchi and Dutta 140-1). In 2012 another tragic incident followed. In the early hours of October 17, in the states Paschim

Midnapur district three women were convicted for allegedly practicing witchcraft by a kangaroo court held by the villagers. Paschim Banga Vigyan Mancha, one of the largest science organizations declared that they would make it a convention to campaign against such superstitions of witch hunting involving some of the tribal people.



Photo courtesy- Indiatimes.com

The marginalization of women as witch, wicca, pori, dayini etc. is found all over the world. The 'witch' and the 'goddess' are the two interpellated identities that denote the extremes of good and evil in women. Being a witch is to be powerful and free from the socio-cultural restraints. Heidi Breuer in *Crafting the Witch: Gendering Magic in Medieval and Early Modern England* (2009) shared her own experience of how the mere Halloween costumes roused her desires to play the bad witch. What she asserted is that witchery is a social label of power and freedom and the label of evil witch is better than the good one since it can easily defy the social, cultural and religious norms:

In my childhood game-playing, I accessed magic through the world of the literary, the imaginary. My appropriation of a magical identity was dependent upon the social representation of a particular figure, the witch. When I identified myself as a magic-user, playing myself in world transformed by imagination, I wanted to be "good," to remain within acceptable social standards even as I

fantasized about having power over them. But when I wore the costume, transforming myself into an alternate persona, I wanted to be "bad," to play the role of the deviant, the acknowledged villain, to flout the Christian morality I grew up with in a safe social space (Breuer 07).

In India 'daayan' or 'daayini' is used to denote a female supernatural being. Originally these two terms referred to a female devotee (Dakini) of goddess Kali. Dakini appeared in various Hindi legends and myths such as in *Bhagavata Purana*, *Brahma Purana*, *Markandeya Purana* and *Kathasaritsagara* by Somadeva. It is curious that the label Daayan came to be applied to the women only. The supernatural was quite naturalized in a patriarchal context. In Harangul, Maharashtra, a secret society called 'dayaan' came into existence in the fifteenth century. In many parts of India, it is believed that the women who die during childbirth become 'dayaan.' Witch hunt is the outcome of deep-rooted misogyny, patriarchal exploitation and illiteracy. Women are often accused of sorcery and held responsible for agricultural failure, deaths or outbreak of diseases.

Mahasweta Devi's miniature play *Bayen* focuses on the plight of Chandidasi who has been condemned to leave society for allegedly practicing witchcraft. Devi dramatizes the sufferings of Chandidasi who is ghettoized in a male dominated society and her happy restoration by her son Bhagirath. But before we delve deep into the play, let us move back into the past to discover the genealogies of the so-called witches.

Witchcraft known as the craft of the wise originated in the West long before Christianity. It is from the fifth to the seventh centuries that witchcraft was heavily condemned as a diabolical act probably for its perceived threats against the Christianity. To the pagans the witches were wise women who were supposed to work with herbs and other aromatic substances for treating diseases, cast spell and applied elixir to change appearance. One notable example is Circe in Homer's *Odyssey*. Circe turned many of Odysseus' crew into swine and it was only after the intervention of the god Hermes that Circe's magical spell was broken

(Odyssey, X. 242-307). Witchcraft as a negative art was deliberately fabricated during the Renaissance in Britain. Many painters and engravers made hideous and seductive portraits and engravings of the witches. Engravers like Albrecht Dürer, a German artist crafted engravings and portraits of the witches as harmful women engaged in diabolical acts. In Dürer's painting *The Four Witches* (1497) four naked young women are standing in a circle. Interestingly they look more like seductresses than sorceress.

Besides the familiar portrayal of the witches as young nymphomaniac women, there exists another group, the old witch. Old gaunt women were portrayed to represent the witches. The images of old ugly looking women with a curved nose and cone shaped caps on their heads are sundry in the European literature. In the European fantasy witches are represented as wicked women flying on the broomsticks, winged monkeys or chasing Tin Woddman of Oz, or as Muriel of "Hansel and Gretel" getting ready for eating the candy fattened children or as the Wicked Witch of the West ruling malevolently the kingdom of the Winkie Country. In *Macbeth*, the witches are called the 'weird sisters' because they are supposed to be the emissaries of fate. The construction of the witches in the play as in-between creatures- neither as male or female is a manifestation of the Jacobean fantasy that the witches inhabit the threshold- the liminal (Turner) space that is neither here nor there:

So withered and so wild in their attire,
That look not like th' inhabitants o'th' earth,
And yet are on't? - Live you, or are you aught
That man may question? (Shakespeare 1.3.38-41).

The expression 'man may question' is interesting. Did Shakespeare mean male or any human being by the ambiguous word 'man?' Is the identity of the witches beyond the human comprehensibility or is it a patriarchal interpellation?

The witch archetype abounds in myths, fairy tales, children's literature, movies, video games and other forms of art all over the world.

A few naughty and yet generous witches may be mentioned such as the good White Witch in *The Chronicles of Narnia* (2008), the witches of Hogwart School in the *Harry Potter Series* (2001-2011) or the good witch who helped the Princess Merida in *Brave* (2012). Apart from these benevolent, generous witches, there are sundry bad women who are not so kind such as the Wicked Witch of the West who brought poisonous apples for Snow White, Hecate and the Weird Sisters in Greek Mythology, Baba Yaga in the Russian folktales as identified by Vladimir Propp, Brujo in the Phillipines, and Okabe in Japan. Witchcraft was born within the human civilization itself. The fear of the unknown forced man to worship nature. Originally the so-called witches were worshippers of nature. They framed an alternative creed that glorified nature as the primary force and not deified human beings unlike the so-called institutionalized religions.

Evidently, the stereotyping of women as witches is not confined to a particular place or culture. In almost every culture the witch exists as an archetypal conception of the evil and power. Perhaps, it is time to focus on the 'witch archetype' in order to go to the roots of the menace of the witch hunting and find an effective solution. Etymologically the word witch is derived from Old English 'wicce' meaning female magician. 'Wicce' may have a connection with the Gothic 'weihs' meaning 'holy.' During the reign of King Alfred witchcraft referred to woman's craft and those women were not allowed to live among the West Saxons. Originally, the term 'witch' did not bear negative connotations. Witch was a sort of tarpaulin term referring to the herbalists, midwives, astrologers and spirit healers. The Pagan rituals co-existed with the Catholic nomenclatures in the Medieval Europe. Perhaps it was the fear of the growing power of the so-called witches that led to the scandal mongering. During that time painters and carvers like Hans Baldung did sensual paintings of death and the maiden. The evilness of women were sold with obscene portrayal of their nakedness. In the late 17th century the witch hunt craze infected America and the Salem witch trials took place in Massachusetts during

which more than twenty people, mostly women were convicted of practicing witchcraft and executed by hanging. Ipsita Roy Chakraverti, a Kolkata based Wiccan contends that witchcraft denotes the empowerment of the women. In India the primitive witches known as 'dakini' had a reputation similar to that of 'yogini'. In India there are sundry Yogini temples.

Let me consider Mahasweta Devi's *Bayen*, a play that deals with the stereotyping of an old woman as a Bayen and her rehabilitation. Devi's *Bayen* was staged in 1976-77 for the first time. The play dramatizes the sufferings of Chandidasi who represents thousands of village women who fell scapegoat to patriarchal vendetta. She was condemned as a Bayen - an extraordinary witch who brought about the death of young children by exorcising evil. She was also condemned guilty of breast feeding dead children. She was exiled from her home and was made to breathe by some railway track. The villagers believed that a Bayen can inflict evil and disturb the course of fate by only looking at others. Hence a canister was tied to her with string so that her presence might be heard easily. The play opens with Chandidasi entering the stage against the background music of a lullaby:

She looks despondent, at the end of her tether, dragging her reluctant feet like some condemned ghost debarred entry into human society. She draws in with her a string with canister tied to its end rattling and clanging along the floor. (75)

The villagers leave a small hamper of food every Saturday near her door step. They believe that a Bayen must not eat much. Chandidasi's husband believes it all and prevents Chandidasi from meeting her only son. Bhagirath, Chandidasi's son is ignorant of the fact that Bayen is a real woman and his mother. Malinder revealed later in the play that the bayen was his mother- a real woman. Bhagirath ignored the imaginary threats and visited his mother. It was Bhagirath who proved that Chandidasi was just a common woman, a mother like

any other mother and she was not a Bayen. The play ends with the happy rehabilitation of Chandidasi. The play teaches us two important things - first, if the death of a so-called witch is deadly, then people are afraid of killing her, and secondly, all men are not patriarchs.

Interestingly, Mahasweta Devi's play binds the grim story of Chandidasi with a happy note as she is rehabilitated at the end. Let me call this process '*de-witching*.' Now it is time to de-witch the so-called markers of injustice and exploitation. Witch hunt is not a well individualized superstition isolated from the panopticon of patriarchy. It is argued that the patriarchal world seems to have always been afraid of this classic archetype of feminine power. But the fact is that the witch archetype is one of the oldest archetypes of human civilization. Synonyms for 'witch' include derogatory terms. Words we associate with the witch include sorceress, enchantress, vixen, gypsy, and hellcat. Besides, in the European imagination young women as witches have always been a popular representation. The young witch is first and foremost a sensual, sexual creature, her power centered directly in her femininity. She is beautiful, self-assured and powerful. She knows how to "bewitch" and seduce men. Evidently, strategies involved in the blame game closely resemble the designs of the capitalist exploitation. In many metaphorical ways witch hunt surfaces in the present postmodern society. It is a game of power in which the weak is stereotyped by the powerful for the possible nullification of his growing power. It is a label imposed on those whose rise threatens those who have hitherto ruled the power grid. One may also recall Roger Bacon who was considered a wizard by many during his life time and was believed to have a fabled brazen head. It is more a question of power than gender that resulted in this social mishap. To label is to insult. The evil practice of labelling women as witches is a political and ideological act of representation. A patriarchal way of stamping them as a taboo, an abjection (Kristeva).

The only probable solution to 'dewitch' may be found in our

ancient rituals. It is high time that we uphold the indigenous rituals and strengthen the women. In the *Atharva Veda* that abounds in Tantric rituals and instructions related to the Tantric practices, those rituals are denounced as *Dushkarma* or *Abhicharam*. The abuse of the Hindu puranas for the justification of witch hunt is intolerable. Presently, various laws have been made in several states of India to stop the evil practice of witch hunt, for example, Rajasthan state government passed a law banning witch hunt in 2015. In Assam, a witch hunt prohibition bill was passed to prevent the menace. The root cause of witch hunt is poverty and illiteracy. Anandi, an NGO, is working successfully in Gujarat to protect women from gender discrimination, exploitation and marginalization. The process of de-witching has started, though we are yet to be completely free from the evil.

Works Cited

- Bagchi, Jasodhara, and Sarmishta Dutta Gupta, eds. *The Changing Status of Women in West Bengal, 1970-2000: The Challenge Ahead*. Sage Publications India Pvt., 2005.
- Breuer, Heidi. *Crafting the Witch: Gendering Magic in Medieval and Early Modern England*. Routledge, 2009.
- Defoe, Daniel. *History of the Devil: Ancient & Modern, in Two Parts*. Rowman and Littlefield, 1972.
- Devi, Mahasweta. *Five Plays*. Cambridge UP, 1999.
- Dürer, Albrecht. The Four Witches. Digital image. The Four Witches. N.p., 25 Aug. 2015. Web. 05 Jan. 2016.
- Showalter, Elaine, and Charlotte Bronte. *A Literature of Their Own*. Univ. Pr., 1977.

KALĀ

The Journal of Indian Art History Congress

Certificate of Publication

Certificate of publication for the article titled:

**THE CONCEPT OF MOKSHA (LIBERATION) WITH SPECIAL
REFERENCE TO GAUDAPADA AND SHANKARA**

Authored by

MONIKA SINGHA

State Aided College Teacher, Dept. of Philosophy

Volume No. **27** No.1(XI) : **2021**

in

KALĀ : Journal of Indian Art History Congress

Impact Factor = 6.125


Editor:



CERTIFICATE OF PUBLICATION

This is to Certify that the Paper Entitled
THE IMPACT OF NAVYA-NYAYA ON MADHVA VEDANTA: A CRITICAL STUDY

Authored by
Monika Singha
State Aided College Teacher, Dept. of Philosophy

Vol. 11 Issue. 03 No.01 Month **March** Year. **2021**

Has been published in

Dogo Rangsang Research Journal

Impact Factor : 7.12



KALĀ

The Journal of Indian Art History Congress

Certificate of Publication

Certificate of publication for the article titled:

A CRITICAL STUDY OF LOCKE'S THEORY OF IDEAS

Authored by

Monika Singha


State Aided College Teacher, Dept. of Philosophy

Volume No. **27** No.1(XII) : **2021**

in

KALĀ : Journal of Indian Art History Congress

Impact Factor = 6.125



Editor:

Kala Journal



ज्ञान विज्ञान विमुक्तये

UGC

University Grants Commission

Approved Journal



International Journal of Academic Research and Development

Indexed Journal, Refereed Journal, Peer Reviewed Journal

ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22

Publication Certificate

This certificate confirms that "**Monika Singha**" has published article titled "**After the carvakas the materialism in India: A critical analysis**".

Details of Published Article as follow:

Volume : **6**
Issue : **3**
Year : **2021**
Page Number : **40-42**
Certificate No. : **6-3-19**
Date : **16-06-2021**



Nilesh

Regards

International Journal of Academic Research and Development

www.academicjournal.in

Email: ijard.article@gmail.com



SAMSAPTAK সংশ্লিষ্ট
A Bengali Peer-Reviewed & Refereed Journal

ISSN: 2454-4884



অষ্টম বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা

জুন - ২০২৩

সংশ্লিষ্ট

বিশেষ সংখ্যা

ভারোৎসর্গকর বাল্যগার্ধ্যায়

এবং

অন্যান্য প্রবন্ধ



সম্পাদক
উত্তম দাস

2022



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

Language Efficiency of English Among Primary School Students in Relation to Residence and Role of Teachers

Asim Kumar Betal, Research Scholar,

The University Department of English, Lalit Narayan Mithila University, Bihar.

Pratibha Gupta, Professor of English,

The University Department of English, Lalit Narayan Mithila University, Bihar.

Abstract- Knowledge of English now a days become the symbol of power, position and paise. So, most of all parents need their children to be equipped with the English language. Language is such a subject where students are acquiring form the very beginning of their age. Every child learns their L1 or mother tongue in a normal way of learning without giving effort. Cognitive and meta cognitive efforts do not need to acquire mother tongue. On the other-hand second language may learn only with the help of L1. So, here parents, society, school, curriculum, books, classroom atmosphere all are responsible here.

The present study investigates the efficiency, efficacy and proficiency may vary in relation to area of students; residence and role of teachers in a school. A sample of 200 students, 40 teachers and 20 schools (10 rural schools and 10 urban schools) have been taken for selection randomly in the state of West Bengal. The study revealed the result that the significance difference had been noticed among the learners-students of urban and rural school students. It was also found that the role of teachers was also responsible in building learners' efficacy in language learning in ESL.

Key words- English language, Skills, Efficacy, Residence, West Bengal, Teachers, ESL, ELT.

‘এবং মহুয়া’ – বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-I 2021) অনুমোদিত তালিকার
অন্তর্ভুক্ত। ২০১১ সালে প্রকাশিত ১৬ পৃ. তালিকার (৩১৯টির মধ্যে) ৩ পৃ. ৬০নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪ তম বর্ষ, ১৪৪ সংখ্যা, জানুয়ারী, ২০২২

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুয়াচক, মেদিনীপুর, প. বঙ্গ।

মানভূমের বৌদ্ধপীঠ

ড. চৈতালী মাণ্ডি

আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারত নেপাল সীমান্ত এলাকার এক গ্রামে এক শিশুর জন্ম হয়। তার কপালে ছিল রাজটীকা। রাজার দুলাল যুদ্ধ বিজয়ের বদলে বেছে নিলেন ধর্ম বিজয়ের পথ। রক্তাক্ত অধ্যায়ের বদলে রাজ কুমার চলেছেন- জ্বর-ব্যধি-মৃত্যুর শোকতাপ জর্জরিত মানুষের হৃদয়ে শান্তির বারি সিঞ্জন করতে। অশ্ববাহিত রথ নয় হীরক খচিত পাদুকা নয় নিরাবরণ চরণ যুগলে চললেন অহিংসার বাণী ছড়িয়ে দিতে। হেঁটে চললেন হাজার হাজার মাইল। আশি বছর পর্যন্ত হেঁটে ছিলেন বনজঙ্গল, রাজধানী, রাজপথ, পাহাড়, নদী, গিরি-কন্দর, মরুতুষার পথ ভেদ করে। তথাগত বুদ্ধ জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় ব্যয় করেছেন পদব্রজে। পথ পরিক্রমায় চলে এসেছেন বাংলার সীমান্ত মগধ পর্যন্ত।

কথিত আছে কিংবদন্তী তথাগত বাংলাদেশ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন, যদিও তার ঐতিহাসিক প্রমাণ তথ্যাদি নেই। তাই প্রশ্ন জাগে, সত্যি কি বাংলাদেশে তাঁর পবিত্র চরণ যুগলের পদচিহ্ন পড়েছিল? বৌদ্ধধর্ম সাহিত্য এবং ধর্ম প্রচারের পরিভ্রমণ সূচীর কোথাও বাংলার উল্লেখ নেই। মহাপরি নিবাণের অব্যবহিত পরে বা শত সহস্র বছর পরে যে কয়েকটি বৌদ্ধ মহাসঙ্গীত এর বিবরণ মেলে তাতে বাংলার কোন প্রতিনিধির নাম বা উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তবে বুদ্ধদেবের অনুগামী বৌদ্ধভিক্ষুরা এসেছিলেন বাংলাদেশে। মগধ হয়ে বাংলার সীমান্ত এলাকা রাড় বঙ্গে, এসেছিলেন বৌদ্ধভিক্ষুর দল নদী পথে। বুদ্ধগয়া পাটলিপুত্র নালন্দা রাজগীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন ধর্ম প্রচারের জন্য। নালন্দা-রাজগীর থেকে মগধের প্রান্তসীমা এবং দামোদর নদ পেরিয়ে ঝরিয়া তৈলকুপী (বর্তমান তৈলকুপী) হয়ে পুরুলিয়ার বলরামপরে-বান্দোয়ান হয়ে কলিঙ্গ যাবার একটি সুপ্রাচীন পথের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পথ ধরেই জৈন শ্রমণ গণ ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এসেছিলেন স্বয়ং মহাবীর। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রসার নিয়ে ঐতিহাসিকদের নানা মতকে প্রাধান্য দিলেও আমরা বুদ্ধপুরকে বৌদ্ধবিহার কিম্বা বৌদ্ধ পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সক্ষম হইনি। এবিষয়ে রাড় গবেষণার প্রাণ পুরুষ ডঃ মানিকলাল সিংহের একটি মতকে স্বীকার করতেই হয়। তিনি তার

‘এবং মহায়া’-বিখবিন্দালয়মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-2022, In
Arts & Humanities Group sl. no. 79 page 32/106, In Indian Language
sl. no. 226 page 95/106) অনুমোদিত তনিকার অভর্ভুত।

এবং মহায়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪ তম বর্ষ, ১৪৫ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ২০২২

সম্পাদক

ডা. মাদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

‘রায়ত-জাগরণ’ – শরৎ সাহিত্যে


ড. চৈতালী মান্ডি

বিশ শতকের প্রথম দিকে খরা পীড়িত গ্রাম বাংলার পটভূমিতে রচিত হয়েছে অপরাধের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সব অমর সৃষ্টি – শরৎ সাহিত্য। আজকের দিনের মত তখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা স্যাটেলাইট নির্ভর আগাম ভবিষ্যৎবাণী কৃষিপ্রধান গ্রাম বাংলার কৃষকদের কাছে ছিলনা। বৃষ্টিপাত ও খরার আগাম সতর্কতা তাদের কাছে অধরা ছিল। খরা ও বন্যার করাল গ্রাসের ক্ষতিকর প্রভাব তৎকালীন সমাজে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করত। তখন এতো সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়নি এবং নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধারে জল ধরে রাখা ও কৃষিকাজে সেই জল ব্যবহারের প্রচলনও হয়নি, ফলে প্রখর গ্রীষ্মের সময় জলের অপ্রতুলতা তাদের জীবনে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করত, আবার প্রবল বন্যা তাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে নেমে আসত, ফলে শ্রমজীবী মানুষ, রায়ত ও কৃষকদের অবস্থা হত অত্যন্ত সঙ্গীন। বুড়ুকু নিরন্ন মানুষ তখন অসহায় হয়ে আত্মমর্ষাদাকে বিসর্জন দিয়ে নিজেদের জীবন রক্ষার তাগিদে বিকিয়ে যেতো এক নতুন শ্রেণীর কাছে – জমিদার শ্রেণীর কাছে।


জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের পর থেকে বাংলার জমিদার, নায়েব, গোমস্তা এবং সামন্ত-শ্রেণীর লোভের আশুনে যাঁরা আত্মাছতি দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের চরিত্র শরৎচন্দ্র প্রগাঢ় সহানুভূতি ও গভীর মমত্ববোধের সঙ্গে এঁকেছেন এবং তাঁদেরকে মানব-স্বভাবের বিশিষ্ট গুণের আধার করে গড়ে তুলেছেন। কৃষক - রায়ত - প্রজাদের মধ্যে সংগ্রামের অভাব লক্ষ্য করে সমাজের মাটি ও মানুষের নিবিড় সানিধ্যে থাকা শরৎ বাবুর কলম ঝলসে উঠেছিলো তাদের জন্য, যাদের হয়ে অভাব - অভিযোগ জানানোর কেউই ছিল না – সেই বঞ্চিত, নিপীড়িতরাই তাঁকে পাঠালো তাদের হয়ে কথা বলতে – রায়ত, কৃষক, প্রজাদের প্রতি আর্বণীয় অত্যাচার, অবিচারের কথা ফুটে উঠল তাঁর গল্পে, উপন্যাসে। তিনি দেখেছিলেন রায়ত-কৃষক-প্রজাদের মধ্যে শোষণ-পীড়নজনিত প্রচণ্ড বিক্ষোভ রয়েছে, কিন্তু প্রতিকারে-প্রতিরোধে তাঁরা সচেষ্ট নন। তাঁরা অর্বণীয় দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলেও তাঁদের জীবনে প্রাণস্পন্দনের একান্তই অভাব। প্রাণের তাগিদে তাঁরা প্রতিবাদে মুখর হন না, প্রতিকারে দৃপ্ত হন না। সংগ্রামী চেতনায় তাঁরা উদ্দীপ্ত নন। এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর

Indian EFL Teachers' Reflections on Sudden E-Adoption vis-a-vis COVID-19

Amab Kundu, Bankura University, West Bengal, India*

 <https://orcid.org/0000-0002-7169-7189>

Asim Kumar Betal, Lalit Narayan Mithila University, Bihar, India

 <https://orcid.org/0000-0003-2000-0369>

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a mammoth impact on all spheres of human life—social, cultural, mental, and academic—to different degrees. The current study reports the authors' reflection on the Indian EFL (English as a foreign language) teachers' pedagogical challenges and opportunities on a sudden shift towards OTL (online teaching-learning). The qualitative method used here is a content analysis of narrative representations from 50 EFL teachers working in different schools and colleges/universities referring to their experiences on this unforeseen teaching situation and suggestions for improvement. In-depth analysis revealed teachers' concerns over technical problems, lack of resources, learner motivation, and participation in addition to online assessment. Amidst these limitations, the participants tried to cope with this sudden shift with resilience and often with impromptu solutions—planning, access to digital equipment, collaboration, and school policy—for improving OTL.

KEYWORDS

Challenges, COVID-19, EFL, ELT, India, Opportunities, OTL

INTRODUCTION

India is a huge country and is globally known for its ethnic and linguistic diversities. Despite having hundreds of regional languages, English has been evolving as the lingua franca for inter-state or intra-state communications that bring EFL (English as Foreign Language) teaching-learning to the core curriculum in all grades starting from primary to the tertiary levels. But the pandemic outbreak of COVID-19 has made educational principles shift from proximity to distance, from presence to remoteness, from traditional methods to increased digitization through language apps, virtual tutoring, video conferencing tools, or online learning software (Kundu & Bej, 2021a). This move to online teaching and learning (OTL) has been unprecedented yet unavoidable to most EFL teachers.

DOI: 10.4018/IJTD.317114

*Corresponding Author

This article published as an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) which permits unrestricted use, distribution, and production in any medium, provided the author of the original work and original publication source are properly credited.

Against this backdrop it would be worth assessing the performances of the Indian EFL teachers during COVID-19, the biggest existential crisis the human race has ever faced. How did they respond to this exigency? How was their preparation? How did they continue their teaching during the prolonged school closure? What challenges did they face? What lessons they have learned therefrom? What should be possible preparations for enhanced resilience to face such calamities in the future? Based on these basic questions, the current study aimed at presenting a new teaching perspective comparing challenges and opportunities regarding OTL during the pandemic, thereby helping the smooth transition to digital pedagogy by analyzing teachers' first-hand narratives and responses.

LITERATURE REVIEW

New technologies are assimilated into the academic world profusely to aid the process of learning in many fields including English language teaching (ELT). Technology has the proven potential to improve student motivation, engagement, and achievement thereby helping them to grow up to their potential. EFL teaching-learning can be enhanced with technology incorporation capable of giving new dimensions to create language learning, especially during critical situations (Patil, 2020). Microsoft PowerPoint presentations are demonstrated to have a significant role in the improvement of EFL learners' vocabulary (Mahmoudzadeh, 2014). Bruff et al. (2013) said the integration of both face-to-face interaction (offline) and online materials has shown great implications for learners as they found it to be useful.

Bonner & Reinders (2018) found another benefit of new technologies in ELT that is encouraging learners to actively take part in (co)-constructing their learning environment. These studies made their observations during normal situation but how technology has been used by the EFL teachers during the pandemic?

Like other courses of study, EFL teaching-learning had also been technology leaned during pandemic across the globe. Several past studies investigated teachers' and students' experiences on this sudden transition to remote/online teaching-learning in the pandemic. Khatoony & Nezhammehr (2020) found the implementation of technology has provided significant opportunities for EFL teachers to adopt online applications and instruments to enhance learners' proficiency in complicated COVID-19 conditions. Howard et al. (2021) found there were differences in teachers' perceptions about online teaching depending on the resources they had and the institutional support they received. Cutri et al. (2020) investigated readiness for online teaching during the pandemic and found that although some areas needed attention such as assessment, they were willing to transform their teaching to online and enrich their knowledge by sharing with their learners. One of the main factors determining teachers' readiness and competencies was their prior experience and training (Moser et al, 2021).

Mahyoob (2020) explored that the participants were not satisfied with online learning due to technical problems leading to poor performance in language learning. Bataineh et al. (2021) found learners faced technical problems and issues with the design of online activities, leading to dissatisfaction with distance learning. These technical issues are mainly related to poor internet connections (Mayrink et al. 2021), lack of hardware and software (Kaur & Aziz, 2020), and lack of technological equipment (Sayuti et al. 2020), problems of online assessment (Freddi, 2021), lack of social activities (Schmied, 2021), and technical inadequacy leading to problems with internet connection (Mayrink et al., 2021), and these led to problems in practice, which is crucial in interacting with other speakers (Mercan Uzun et al., 2021). All these limitations led to problems in having synchronous classes (Kundu, Bej, & Dey, 2021).

Rajat et al. (2020) found that although there were concerns about communication, assessment, and technological tools, most participants indicated the positive impact of this transition from face-to-face to online mode. Adedoyin and Soykan (2020) pointed out the main opportunity provided by OTL was the flexibility provided to both teachers and learners in terms of place and time to follow the online activities provided that stakeholders have the necessary devices and recourses. Ramadani and

Xhaferi (2020) stated that learners' engagement can be achieved in online learning in various ways using different materials and tools, such as slide or online game-like activities. Research also shows that teachers have found new ways to provide extra practice in language skills using social media and other applications such as Messenger or WhatsApp (Fauzi & Angkasawati, 2019).

RESEARCH OBJECTIVE

The previous section revealed the challenges across the globe with few silver linings for improvement as well. COVID-19 destroyed the traditional teaching formats for a time being. Teachers have been forced to introduce, very often provisional solutions to, the existing situation within a very short time, often on the individual level and without systemic support (Kundu & Bej, 2021). The adjustments to the new conditions concern not only the way of teaching but also its content. Almost every country and its academic system got affected by this hard time and the effect had been more acute in developing countries like India since these countries were already at the frills in respect of e-education and needed e-infrastructure – device, skill, and attitude. Now, a probe into e-intrusion in Indian EFL teaching during COVID-19 pandemic will help to answer a lot of questions regarding the improvement of OTL infrastructure at the same time structuring a resilient system to defend against any such future calamities.

A person-in-context approach has been followed for understanding EFL teaching challenges in the pandemic. More specifically, the qualitative study presented here seeks to investigate not only the effects of COVID-19 on EFL teaching from a multicultural perspective but also analyses the individual person-situation factors such as teaching context and available resources affecting the teaching environment. To achieve this objective, the study sought to find answers to the following research questions:

RQ1: What problems did the EFL teachers encounter during the COVID-19 pandemic?

RQ2: What resources were available for teaching while facing the pandemic?

RQ3: What solutions were implemented to sustain in the new teaching environment?

METHODOLOGY

Sites and Participants

The participants of the study included 50 EFL teachers serving different government run educational institution in India. They represented 10 federal states (5 participant from each state- West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nadu, and Kerala) with different teaching traditions, prestige, quality, and status of EFL teaching-learning, as well as varying availability of teaching tools. The chosen states represent the whole India since before taking this purposive sampling the whole country was divided into five division- Northern, Southern, Eastern, Western, and Central. Two states from each division were selected as per researchers' will. Out of 50 teachers, 25 were from schools (both secondary or primary) and rest 25 were from higher education arena (working in different colleges and universities). They were 20 female and 30 male participants. To honor ethical standard all participants are kept anonymous and each of them has been identified with a unique code (P1 to P50) where P1 to P25 represent school teachers and P26 to P50 represent college/university teachers.

Instruments and Data Collection

The participating teachers took part in the project initiated by the authors aimed to create a collection of experience-based reflections on the opportunities and challenges of EFL teaching during the COVID-19 pandemic in India. The teachers were selected from several social media associations

like Facebook, WhatsApp, LinkedIn, etc to finally make a social media group among all the 50 participants nationwide having a common interest. Time-to-time intimations were provided to each participant. Participation in the project was purely voluntary.

Each participant was given a chance to write his views on the challenges and prospects they found in his/her respective institution in EFL teaching within maximum of 2,000 words. The narratives were all written in English and sent to any one of the two authors electronically preferably through Email or WhatsApp who made an in-depth analysis of the views/ narrations to design the findings of the survey on EFL teaching during the pandemic conducted in March-July 2021.

The methodological approach was qualitative and collected opinions intended to offer readers updates on how teachers in different contexts taught English online, indicating the challenges and opportunities faced via a series of reflections on the teachers' own experiences.

Cleland (2017) said qualitative research is very important in education as it addresses the “how” and “why” research questions and enables deeper understanding of experiences, phenomena, and context. It is especially helpful for a researcher as well because here he/she get ample scope of self-reflection (Kundu et al. 2022). It allows a researcher to ask questions that cannot be easily put into numbers to understand human experience. Getting at the everyday realities of some social phenomenon and studying important questions as they have really practiced helps collecting extended knowledge and understanding.

The qualitative data collected in this study provided insights into the teaching situation as affected by the pandemic, both in terms of officially available resources as well as individually developed solutions to the existing problems. The participants were told to put their observations on the following six points:

1. A brief self-introduction mentioning name, state, gender, and institution.
2. Description of the context.
3. Teaching resources available.
4. Challenges and issues faced while teaching English online.
5. Teachers' own solutions to these issues.
6. Opportunities and benefits of teaching online.

Data Analysis

Narrative analysis technique was used for data analysis having a dual layer of interpretation particularly developed by Johnson (2008) to understand how research participants construct stories and narratives from their personal experience.

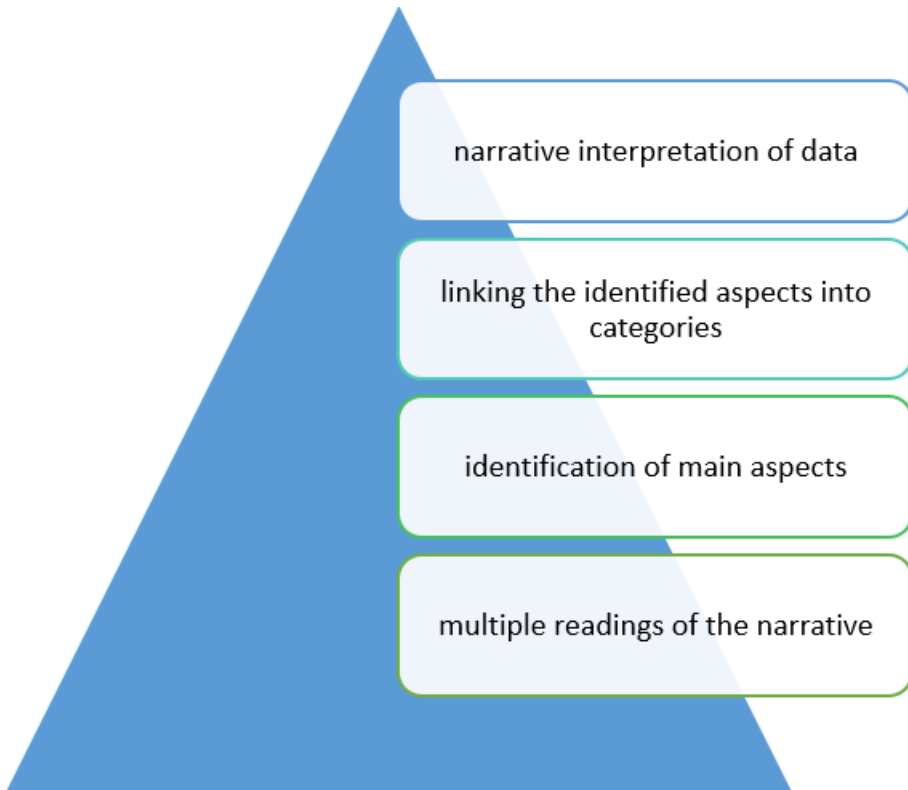
Delve and Limpaecher (2020) define narrative analysis as a genre of analytic frames whereby researchers interpret stories that are told within the context of research and/or are shared in everyday life. Researchers or Scholars who conduct this type of analysis make diverse—yet equally substantial and meaningful—interpretations and conclusions by focusing on different elements (Parcell & Baker, 2017).

Authors coded each response and arranged in three basic categories (resources, challenges, and solutions) responding to the formulated research questions. The stages involved in the data analysis are reported in Figure 1.

RESULTS

In this section, results are presented following each research question.

Figure 1. Stages of data analysis (Source: Authors)



Problems Encountered by EFL Teachers

The first research question focuses on what teaching problems the teacher-narrators encountered during COVID-19 situation and the findings are reported in Table 1.

Student-related issues. The issues were common across India comprising all academic levels. The aspect of the lack of student engagement was mentioned in 42 contributions from the 10 states. Lack of students' motivation has evolved from 37 representations of both school and college/university levels. The online classroom disturbed the interaction between teachers and learners significantly, partially through the inability to conduct individual work, skepticism among students at all levels about participating in online classes, the need to ensure student participation, and switching off cameras. Due to poor infrastructure, internet access-related problems and a lack of digital devices among learners were identified as prominent. The problems were more acute among school students in comparison to college/university students (in respect of several observations). School teachers have mentioned resistance to learning online as evident in 17 representations. Thus, the students' related issues in EFL teaching could be understandable and these were felt by the teachers more or less the same at the pan-Indian level.

Teacher-related pedagogical issues. Analysis of teachers' responses revealed 10 pedagogical issues that hampered EFL teaching including monitoring learners during teaching, dealing with a multi-level class or teaching students of multiple grade levels at a time, progress evaluation, unpreparedness of the teachers for new online pedagogy, timer management, online communication, individual teaching approach, students' interaction, and problems owing to the absence of non-verbal communications.

Table 1. Teaching challenges in pandemic

Teaching problem	States	Context (university/ school)
EFL students related issues	Received responses from	Represented in favor (No. of representations)
Lack of engagement	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (22) and College/ universities (20)
Lack of motivation	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (20) and College/ universities (17)
Initial skepticism and overt resistance to the introduction of remote teaching	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (15)
Resistance to learning online	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (14)
EFL teacher related issues		
Monitoring learners during teaching	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (21) and College/ universities (18)
Dealing with a multi-level class	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (17)
Progress evaluation	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (16)
Unpreparedness to teach in new conditions, lacking knowledge about online teaching	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (21)
Time management	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (20)
Online communication	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (18)
Lack of ability to choose a teaching methodology responding to different students' different learning styles (auditory, visual, kinesthetic, and mixed)	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (21) and College/ universities (19)
Creating an online learning context where students can interact with each other effectively.	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (24) and College/ universities (20)
Assessment	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (22)
Lack of physical contact, gestures, facial expressions	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (23) and College/ universities (18)
Technical issues		
Lack of access to digital equipment especially in rural areas	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (17) and College/ universities (11)
Poor internet connection	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (19) and College/ universities (16)
Problems with logging in	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (17) and College/ universities (14)
Switching cameras off	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (22) and College/ universities (18)

Participating EFL teachers considered pedagogical issues most challenging because these were directly affecting teaching-learning at all levels.

Not only did the use of digital tools for educational purposes (“I found it difficult to fully integrate computers in teaching some subjects, for example, Grammar”- P3) posed a difficult obstacle, but also the appropriate choice or mixture of pedagogical strategies to facilitate and increase the efficiency of

online EFL teaching, especially in terms of developing speaking skills and respecting different types of learning styles. In teacher statements from Delhi, Haryana, Gujrat, and Maharashtra, the aspect of assessment was highlighted. Moreover, a lack of physical contact strongly affected the quality and efficiency of language classes. Among other teaching-related problems there was time management during online classes (slower pace of discussing teaching material).

Technical issues. These issues include first and foremost the lack of digital devices, especially in rural areas, poor internet connectivity, log-in issues, and camera-off issues. All of these were mainly due to a lack of exposure in online operations on the part of students and teachers. (“This was altogether a new phenomenon to us and we didn’t even hear the name of WhatsApp or Google Meet”- P12). The teachers participating in the survey also pointed out technical problems which significantly hindered remote teaching, the most frequent of which were problems with a lack of knowledge of the platform, on the part of both students and teachers, problems with the speed of the internet, the lack of cameras on the part of students or their unwillingness to switch them on during classes. The availability of resources is a topic discussed in more detail in the next section of this article.

Available Resources for Teaching

The second research question was concentrated on the resources available for EFL teachers during the pandemic. For digital teaching-learning, the basic resources are device, skill, and attitude (Kundu & Bej, 2022). The investigation was done following this postulate and the collected data were analyzed in these three categories.

Referring to digital devices (the results presented in Table 2) a variety of resources have been mentioned by the participants. Again, in this case, the dichotomous variables (state, context and working field) have been introduced by analyzing the previous research question.

The majority of participants (from all ten states) used Google Meet, Zoom, Facebook, and WhatsApp for communication and conducting synchronous teaching during the pandemic and this scenario is equally pervasive in both schools and colleges/universities. Among other modes, Messenger and Emails were also used by teachers as means of asynchronous communication in a few states both schools and college/universities.

Besides, in the asynchronous context, the Google Classroom and Moodle platform was also used in few states but its use is not pervasive and limited to the higher education level only. Initially teachers were not proficient in these asynchronous communications but university training helped them get efficient. For communication with students, social media like Facebook and WhatsApp played a big role. Concerning the hardware, almost all narrators struggled with equipment problems that directly affected the learning and teaching process (both for students and teachers):

“While working from home in the lockdown, students and teachers used their Smart phones, PCs, tablets and laptops. Some students’ phones/PCs don’t have cameras and at first, they entered on-line classes without enabling video features.” (P22)

The resource shortage evolved in this study was acutely and omnipresent across the country. All narrators admitted it with a positive note and this shortage was more acute in schools rather than in colleges as evident from the opinions of few school teachers who said:

“My school arranged regular classes during this prolong school closures and we took daily classes following school routine but the most acute problem was students’ attendance in online classes which was always below 15% mark in average.” (P20)

“We want to take classes, our students also want to attend but the problem is of device, that the students often don’t have and missed the classes” (P24)

Table 2. Resources available for digital pedagogy during the pandemic

Resources	State	Context	Special remark
Digital devices	Received responses from	Represented in favor (No. of representations)	
Smartphone	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (15) and College/ universities (24)	"We have bought smartphones but one 1 out of every 10 students have a smartphone to attend classes online (P1)"
Internet	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (11) and College/ universities (24)	"We availed internet connectivity in our smartphones but most of our students didn't get a good connectivity to attend synchronous classes (P7)"
Google Meet	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (16) and College/ universities (23)	"In maximum schools classes have been going on in Google Meet (P5)"
WhatsApp	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (10) and College/ universities (24)	"I feel confident in teaching WhatsApp (P29)"
Zoom	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (09) and College/ universities (18)	"Ya! it was helpful in my teaching (P32)"
Facebook	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (20) and College/ universities (25)	"it's easy to engage students in continuous learning using Facebook(P41)"
Messenger	Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (13) and College/ universities (21)	"We used to utilize it for asynchronous communication with our students" (P13)
E-mail	Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (15) and College/ universities (22)	"This has been very popular during lockdown to contact students" (P22)
Digital book	Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (05) and College/ universities (22)	"An important alternative of books and we used to share e-books or Scanned copies of books with our students" (P33)
Google Classroom	Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (02) and College/ universities (11)	"Our university arranged and trained teachers for Google Classroom operation during teaching (P30)"
Moodle	Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (01) and College/ universities (14)	"It was a challenge for us at the begin but university authority trained us (P41)"
Skill for online teaching			
Communication skill	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (23) and College/ universities (20)	"I can't make clear and concise communication with my students online (P7)"
Technology literacy	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (23) and College/ universities (21)	"I have just learnt using smartphone but I feel problems in using applications and icons available for online teaching purposes (P11)"
Time management	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (22) and College/ universities (13)	"I tried but can't present my teaching within time (P9)"
E-assessment	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (23) and College/ universities (11)	"It is an altogether new system of assessment and we need to habituated with it (P43)"
Attitude for online teaching			
Interest	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (08) and College/ universities (15)	"I didn't find online teaching interesting rather I am waiting for good old of in-class teaching (P22)"
Commitment	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (08) and College/ universities (14)	"I tried to take my classes from a high roof of my neighbor since in my home connectivity was not good (P25)"
Constant Learning	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (05) and College/ universities (12)	"We didn't know the basics of online classes until pandemic so this question does not arise (P29)"
Adaptability	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (02) and College/ universities (08)	"I feel our old face-t-face mode was good and online mode didn't attracted me (P11)"
Creativity	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (02) and College/ universities (10)	"We hardly get time to think about school outside our school hours (P17)"
Patience	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School (03) and College/ universities (14)	"Online classes are good for young aged teachers not like us who are over 50 (P19)"

Only two narrators (one from an urban institution and one from a university) reported not having problems with the lack of devices. The problem of device scarcity among school students is more prevalent in comparison to higher education institutions as evident from this remark of a college teacher:

“I think that my colleagues and our students were rather well-equipped with devices and instructions needed in digital education.” (P12)

The second major resource, skills for online teaching, revealed a poor picture that jointly points out the lack of digital skills among Indian EFL teachers. In all the four sub-domains considered for this analysis – communication, technology literacy, time management, and e-assessment- teachers were found stumbling with their skills when 43 representations in online communication, 44 technology literacy, 43 time-management, and 44 e-assessment admitted that they have difficulties in the concerned areas. The problem concentration is deeper among school teachers especially those located in rural areas.

Teachers’ attitude has been considered the third major resource for online teaching which further aggravates the situation and implied a cause behind this overall state of denigration. In all six sub-domains, teachers lacked positiveness. They have a lack of interest in online teaching, lack of commitment, learning zeal, adaptability, creativity, and patience, except few stray cases reported in few studies like Kundu & Bej (2021b) where a school teacher is depicted in taking his class from a tall tree in expectancy in of good Internet connectivity since he did not get it from his low roofed residence.

Potential Solutions to Sustain Teaching Environment

Findings on the third research question addresses the impromptu solutions developed by EFL teachers in different states facing unique challenges during the pandemic as reported in Table 3.

Only one suggestion (intense teacher training on implementation of modern technologies in teaching) has a systemic character, apart from that the ideas described are individual suggestions made by teachers who developed them by monitoring the needs of their students and the dramatically altered teaching situation. Most of the solutions presented concentrate on activating the teacher-student relationship, for example, by facilitating contact, increasing motivation, and helping students without access to modern technology. In this respect, using social media (like WeChat, WhatsApp, Messenger, or Facebook) was useful.

Increased student activity and engagement can be achieved by introducing accessible Paddlets (an extremely easy-to-use tool that allows learners to collaborate online by posting text, images, links, documents, videos and voice recordings) or Blending Blackboard.

In terms of evaluation, it is essential to use alternative assessment methods instead of comprehension questions, short answer questions or multiple-choice questions, or the available functions of SoundCloud, Youtube or Netskoli. The essential aspect of teaching online is to increase the approachability of the teacher, and through that also establishing contact with shy and unmotivated students.

Few veteran narrators talked of the holistic necessity of the *“shift from teacher-centred lectures to a flipped classroom methodology”* (P42), which is a type of blended learning approach that reverses the traditional educational arrangement in which *“the teacher is the primary source of information”* (Flipped Learning Network, 2014).

The solutions introduced in different states differed, but for teachers from a few economically stronger states introducing collaborative tasks was one of the remedies for the lack of interaction with students. The solutions refer mainly to the university level, where very often on-the-spot activities were tested in practice, however, *“Needless to say, it becomes urgent to transfer the online static education that is based on handout downloading into the interactive transmission of knowledge.”* (P44).

Table 3. Solutions to EFL teaching challenges

Challenge	Solution	State	Context
EFL student related problems	As follows:	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School and College/ universities
Lack of interaction	<ul style="list-style-type: none"> • Use of Google Form and Interviewing via Zoom, which encouraged wider involvement. • Reaction functions of teaching platforms “Also in this case, the functions for indicating various reactions were used. Particularly, those available in Zoom appeared useful, for example, “go faster/go slower.” (P 33) 		
Increasing motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Additional revision Additional exercises published on the Moodle platform. • Personalized materials. • Expose to language “every week they were required to watch a recommended movie by themselves at home, and then discuss its summary and their ideas about its plot in class”. (P11) • Student’s feedback “When students answered some tasks prepared at home, they were asked to write all new vocabulary items in the chat and provide definitions.” (P 26) 		
Cheating in exams	Webcam and desktop sharing “I made it compulsory for the exam attendees to go into a desktop sharing mode and to make themselves visible via a webcam throughout the exam.” P 14		
Access to materials	Exercise packages prepared by teacher “I prepared self-study English packages and personally distributed them among my students living in areas with poor communications services and those completely cut off from service.” P 1		
EFL teacher related problems	As follows:	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School and College/ universities
Unpreparedness to use new technological tools	Intense teacher training on implementation of modern technologies, online solutions into teaching		
Feedback	Providing constant constructive feedback and reward them verbally during online meetings and even through written comments		
Monitoring	Constant monitoring of students needs		
Teaching methodology	<ul style="list-style-type: none"> • Mixture of the CLT (Communicative Language Teaching) method and Task-based Language Learning to teach the four skills. • Visualization Mind-mapping Graphic presentations. • Project based learning. • sharing sound files through the teachers’ computers, or sending these files to the students or reading the scripts for the listening activities 		
Assessment	<ul style="list-style-type: none"> • Assessing students’ listening and speaking skills using applications such as ‘SoundCloud’, ‘Youtube’, ‘Netskoli. • Using alternative assessment methods rather than comprehension questions, short-answer or multiple-choice questions. 		
Resource problems	As follows:	West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Haryana, Gujrat, Maharashtra, Tamil Nādu, Kerala	School and College/ universities
Device	<ul style="list-style-type: none"> • Government and non-government agencies can work together to enhance the access of device among students (P11). • “if a low range smart phone can be devised for students with one or two Apps for presenting in online classes could help immensely” (P24) • “Parents’ awareness is a major factor here, who have smart devices and don’t allow students for classes” (P20) 		
Poor internet connection	<ul style="list-style-type: none"> • Early morning hours for teaching. • “We tried to avoid the rush hours and eventually work in the early morning hours when the internet is less used” (P27) • Switching off cameras. • We have also learned that turning off cameras during a video task may help stabilize the internet connection and turning off data on other devices such as phones and tablets.” (P5) classifying students into two groups: those who accessed digital devices (e.g., smartphone, laptop), and those who couldn’t afford.” • Local app for the first group, including technical infrastructures conducting classes both synchronously and asynchronously. 		

In terms of the specificity of teaching EFL in a pandemic teacher, independently of state of origin, mentioned the recreation of traditional teaching materials and making use of digital resources, as well as tailoring the materials to the needs and expectations of students.

DISCUSSION

The main objective of this research was to explore the major challenges and opportunities of EFL teaching caused by the COVID-19 outbreak in India. The changes caused by the pandemic in this field were evident and the major concerns evolved on how to link the new situation with the available resources and a certain amount of skepticism or even fear.

In comparison to papers published in recent times, embracing similar topics (e.g., Kundu et al. 2022; Mahyoob, 2020; Bataineh et al., 2020; Howard et al. 2020), this study has a strong national character and aims at depicting exclusively the struggles and solutions developed by Indian EFL teachers. Additionally, the form of collecting data (in form of written narratives) is to encourage teachers to share their opinions on the topic in a more open way than traditional surveys. It offered an alternate avenue for them to showcase their innovations, although anonymously, yet expectations of having a perpetuating effect in national pedagogic practices, evident in their enthusiasm throughout this study.

It's important to mention, most research to date has focused on the learners' perspective, whereas this study looks at the situation from the teacher's perspective. The current study found that facing generally very similar problems, EFL teachers developed very diverse solutions which were mainly their ideas, extempore, tested in practice with their students, and based on the available teaching tools.

The first research question concentrated on the identification of the challenges in EFL teaching. Student-related and technical problems were identified, moreover, teacher-related issues were also mentioned by the participating teachers. The choice of the appropriate EFL teaching methodology (adapted to the current situation) and ensuring student involvement seemed to be the problems mainly occupying EFL teaching in the states where the study was conducted.

Among teaching skills, developing online speaking was the most challenging matter for many teachers which was in line with the findings of the studies conducted by Bishop and Mabry (2016). The monitoring and assessment of student progress corroborates the findings of several other studies (e.g., Kundu & Bej, 2021c; Ramadani & Xhaferi, 2020; Cutri et al., 2021; Freddi, 2021).

Indian EFL teachers pointed out their unpreparedness for teaching in an online environment, therefore, the choice of efficient teaching methods was also difficult. This might be attributed to the resources that teachers had and the support provided to them by their institutions. Moreover, regarding the methodology, skepticism towards learning English using a new medium influenced the learners' involvement has been a similar finding following Bataineh et al. (2020).

The scope for interaction with students during class was limited partially by technical problems, and partially by their resistance and unwillingness to cooperate (switching of cameras). In some narratives, poor internet connections and a lack of hardware were also mentioned (Kundu, 2018; Bishop & Mabry 2016, Kundu & Bej, 2020; Kaur & Aziz, 2020; Mayrink et al. 2021). This indicates the interplay of several factors in EFL teaching online, among which the choice of the appropriate methodology and increasing student participation seem to play an important role, which was also indicated by Sayuti et al (2020).

The second research question addressed the resources and tools available in EFL teaching during the pandemic. The findings admit a wide variety of platforms and tools used, sometimes imposed by an institution (college/universities) and often sometimes chosen by the teachers themselves (generally in schools). However, many participating EFL teachers appreciated the advantages of using ZOOM for teaching online as easy to cope with and offer many useful functions (Ramadani & Xhaferi, 2020). WhatsApp was found more popular among school teachers. Teachers also used social media to improve contact with students (WeChat, Messenger, Facebook) and some of them were also used

to provide students with extra exercise materials which are in line with other research findings (i. e., Kundu & Bej, 2021a; Fauzi & Angkasawati, 2019).

The lack of technical equipment was a nuisance for both teachers and learners, which is consistent with the findings of the studies by Kundu, Bej, & Rice (2020), Kundu (2020), Mercan Uzun et al. (2021), Adedoyin and Soykan (2020), Kundu, Mondal, Mandal, & Bej (2022), and Mayrink et al. (2021). Nevertheless, respondents pointed out potential solutions based on mutual help, borrowing equipment, or support from large companies. As far as the availability and choice of working tools is concerned, the decisions made in this respect were rather of an individual character, based on early experiences.

The last research question concerns the potential solutions to the challenges identified. The answer to the identified problems lies primarily in increasing the approachability of teachers, e.g., by using the available social networks like Facebook, WeChat, and Messenger to facilitate communication with students on the one hand and to intensify the exercises provided to students on the other. Apart from systemic solutions (educational programs, radio broadcasts, and support through the implementation of teaching platforms), teachers can look for tools to support teaching online like digital books or TED talks.

In terms of EFL teaching, the participants mention mixing of available methods by constantly monitoring student needs and interactions, as well as providing constant constructive feedback to the students. From the statements of the participating teachers, it results that creating an appropriate teaching setting and taking care of the students' involvement was far more crucial for the EFL teaching process in the pandemic than sticking to the previously unforeseen teaching plan.

CONCLUSION

This study aimed to explore the main challenges and opportunities of EFL teaching caused by the COVID-19 pandemic. Certain challenges have been noticed such as technical issues, online assessment, and lack of interaction, in addition to opportunities such as flexibility and using extra multimedia materials in different contexts and at varying levels in this huge country. Instructional technology has played a crucial role during the pandemic, as technological equipment and resources served as the only platform or place for the delivery of educational activities. As such, technological infrastructure has become important for all stakeholders. However, as indicated by the reflections and experiences of teachers, the main question or concern appears to be how to connect the new situation with the (un)available resources considering both teachers' and learners' needs.

LIMITATIONS

There are certain limitations regarding the participants and the data collection instruments. The participants included only 50 teachers from a limited number of states (10 out of total 28 Indian states), and the data were based on the participants' self-reported reflections and experiences. Their responses might have been biased due to several reasons, such as personal experiences and institutional support. Further research, therefore, can include underrepresented states, and learners' voices can also be heard in the data collection process to have a more holistic view of the problem.

REFERENCES

- Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). COVID-19 pandemic and online learning: The challenges and opportunities. *Interactive Learning Environments*, 1–13. Advance online publication. doi:10.1080/10494820.2020.1813180
- Bataineh, K. B., Atoum, M. S., Alsmadi, L. A., & Shikhali, M. (2021). A silver lining of coronavirus: Jordanian universities turn to distance education. *International Journal of Information and Communication Technology Education*, 17(2), 138–148. doi:10.4018/IJICTE.20210401.oa1
- Bishop, N., & Mabry, H. (2016). Using qualitative data to identify student learning barriers and alleviate instructor burnout in an online information literacy course. *Internet Reference Services Quarterly*, 21(3/4), 63–80. doi:10.1080/10875301.2016.1240735
- Bruff, D., Fisher, D., McEwen, K., & Smith, B. (2013). Wrapping a MOOC: Students Perceptions of an Experiment in Blended Learning. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. <https://my.vanderbilt.edu/douglasfisher/files/2013/06/JOLTPaperFinal6-9-2013.pdf>
- Cleland, J. A. (2017). The qualitative orientation in medical education research. *Korean Journal of Medical Education*, 29(2), 61–71. doi:10.3946/kjme.2017.53 PMID:28597869
- Cutri, R. M., & Mena, J. (2020). A critical reconceptualization of faculty readiness for online teaching. *Distance Education*, 41(3), 361–380. doi:10.1080/01587919.2020.1763167
- Cutri, R. M., Mena, J., & Whiting, E. F. (2020). Faculty readiness for online crisis teaching: Transitioning to online teaching during the COVID-19 pandemic. *European Journal of Teacher Education*, 43(4), 523–541. doi:10.1080/02619768.2020.1815702
- Delve, H. L., & Limpaecher, A. (2020, September 15). What is Narrative Analysis? Essential Guide to Coding Qualitative Data. <https://delvetool.com/blog/narrativeanalysis>
- Fauzi, I., & Angkasawati, P. (2019). The use of listening logs through WhatsApp in improving listening Comprehension of EFL students. *Journal of Applied Linguistics and Literature*, 4(1), 13–26. doi:10.33369/joall.v4i1.6773
- Flipped Learning Network. (2014). The four pillars of F-L-I-P™. https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
- Freddi, M. (2021). Reflection on digital language teaching, learning, and assessment in times of crisis: a view from Italy. In N. Radić, A. Atabekova, M. Freddi, & J. Schmied (Eds.), *The world universities' response to COVID-19: remote online language teaching* (pp. 279–293). doi:10.14705/rpnet.2021.52.1278
- Howard, S. K., Tondeur, J., Siddiq, F., & Scherer, R. (2021). Ready, set, go! Profiling teachers' readiness for online teaching in secondary education. *Technology, Pedagogy and Education*, 30(1), 141–158. doi:10.1080/1475939X.2020.1839543
- Johnson, K. (2008). *Quantitative methods in linguistics*. Blackwell.
- Kaur, D., & Aziz, A. A. (2020). The use of language game in enhancing students' speaking skills. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 10(12), 687–706. doi:10.6007/IJARBS/10-i12/8369
- Khatoo, S., & Nezhadmehr, M. (2020). EFL Teachers' Challenges in the Integration of Technology for Online Classrooms during Coronavirus (COVID-19). *Pandemic in Iran.*, 9, 1–16. doi:10.37134/ajelp.vol8.sp.1.2020
- Kumar, M. (2019). Role of English Language in Present Scenario in India. *Multidisciplinary Academic Research*, 16(4). <http://ignited.in/I/a/200949>
- Kundu, A. (2018). Blended Learning in Indian Elementary Education: Problems and Prospects. *Journal of Online Learning Research*, 4(2), 199–227. <https://www.learntechlib.org/primary/p/180971/>
- Kundu, A. (2020). Toward a framework for strengthening participants' self-efficacy in online education. *Asian Association of Open Universities Journal*, 15(3), 351–370. doi:10.1108/AAOUJ-06-2020-0039

Kundu, A., & Bej, T. (2021a). COVID-19 response: Students' readiness for shifting classes online. *Corporate Governance*, 21(6), 1250–1270. doi:10.1108/CG-09-2020-0377

Kundu, A., & Bej, T. (2021b). We have efficacy but lack infrastructure: Teachers' views on moving classes online during COVID. *Quality Assurance in Education*, 29(4), 344–372. doi:10.1108/QAE-05-2020-0058

Kundu, A., & Bej, T. (2021c). Experiencing e-assessment during COVID-19: An analysis of Indian students' perception. *Higher Education Evaluation and Development*, 15(2), 114–134. doi:10.1108/HEED-03-2021-0032

Kundu, A., & Bej, T. (2022). Elementary Students' Mathematics Curiosity: A Comparative Pedagogy of Face-to-Face, Online, and Blended Modes. *International Journal of Virtual and Personal Learning Environments*, 12(1), 1–16. doi:10.4018/IJVPLE.313413

Kundu, A., Bej, T., & Dey, K. N. (2021). Time to Achieve: Implementing Blended Learning Routines in an Indian Elementary Classroom. *Journal of Educational Technology Systems*, 49(4), 405–431. doi:10.1177/0047239520984406

Kundu, A., Bej, T., & Rice, M. (2020). Time to Engage: Implementing Math and Literacy Blended Learning Routines in an Indian Elementary Classroom. *Education and Information Technologies*, 26(1), 1201–1220. doi:10.1007/s10639-020-10306-0

Kundu, A., Mondal, G. C., Mandal, A., & Bej, T. (2022). A Probe into Elementary Teachers' Pedagogical Trials in Indian Subcontinent during the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development*, 14(1), 1–19. doi:10.4018/IJSKD.301265

Mahmoudzadeh, S. (2014). The Effect of Using PowerPoint on Iranian EFL Learners' Knowledge of Abstract Vocabulary. International Conference on Current Trends in ELT. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 98, 1077–1084. doi:10.1016/j.sbspro.2014.03.519

Mahyoob, M. (2020). Challenges of e-learning during the COVID-19 pandemic experienced by EFL learners. *Arab World English Journal*, 11(4), 351–362. doi:10.24093/awej/vol11no4.23

Mayrink, M. F., Albuquerque-Costa, H., & Ferraz, D. (2021). Remote language teaching in the pandemic context at the University of São Paulo, Brazil. In N. Radić, A. Atabekova, M. Freddi, & J. Schmied (Eds.), *The world universities' response to COVID-19: remote online language teaching* (pp. 125–137). doi:10.14705/rpnet.2021.52.1268

Mercan Uzun, E., Butun Kar, E., & Ozdemir, Y. (2021). Examining first-grade teachers' experiences and approaches regarding the impact of the COVID-19 pandemic on teaching and learning. *Educational Process: International Journal*, 10(3), 13–38. doi:10.22521/edupij.2021.103.2

Moser, K. M., Wei, T., & Brenner, D. (2021). Remote teaching during COVID-19: Implications from a national survey of language educator. *System*, 97, 102431. doi:10.1016/j.system.2020.102431

Parcell, E., & Baker, B. (Eds.). (2017). *Narrative Analysis* (Vol. 1-4). SAGE Publications, Inc. doi:10.4135/9781483381411

Patil, D. P. (2020). Trends and Challenges in English Language Teaching. *Studies in Indian Place Names*, 40(39), 158–164. doi:10.7575/aiac.ijalel.v.9n.5p.33

Radić, N., Atabekova, A., Freddi, M., & Schmied, J. (Eds.). (2021). Introduction to the world universities' response to COVID-19: remote online language teaching. In N. Radić, A. Atabekova, M. Freddi, & J. Schmied (Eds.), *The world universities' response to COVID-19: Remote online language teaching* (pp. 1–30). Research-publishing.net. doi:10.14705/rpnet.2021.52.9782490057924

Ramadani, A., & Xhaferi, B. (2020). Teachers' experiences with online teaching using the Zoom platform with EFL teachers in high schools in Kumanova. *SEEU Review*, 15(1), <https://sciendo.com/pdf/10.2478/seeur-2020-0009>

Sayuti, H. A. M., Teh, G. A., Saimi, W. M. S. A., Bakar, M. A., Dawawi, S. N. A., & Mohamad, M. (2020). Using gold standard project based learning for intermediate year three pupils to enhance English speaking skill: A conceptual paper. *Creative Education*, 11(10), 1873–1889. doi:10.4236/ce.2020.1110137

Schmied, J. (2021). Remote online teaching in modern languages in Germany: responses according to audiences and teaching objectives. In N. Radić, A. Atabekova, M. Freddi, & J. Schmied (Eds.), *The world universities' response to COVID-19: remote online language teaching* (pp. 353–368). doi:10.14705/rpnet.2021.52.1283

Arnab Kundu has received Masters' in English and in Education, M.Phil. in Education, UGC-NET (with JRF Score), WB-SET, PGDEMA, PGDET, & Ph. D. in Education. He stood all India Topper in CUCET-2018 (for Ph.D. Entrance in Education). His research concentrates on different issues of teachers' work especially in promoting technology-integrated pedagogy at the school level. So far, he has authored more than 40 research papers, of which 25 published exclusively in SCOPUS-indexed international journals. He is the main and corresponding author in this article may be contacted at: arnabkundu5@gmail.com.

Asim Kumar Betal, Ph.D. Student, Department of English, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, India. He has received MA in English Literature, MA in Education, and M.Ed. He has been teaching at Onda Thana Mahavidyalaya, Bankura, as a State Aided College Teacher (SACT) for the last eleven years.

সংখ্যা-সূচি

বীক্ষণ : ঔপন্যাসিক নজরুল

কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস 'কুহেলিকা' : পুনঃপাঠ—সুমিতা চক্রবর্তী, ১১

মৃত্যুক্ষুধা : সামাজিক বাস্তবতার অনন্য নির্মাণ—এ টি এম সাহাদাতুল্লা, ১৮

বীধন-হারা : উপন্যাসের আড়ালে আত্মঘোষণা—সেখ জাহির আব্বাস, ২৬

কবিতা

মহম্মদ বাকীবিলাহ মণ্ডল, আবদুস সালাম, জুলফিকার খান, সাহাৰুখ মোম্বা, ফিরোজা খাতুন, মুসলিমা বেগম, আতিয়ার রহমান—৩৩-৩৫

উপন্যাস

ঘূর্ণাবর্ত—সেখ রফিকুল ইসলাম, ৩৬

গল্প

মনের আকাশে আলো—সেখ আব্দুল মান্নান, ৪১

স্বর্ণ-চাঁপার উপাখ্যান—সৈয়দ রেজাউল করিম, ৪৬

দেশের কথা

মুর্শিদাবাদ : আমদরবারে নবাব—মাজরুল ইসলাম, ৫২

দেশকাল

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি—সাইফুল্লা, ৫৫

সাক্ষাৎকার

মীরাতুন নাহার, ৫৭

প্রয়াণকথা

চলে গেলেন খবরের কাগজওয়াল জয়নাল আবেদিন—আবদুল করিম, ৬৬

ফিরে দেখা

সম্পাদক এবাদুল হক ও 'আবার আসিব ফিরে'—নাফিসা ইয়াসমীন, ৬৭

সাংস্কৃতিক সংবাদ

পড়ে পাওয়া : চোন্দোআনা নয় ষোলোআনাই—মামুদ হোসেন, ৬৮

বহরমপুরে শিশু বইমেলা, চাতক সাহিত্য সম্মেলন ২০২২, রোকেয়ার জন্মদিনে ভূমি-র সক্রিয়তা—ইনাস উদ্দীন, ৬৯

বই-কথা

নির্বাচিত কবিতা : তৈমুর খান, ৭১

কবিতাবঁধা : নাসরিন, ৭২

লেনদেন

A/C 31590592615

IFSC : SBIN0001299

PHONEPE : 7872422313

GPAY : 9734662218

হোয়াটসঅ্যাপে (৮৬৩৭০৮৬৪৬৯) স্ক্রিন
শট পাঠানোর অনুরোধ থাকছে

যোগাযোগ :

৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭,

৯৪৩২৮৮০২৪২

aliahsanskriti@gmail.com

শ্রী
জানুয়ারি ২০২৩

মৃত্যুসুখা

সংখ্যা-সূচি

পাঠক-দর্পণ

গল্পবী রায় ৯

বীক্ষণ: গল্পকার নজরুল

নজরুল ইসলামের ছোট গল্প—লায়েক আলি খান ১১

গল্পকার নজরুল ইসলাম—মহম্মদ ইব্রাহিম ১৯

প্রসঙ্গ : নজরুলের শিউলি মালা—সাইফুল্লা ২৭

নজরুলের গল্প : সমাজ-সংস্কৃতি—মিরাজুল ইসলাম ৩৭

কবিতা : সা'আদুল ইসলাম ৪৩, কাহিম হাসান ৪৪, বিমান পাত্র ৪৫, সাঈদ আনোয়ার ৪৫

ধারাবাহিক উপন্যাস : ঘূর্ণাবর্ত—সেখ রফিকুল ইসলাম ৪৬

গল্প

রাতের সঙ্গী—মুসা আলি ৫১

নিজস্ব পুরণে—কামাল হোসেন ৫৭

বঙ্গদর্পণ : বেঁধে বেঁধে থাকার সেই সব দিন—আব্দুল বারী ৬২

বই-চর্চা: বাঙালি ও বাঙালি মুসলমান—ইনাস উদ্দীন ৭১

রুকসানা : অন্য এক প্রতীতির লক্ষ্যে পথচলা

দুর্গাপুরের কবি আশরাফুল মণ্ডলের প্রথম উপন্যাস 'রুকসানা' (জানুয়ারি, ২০২২)। ৪২ পরিচ্ছেদের ১৪৪ পৃষ্ঠার অনতিদীর্ঘ উপন্যাস। বিশ্বভারতীর কৃতি ছাত্র আশরাফুল প্রায় তিন দশক ধরে কবিতা লিখছেন, কবি হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। দু' দশকের বেশি সময় ধরে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম আছে তাঁর। 'রুকসানা' উপন্যাসে কবির সংবেদনাটুকু মুখ্য হলেও রচনার পিছনে কবিকে সরিয়ে শিক্ষকের আদ্যন্ত সমুজ্বল উপস্থিতি বর্তমান। 'রুকসানা' একটি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। নামেই প্রকাশ, এটি একটি নারী চরিত্র কেন্দ্রিক রচনা। সে নারী আবার এক নিম্নবিত্ত গ্রামীণ মুসলমান পরিবার থেকে উঠে আসা। পরিবার, সমাজ, প্রথা ধর্মের অনুশাসন, পারিপার্শ্বিকের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সে কেবল প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হয়েছে একালের দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করা সংগ্রামী মেয়েদের দৃষ্টান্ত।

আশরাফুল মণ্ডল বর্তমানে দুর্গাপুরের বাসিন্দা হলেও তিনি বাঁকুড়ার সোনামুখির একটি কৃষক পরিবারের সন্তান। শিকড়ের সঙ্গে এখনো তাঁর নিবিড় যোগ। এই উপন্যাসের পশ্চাৎপটে রয়েছে তাঁর হাতের তালুতে চেনা সেই গ্রামীণ পটভূমি। এক বিপরীত পরিবেশে একটি ছাত্রীর অদম্য লড়াই ও প্রতিষ্ঠা এর মূল বিষয়। পাশে পেয়েছে শিক্ষা দীক্ষায়, চিন্তা চেতনায় অগ্রসর এক সহৃদয় বন্ধুকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে উদার মানবিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে চান বলেই বন্ধুটিকে উদার ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হিসাবে চিত্রিত করেছেন লেখক। একজন মানবতাবাদী শিক্ষক হিসাবে আগে থেকেই জানেন তিনি, সমাজকে কী বার্তা দিতে হবে। সেই জন্য চরিত্রের হয়ে ওঠার ব্যাপারটা এখানে তেমন নেই। পারিপার্শ্বিক বর্ণনার সামান্যতম সুযোগ নিলেও এই উপন্যাসের কলেবর অনেকটাই প্রসারিত হত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা না হয়ে, উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদ টানটান ঘটনার অভিঘাতে দ্রুত এগিয়েছে। কাহিনি যেমন গতিশীল, ভাষাও তেমন সুস্বাদু, প্রাজ্ঞল। গ্রামীণ মানুষের মুখের ভাষার ছব্ব ব্যবহার, বিশেষ করে মুসলমান অন্দর মহলের ভাষা ব্যবহারে লেখকের মুনশিয়ানা স্বতন্ত্রভাবে তারিফ করার মতো। তবে 'রুকসানা' উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পুরুষতন্ত্র কী ভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে দমিয়ে রাখতে চায়, তার ভাষা নির্মাণ। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ও স্বনির্ভরতা বিষয়ে এখনো যে ভয়াবহ রকমের সামাজিক অনীহা রয়েছে গ্রামীণ মুসলমান শিক্ষিত এবং নাশিক্ষিত মহলের অনেকেংশে, লেখক সেটা কাছ থেকে দেখেছেন বলেই তাকে জীবন্ত করে তুলে এনেছেন।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখি পড়াশোনা করে মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখা দরিদ্র কেলামত শেখের আদরের রূপসী কন্যা রুকসানার বিয়ে হয়ে যায় যথেষ্ট সম্পদশালী নিয়ামত

সংস্কৃতি

রমজান আলি। বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা : প্রাক্-তুর্কি যুগ। ১১

ইতিহাস

সুমিতা দাস। শিল্প বিপ্লবে ভারতের বস্ত্রশিল্পের ভূমিকা। ৩৬

দৃষ্টিপাত

বন্দে আলি। মুসলমানদের স্বাধিকার : পক্ষ প্রতিপক্ষ। ৪২

এমদাদ হোসেন। শিক্ষা, শিক্ষা এবং শিক্ষা। ৪৪

কবিতা

রথীন পার্থ মণ্ডল-৪৬, কাজী গোলাম গউস সিদ্দিকী-৪৬, মুহম্মদ মতিউল্লাহ-৪৭,

জিয়া হক-৪৮, আজিবুল সেখ-৪৯

উপন্যাস

কাঙালনামা। মেকাইল রহমান। ৫০

গল্প

মুহাম্মদ জিকরাউল হক। বাঁশ। ৫৮

কালাম শেখ। লিবিডো। ৬৬

অনুভূতি

সৈয়দ হাসনে আরা বেগম। অস্তিত্বের আলো ছায়ায় সংখ্যালঘু নারী। ৭২

বঙ্গ-দর্পণ

বিকাশকান্তি মিদ্যা। চৌকিদারের নিশিডাক। ৭৬

আব্দুল বারী। সুচি শিল্পের সেকাল। ৮০

বইচর্চা।

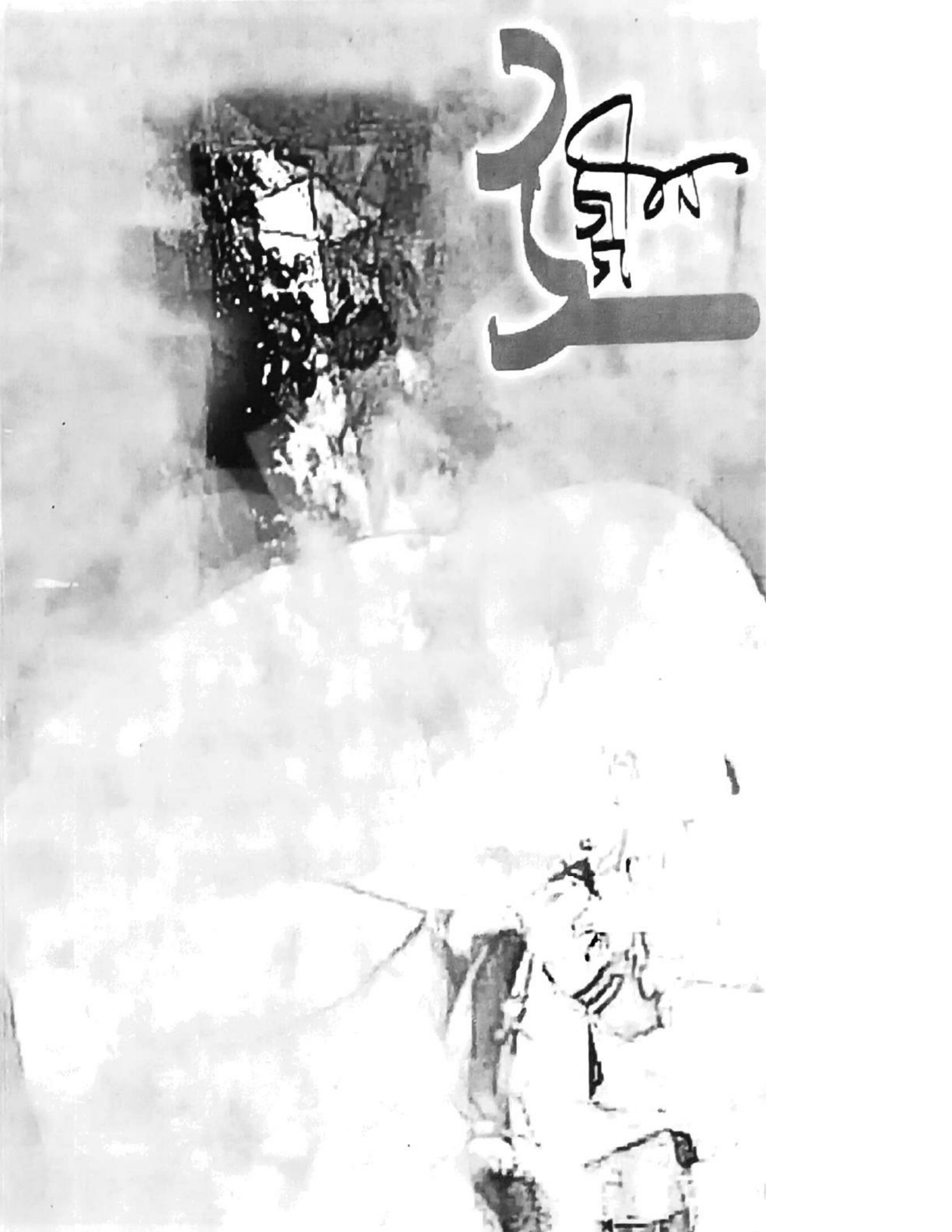
সাইফুল্লা -৮৭, আলিমুজ্জমান-৮৯, জাহির আব্বাস-৯৩

সাংস্কৃতিকি।

ডোমকল কলিংয়ের সাংস্কৃতিক সম্মিলন-৯৫

গ্রেস কটেজে নজরুল জন্মজয়ন্তী-৯৬

दृष्टि



‘ফকির-ডোমের আখ্যান’ উপন্যাসে আঞ্চলিকতার পরিসর
সেখ জাহির আব্বাস

Abstract : The novel ‘Fakir-Domer Akhyan’ (2022) written by SK Nazrul Islam is a narrative of the marginalized people in a regional background. It is in the Shaspur area of Indas, the eastern part of Bankura district in West Bengal. The novelist is the son of this region. Fakir and Dom, these two marginalized communities have seen very closely. Their diverse occupations, attempts to preserve traditions, changing occupations, the region’s distinctive styles, proverbs, rhetoric, abuses, regional language styles, pronunciation tendency, etc. have been captured in the regional specialty. With regional life comes some distinct legends, stories, folk beliefs, etc. There is a detailed description of how folk life is stirred around Shab-e-Barat in Fakir Para of Hijaldanga village. This is a document of the folk psyche. The pictures of the happiness and sorrow of the rural poor people, their needs, imperfections, dissatisfaction, their disputes, quarrels, threats, abuses, fights, poisoning the pond, burning the palu, eating poison, slandering, etc. are depicted in small collages. Many rural folk love appears in this novel with its intimate vitality, for example, leaving the house on the arrival of ‘Satin’, love with the sister-in-law, abandons her own child cut away with a man of another caste, etc. There is no adulteration of regionalism in the Nazrul Islam’s novel. The novel tells the story of the land on which he grew up and the characters also grew out of that same land. The context of regionalism in the novel “Fakir-Domer Akhyan” is as genuine as it is authentic.

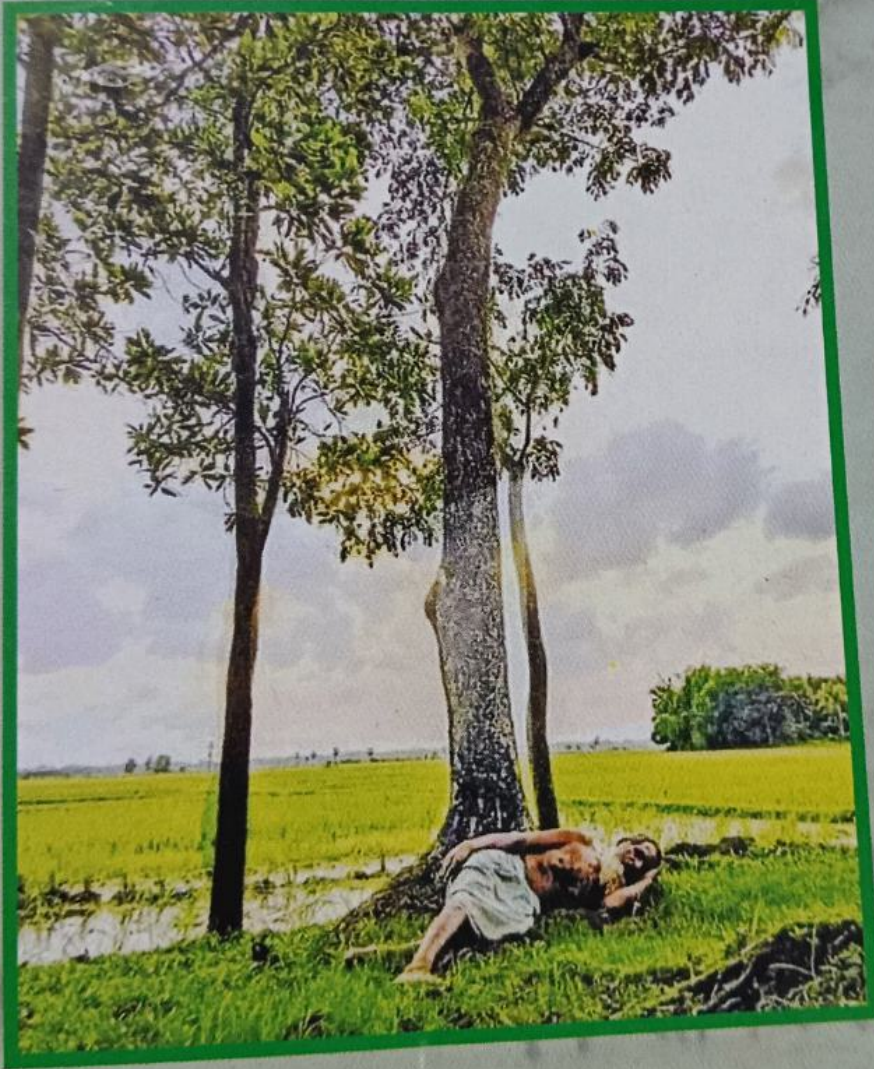
Keywords : Fakir, Khadem, Murubbi, Taholtola, Satin etc.

Literature Review : প্রমিত সাহিত্য আর আঞ্চলিক সাহিত্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল শৌখিন টবের হাইব্রিড ফুলের সাথে বনফুলের পার্থক্য। নাগরিক কথাকার তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা ও জীবন আগ্রহে নাগরিক মানুষের যাপন, জটিলতা, আপাত চাকচিক্য, মুখোশ, মাজিত ভাষাকে যেমন অনায়াসে তুলে ধরেন, প্রাস্তিক অথবা আঞ্চলিক জীবনের অমার্জিত জীবন-যাপন কথা তিনিই সার্থক ভাবে তুলে আনতে

আমাদের গ্রাম সংখ্যা

ISSN : 2348-3504
মার্চ ২০২২

এবং সংস্কৃতি



সম্পাদক
সাইফুল্লা
সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

ISSN : 2348-3504

এবং সংস্কৃতি

(পিয়ার রিভিউড জার্নাল)

আমাদের গ্রাম
বিশেষ সংখ্যা

মার্চ, ২০২২
কলকাতা

বিন্যাসক্রম

বন্দে আলি মিয়া : ৩১
আরশাদ উল্লাহ : ৩২
একরাম আলি : ৩৫
সাঁআদুল ইসলাম : ৪৪
রক্তিম ইসলাম : ৫৬
অতীন কুমার হাজরা : ৬৭
অশোক পাল : ৭৪
আবদুস সালাম : ৯০
মহঃ ইব্রাহিম : ৯৮
সেখ আব্দুল মান্নান : ১০৮
মইনুল হাসান : ১১৭
সামসুজ জামান : ১২৮
নাসিম-এ-আলম : ১৩৭
রমজান আলি : ১৪৪
কণিষ্ক চৌধুরী : ১৫৪
সত্যজিৎ মণ্ডল : ১৫৯
তৈমুর খান : ১৬৮
শেখ মকবুল ইসলাম : ১৭২
বিকাশকান্তি মিদ্যা : ১৮৩
মুহাম্মদ আফসার আলী : ১৯২
শেখ কামাল উদ্দীন : ২০৮
নিরুপম আচার্য : ২১৪
নবনীতা বসু হক : ২১৯
আব্দুল বারী : ২২৬
তৌহিদ হোসেন : ২৩৬
বরেন্দু মণ্ডল : ২৪৯
সুকান্ত মুখোপাধ্যায় : ২৫৮

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় : ২৭০
অভিজিৎ কুমার ঘোষ : ২৭৭
মনোরঞ্জন সরদার : ২৮৩
প্রশান্ত দাস : ২৯১
সাইফুল্লা : ২৯৭
হাসিবুর রহমান : ৩০৮
ইসমাইল দরবেশ : ৩১৯
গোবিন্দ রাজবংশী : ৩২৩
মহ. আসফাক আলম : ৩৩০
সেখ জাহির আব্বাস : ৩৪২
কমলকান্তি দাস : ৩৪৮
অনিকেত মহাপাত্র : ৩৫২
পাতাউর জামান : ৩৫৮
কারিমুল চৌধুরী : ৩৬৭
কাজী মাসুদা খাতুন : ৩৭২
আর্জিজুল হক : ৩৮০
অনিতা মণ্ডল : ৩৮৮
মেহের সেখ : ৩৯৫
মাহাফুল হোসেন : ৪০৩
আসাদুজ্জামান : ৪০৮
গোলাম রাশিদ : ৪১৪
আলোকিতা মুখোপাধ্যায় : ৪২৩
নাসরিন বেগম : ৪২৭
সুরাইয়া পারভিন : ৪৩৩
পরিশিষ্ট ১ : ৪৩৮
পরিশিষ্ট ২ : ৪৩৯

সে খ জা হি র আ কা স

আমার গ্রাম যশাপুরের কথা

বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বচর্চা কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. সর্বাঙ্গিত যশ একদিন ফোন করে জানতে চাইলেন, আমার গ্রামের নাম যেহেতু যশাপুর তাই এখানে 'যশ' পদবির লোকজন বসবাস করে কিনা বা করতো কিনা। আমি বললাম, না এটা মুসলমান প্রধান গ্রাম আর হিন্দু যারা আছেন তারা তথাকথিত নিম্নবর্ণের হাড়ি, মুচি আর কয়েক ঘর ছুতর। আর কিছু সাঁওতাল আছেন। তাদের ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন নয়। দু তিন প্রজন্ম; কৃষিকাজের সূত্রে বাঁকুড়া থেকে এসে এখানেই থেকে গেছেন। তাহলে এরকম নাম হল কেন? আমি রসিকতা করে বললাম, মনে হয় যশ খ্যাতি কোনো সময় ছিল। তবে সঠিক বলতে পারবো না। এও বললাম, আমাদের প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন তিনটে পেতলে হাঁড়ি ছিল, তার গায়ে গ্রামের যে বানান লেখাছিল সেটা বর্গীয়-জ। লেখা ছিল শেখ সাজেদ আলী, সাং জশাপুর এবং জিলা বর্ধমান। সাজেদ আলী আমার দাদু ওয়াজেদ আলীর ভাই। আমরা এখন পদবির বানান লিখি 'সেখ', গ্রামের বানান 'যশাপুর' আর জিলার পরিবর্তে জেলা এবং তাও পূর্ব বর্ধমান।

জাতি গোষ্ঠীর উল্লেখের সূত্রে আমার জানা আরও একটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার। ঠিক আমাদের সেখ পাড়াটি যেখানে অবস্থিত তার উত্তর পশ্চিম দিকে প্রায় আশি একশ বছর আগে দু-এক ঘর নাপিত ও একটি ময়রা পরিবার বসবাস করতেন। এখনও আমাদের একটি পুকুরের নাম নাপিত পুকুর, একটি জমির নাম নাপিত দরুন এবং একটি ভিটার নাম ময়রা ভিটে। প্রায় বছর তিরিশ আগে এক বৃদ্ধা এসেছিলেন শিকড়ের টানে। বাপ দাদুর ভিটেই দাঁড়িয়ে চোখের জল গোপন করতে পারেননি।

আমি যখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, বন্ধুরা কোথায় বাড়ি জিজ্ঞাস করলে বলতাম, কবি কঙ্কন মুকুন্দরামের বাড়ি দামিন্যা, তার পাশের গ্রাম ভাষাচার্য সুকুমার সেনের গ্রাম গোটান, আর তার পাশের গ্রাম যশাপুর আমার গ্রাম। বঙ্গত বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তে রায়না থানা বর্তমানে মাধবডিহি থানার অন্তর্গত এই গ্রাম। দু



Forest Based Tribal Economy and Role of Women: A Study from South West Bengal (1947-2006)

Driпти Mandal, Assistant Professor, Dept. of History, Onda Thana Mahavidyalaya, Bankura (W.B.) &
Research Scholar, Dept. of History, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia (W.B.)

Abstract: Tribal dependency on forest is well known. They have symbiotic relationship with forest. The colonial government disturbed this relationship with focused on only revenue generation. This relationship recognized in the forest policy of 1988 of independent India. In tribal economy women play crucial role. Although the main occupation of tribal of South West Bengal was agriculture, forest deeply influenced their economy. Non-timber Forest Products (NTFP) provided them a substantial resource of livelihood. Generally tribal women used to collect various NTFPs, i.e. sal leaves, kendu leaves, sal seeds, mahua flowers, mushroom, medicinal plants, fuel wood, fodder etc. They also collect raw material for handicraft products. Since women were engaged in collection of NTFPs for sustenance, later government gave importance to women in Joint forest management (JFM). As tribal women were the main user of forest product, they were the worst sufferer of deforestation. Government plantation programmes failed to meet their need and it created extra work load on women. Now, several non-government and government institutions are working for upliftment of tribal women. More attention is needed for the improvement of their condition.

Keywords: Tribal women, NTFP, JFM, handicraft, South West Bengal.

Introduction:

Tribes, who are notified by the Government as 'Scheduled Tribes', lives in and around the forests from times immemorial. Altogether, there are about 744 scheduled tribes across the country. Most of scheduled tribes are concentrated in the eight states- Madhya Pradesh, Orissa, Bihar, Maharashtra, Gujrat, Rajasthan, Andhra Pradesh and West Bengal. The Scheduled tribe's population in west Bengal is 5,296,953 which is 5.8 percent of total state population.¹ According to, "The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order [Amendment] Act" 2002, there are 41 group of tribes enlisted as scheduled tribes in West Bengal. Among these tribes, Santal are the major tribal group in West Bengal.

Forest plays an important role in daily life of tribal community. As they reside along with the forest from the beginning of the human civilization, a strong bondage has been established with forest. Their economy deeply influenced by the forest. They lived on variety of fruits, roots, flowers, leave, mushrooms etc. derived from forest. But under the British rule their natural bondage with forest was severally disturbed. For the interest of revenue generation colonial government forced tribal to clear jungle for cultivation. As a result of agrarian invasion there was large scale deforestation in colonial time. Further, when government understood the importance of the timber for railway sleeper, they shifted their policy toward forest from destruction to conservation and this policy again deprived tribal from forest. After independence, The National Forest Policy 1952 also focussed on revenue generation and again they deprived from the forest. Later, the National Forest Policy 1988 envisaged tribal people's involvement in the development and protection of the forest to meet the growing demands of food, fodder and firewood etc.

¹ <http://tribes.nic.gov.in/tribes/st.php> on 01.10.2022

Environment and Festivals: A Study from Santal Community of South -West Bengal

Driпти Mandal

Assistant Professor, Onda Thana Mahavidyalaya, Bankura, West Bengal

E-mail: mdriпти@gmail.com

Abstract

Santals are the third largest tribal group in India after Bhil and Gond and they are the major tribal group in West Bengal. A sizeable number of Santal are living in South West Bengal. It is well known that tribal loves to live in close proximity of nature which causes establishment of symbiotic relationship among them. Santal are the worshippers of nature and natural objects. Nature and natural phenomena got significant importance in their rituals, religion, festivals, customs, belief, even in economy. Usually Santal festivals are performed in natural setting, i.e. Baha, Karam, Sarhul, Sohrae etc. Baha is a flower festival, performed in the month of falgun when sal and mahua tree begin to blossom. Interesting fact is that until the festivals begin they do not collect anything from these trees. Karam is another symbolic festival to welcome agricultural activities, performed in the month of Bhadra to seek wealth and prosperity by worshipping Karam tree. Sohrae is the largest festival of tribal. Through those festival santals are conserving environment.

Keywords: Santal tribe, Festival, Environmental Conservation, Sacred grove, South-West Bengal.

Introduction

Tribal people have a well-known affinity for living close to nature which resulted in an intimate relationship with surrounding environment. There are various different tribal communities in India and most of them practice worshipping of nature. Santals are the major tribal group in West Bengal as well as in Eastern India. They have close relationship with natural environment. Since they are very much attached with nature in every aspect, a strong bondage has been established with it. Nature gives them life support; land, forest and water are the primary sources of their sustenance and in exchange they protect environment through traditional practices. Land, forest and water are the primary sources of their sustenance. Nature and natural phenomena got significant importance in their rituals, religion, festivals, customs, and belief

and even in economy. They are worshipper of natural objects. From last few decades environment stability and ecological balance are the major concerning subjects to the Government and global policy makers. In this context indigenous knowledge got immense importance for their strong relationship with nature. This paper tried to focus on three districts of South West Bengal- Bankura, West Midnapur and Purulia. Primary Sources of income of the Santals is agriculture (Vidyarthi & Rai, 1976). According to cultural classification, Santals are suited plain agriculture type, who relies mostly on plough cultivation. Most of the festivals of agriculturist Santals are related to agricultural activities or sometime celebration of nature's beauty. All festivals follow seasonal rhythm.

ATISHAY KALIT

AU.G.C. Care Listed Referred International Bilingual Research Journal of
Humanities, Social Science & Fine-Arts

LOTUS (July-December) Vol. 9, Pt. B, Sr. 16 Year 2022

ISSN 2277-419X

RNI-RAJBIL01578/2011-TC

Chief Editor :

Dr. Rita Pratap (M.A. Ph.D.)

Co-Editors :

Dr. Shashi Goel (M.A., Ph.D., Postdoc.), Dr. S.D. Mishra (M.A., Ph.D., Postdoc.)

Mailing Address :

Dr. Rita Pratap

ATISHAYKALIT

C-24, Hari Marg, Malviya Nagar, Jaipur-302017

Mobile : 9314631852, 8852075566

INDIA

18. Governance and its Dynamics: A Process of People's Participation	Diwakar Kumar Jha	125
19. Helicopter Parenting in Relation to Life Satisfaction and Psychological Well-Being	Ambika Dutta Dr. Geeta Bhagat	132
20. Investigation of the Morphosyntactic Errors of Yemeni EFL Students	Rabeeah Aziz Al-Qassmi Dr. B.K. Ravindranath	140
21. A Feminist Reading of Traditional Ceremonies and Objectification in the Novel One Part Woman	Jesintha Devaraj	148
22. Visionary Modus Operandi of Sustainable Housekeeping for Health of Paintings at Albert Hall Museum	Gauri Arora Dr. Megha Attray Purohit	154
23. Nominalization from verb in Bodo: A Study	Amorjit Daimary Prof. Indira Boro	164
24. The making of the English Factory at Surat and Its Role in the English Enterprise in India	Ishfaq Ahmad Baba	169
25. Influence of Culture and Tradition on Eastern and Western Civilizations in Works of Vikram Seth	Preeti Dr. Ravi Kumar Mishra	177
26. A Study on Anxiety and Depression among Parents of Children with Intellectual Disability	Shobha Choudhary Dr. Pawan Kumar	182
27. Execution of CSR Practices and Challenges: A Comprehensive Overview	Dr. Rajat Kumar Gujral	187
28. Identify the Needs, Benefits and Challenges of Counseling Services in Higher Education	Dr. Jaimala Ashok Sode Dr. Pawan Kumar	195
29. Revisiting Partition in Select Novels of Bapsi Sidhwa : A Study	Dr. U. Venkateswara Dr. K. Abinaya	204
30. The Silent Voice of the Subaltern: A Study of Contemporary Indian Tribal Fiction	Sayar Singh Chopra	211
31. Technology-enhanced Teacher Education	Dr. (Mrs.) Rajesh Gill	219
32. Status of Women in Indian Cultural Tradition: A Critical Study in the Context of Smriti, Sruti and Postmodern Feminism	Dr. Nasiruddin Mondal	225
33. Sustainable Development Strategies in Banks in India	Dr. Sujith AS	232
34. The Khokhars of Koh-i-Jud and their Political Activities during the Delhi Sultanate Period	Anait Khan	241
35. Impact of liquidity on profitability in case of selected Cement Companies in India	Jyoti Jain Dr. Ruchi Jain	251
36. State Parties in India and the Emergence of the Aam Aadmi Party	Atta Ul Rehman Malik	255
37. Locating the 'Affect': A Traumatological Reading of Kedara (2020)	Dr. Sourav Kumar Nag	265
38. The Role of the Western Ideas in the Human Rights Movement of Modern Kerala	Sajeev Singh. M.K.	270
39. Silence and Speech: An Analysis of the Narrative of Fear in Manjula Padmanabhan's Lights Out	Dr. Dipankar Mallick	275

Dr. Sourav Kumar Nag
Assistant Professor, HOD,
Dept. of English,
Onda Thana Mahavidyalaya,
Bankura University

ATISHAY KALIT
Vol. 9, Pt. B
Sr. 16, 2022
ISSN : 2277-419X

Locating the 'Affect:' A Traumatological Reading of *Kedara* (2020)

Abstract

One commonest element of trauma is memory. It is the reiteration of a wounding incident in the realm of memory that cripples an individual. As a result, an individual is confined to his traumatic memories from which deliverance is almost impossible. Besides, happy memories may also generate traumatic experiences for an individual whose present does not promise as much as his happy past. Those ghosts of unkept promises continue to haunt him and continually dissociate him from his existence resulting in a denial of the present. My paper deals with a traumatological reading of Indraadip Das Gupta's debut venture *Kedara* (2020). The central character of the movie, Narasingha is confined to two hells of eternal darkness—one his childhood and another his youth. His present is undermined with streaks of memories from the past. Besides, the chronotopes of traumatic memory find intermittent release through the occasional exercise of his talent as a mimic or ventriloquist. It is true that language cannot describe trauma. Trauma is best expressed with symbols and pictures. However, the central premise of this article is to investigate into the traumatic experiences of an individual not in the context of the Cartesian mind-body bifurcation but the saturation of human existence, best understood by the Heideggerian notion of *Befindlichkeit*. Narasingha in Das Gupta's movie lives an emotive life reinforced by his art of mimicry or ventriloquism.

That I feed the beggar, that I forgive an insult, that I love my enemy... all these are undoubtedly great virtues.... But what if I should discover that the least amongst them all, the poorest of the beggars, the most impudent of all offenders, yea the very fiend himself—that these are within me, and that I myself stand in need of the alms of my own kindness, that I myself am the enemy who must be loved—what then?

—**Carl Jung**, *Psychology and Religion: West and East*

One of the commonest elements of trauma is memory. It is the reiteration of a wounding incident in the realm of memory that cripples an individual. As a result, the individual is confined to his traumatic memories from which deliverance is almost impossible. Besides, happy memories may also generate traumatic experiences for an individual whose present does not promise as much as his happy past. Those ghosts of unkept promises haunt him and continually dissociate him from his existence resulting in a denial of the present. My paper offers traumatological reading of Indraadip Das Gupta's debut venture *Kedara* (2020). The central character of the movie, Narasingha is confined to two hells of eternal darkness—one his childhood and another his youth. His present is undermined

with streaks of memories from the past. Besides, the chronotopes of traumatic memory find intermittent release through the occasional exercise of his talent as a *harbola* (mimic or ventriloquist). It is true that language cannot describe trauma. Trauma is best expressed with symbols and pictures. However, the central premise of this article is to investigate into the traumatic experiences of an individual not in the context of the Cartesian mind-body bifurcation but the saturation of human existence, best understood by the Heideggerian notion of *Befindlichkeit*. Narasingha in Das Gupta's movie lives an emotive life reinforced by his art of mimicry or ventriloquism.

The Cartesian mind-body dualism led to the hazard of bifurcating cognition from affect. This peculiar aspect of the Cartesian theory pervaded the early Freudian psychoanalysis (Stolorow 01). It was Heidegger who challenged the myth by introducing his theory of *Befindlichkeit*. For Heidegger, the human state of being is essentially engaged in-the-world (Stolorow 02). The notion of *Befindlichkeit* asserts the importance of affect. An imperfect English translation of the term may be "how-one-finds-oneself-ness" (Stolorow 02) or "how-are-you-ness." Every human being feels about himself in a particular situation. His feeling about himself is both external and internal. His cognition is directly dependent on his affect but his affect is dependent on his both body and mind as well as his interaction with the phenomena beyond himself. Heidegger's notion challenges the traditional notion of feelings or moods as it is rooted in one's understanding of oneself. One can does not feel his mood unless one understands one's living in that mood. Therefore, the mood or affect is mutually associated with cognition.¹

The word 'trauma' is Greek in origin. It was first borrowed in the 17th century in English lexicon to mean 'wound.' Trauma is not just any kind of wound. Trauma is often defined in psychological terms as 'an emotional response to a terrible event like an accident, rape or natural disaster.'² Evidently, trauma is a psychopathological condition that may result from various external factors. The particular type of trauma that is discussed in relation to Indraadip Dasgupta's debut venture *Kedara* (2019) is cultural and developmental trauma. Incidentally, cultural trauma is an empirical concept that is associated with the collective consciousness of a particular group. According to Jeffrey Alexander, 'Cultural trauma occurs when members of a collectivity feel they have been subjected to a horrendous event that leaves indelible marks upon their group consciousness, marking their memories forever and changing their future identity in fundamental and irrevocable ways' (01). Trauma is inseparably associated with memory and dementia. An essential element of cultural trauma is the indifference to time-lag. The subject lives in the past though does not feel it. The past as either a pleasant or horrendous temporality remains in the mind and continues to blur and overshadow the present. The refusal to participate in the present-day crises is also another basic characteristic of cultural trauma. Freud's theories on trauma, written between 1888 and 1898 focus on memory and affect. Cultural trauma is rooted in the 'processes of social change... that includes migrations, wars, unemployment and dislocation....' (Smelser 35). The dislocation Smelser is talking of may be social, geographical as well as personal. Freud describes trauma as 'an indelible imprint' (153) that does not go away once lodged in the mind.

Trauma may result in "Post-Traumatic Stress Disorder" (PTSD)-in which some traumatic incidents of the past can torture the mind of the person who has experienced those incidents. Therefore, memory plays a crucial role in the post-traumatic disorder. The affected person is found to relive the traumatic memory or memory before the traumatic incident repeatedly to heal the wound in the mind:

'The traumatic nightmare, undistorted by repression or unconscious wish, seems to point directly to an event, and yet, as Freud suggests, it occupies a space to which willed access is denied. Indeed, the vivid and precise return of the event appears, as modern researchers point out, to be accompanied by an amnesia for the past....' (Caruth 152). The observation that the human mind retains the overwhelming memories and interferes with the sensory perceptions of the reality triggered the psychopathological study of the relationship of the affect and trauma. Jean-Martin Charcot and Pierre Janet, William James investigated the workings of the mind in processing memory. Janet found memory to be the 'central organizing apparatus of the mind' (Kolk and Hart 159). Traumatic memory, according to Janet, is manifest only in certain emotional circumstances and original traumatic situations.³ Janet distinguishes between traumatic memory and narrative or ordinary memory. Ordinary memory is a social act. But traumatic memory is inflexible and invariable. It has no social component; 'it is not addressed to anybody, the patient does not respond to anybody; it is a solitary activity' (Kolk and Hart 163).

Dasgupta's movie is like a bittersweet note played by a lutanist, more so because he is primarily a music composer. The movie *Kedara* (2019) is a narrative that recreates cultural trauma on the cinematic canvas in a convincing way. The movie is about Narasingha, a name that seems to be a misnomer until the final scenes of the movie relives the past probably to forget his loneliness and bitter memories of separation from his family. The movie opens with a tilt shot capturing the morning inertia and silhouetted glory of old Calcutta. The morning breakfast of a cup of tea, biscuits and an imaginary omelette with extra onion flakes raises the curtain to Narasingha's half real, half illusory life. His boyish longing for *Ilish* (Hilsa) is answered by the crude reality of Rupchanda fish (Chinese Pomfret), a cheaper option to satisfy his gluttony. Gradually, it is revealed that Narasingha is a *Horbola* (ventriloquist) who can imitate almost anybody's voice. He has lost his bread since the profession has declined over time with the emergence of the electronic gadgets. Mimicry was in great demand since 1940 to 1980 for stage shows, radio and cinema but gradually the art form has declined. Incidentally, the word 'Harbola' is derived from Hari (another name of Vishnu and Krishna) and Bolna (to speak). The term was coined by Rabindranath Tagore when he met Rabin Bhattacharya. The use of ventriloquism brilliantly portrays Narasingha's struggle to relive in the past. The burdens of the past are heavy on his shoulders and he cannot escape from them:

The weight of this sad time we must obey,
 Speak what we feel not what we ought to say.
 The oldest hast borne the most: We that are young
 Shall never see so much, nor live so long. (KL, V. iii)

He goes on imitating the voice of his old grandmother and replays the days of early boyhood: '*Oth baba ebar oth, ar katokhon ghumobi? Ami jalkhabar ta niye asi*' ('now get up, my child. Let me bring your breakfast') (*Kedara*, 3:37). He imitates the morning call of his grandmother.

Temporality is an important dimension of the movie. Narasingha is trapped in the labyrinth of time. He has lost his relations, his family, his profession, and his time. In the movie, Kesto is an important character. He is a scrap dealer. He buys old clocks, television sets, statues and other useless things and sells them. Kesto and his scrap shop symbolize the heap of time: 'heap of broken images' (Eliot, 22). The swirl of bunched up time becomes almost palpable, thanks to the brilliant

cinematography of Subhankar Bhar, when Narasingha starts crooning "Mou bone aj mou jomeche, bou katha kou dake" (Honeycombs are overflowing with honey. The Indian cuckoo sings.) mimicking the melodious voice of Hemanta Mukherjee (26:13) or when he picks up one phone after another and converses relentlessly with imaginary organisers (01:06:43) about his former days of prosperity. He seems to be trapped in malattunement to painful affect for his developmental trauma (Stolorow 03).

Sound is the soul of *Kedara* (2019). The first scene zooms in a tea cup and saucer being offered to Narasingha by his dead grandmother. Ventriloquism is another powerful aspect of the play. Narasingha, an old *Harbola* (a ventriloquist) who relives his past everyday from morning to night. The repeated ghost calls coax him eternally. Gradually, it is revealed that all the phone calls are imaginary-the hallucination of Narasingha. These are the calls from his nightmarish trauma-from the lost time of prosperity when he was contacted by many organisers for performing in their cultural programs. Another brilliant scene in which Narasingha while reading an old newspaper suddenly imitates the voice of renowned Debdulal Bandopadhyay, the news reader for *Akashbani*, Kolkata. The pastiches of Indira Gandhi's historic win in 1980 General Election from Raebherali, East Bengal-Mohun Bagan's football match of 1980 in which 16 supporters were killed in a stampede and riot, the Indo-Russia Treaty of Friendship and Cooperation in August 1971 crowd the sequence followed by the alarming buzz of a fly. Gradually, the buzz increases to such extent as if it will overflow the canvas and drown the panned and zoomed face of Narasingha. The buzz of the fly functions as a reminder of the past-a symbolic memento mori of Time. Slowly, the camera focuses on the bewildered face of Narasingha trying and struggling to kill the fly as though he is trying to dismiss the ghosts of time that still haunt him. The memories of loss and alienation disrupt the personal existence of Narasingha: 'A second consequence of developmental trauma is a severe constriction and narrowing of the horizons of emotional experiencing' (Stolorow 03). He is confined to the dark alleys of the past. He still buys chewing tobacco (*Dokta*) for his grandmother even long after her death. His memories return in the forms of ventriloquized consciousness, ghost calls and an overpowering feeling of uselessness. His language is the 'language of alienation' (Mearns 03). His emotional make-up is always determined by his memory- the beckoning of dead times:

Memories of a state in which one's feeling of personal existence are overthrown are registered implicitly as a stunted narrative, a 'script', which tells the individual he or she is bad, inferior, useless, and so on, confronting a traumatising other, who is critical, alienating, controlling, and so on (Mearns 03).

His post-traumatic stress is exhibited in his overall affect and emotion. He silently bears with insults hurled violently by his relatives, neighbours, and even his maid. The non-linear plot and the frequent use of flashback techniques brilliantly narrate the disintegration of his affect. He is repeatedly reminded of his failures in life. Be it her maid or a neighbour or politically sheltered goons everyone crows him easily and hurls insults on him. His wife and son have left him. Narasingha's notion of his self of being in a state is adjusted by his past-the affect that he felt years ago. What is significant about his post-traumatic stress is that he does not react.

But things begin to change when Kesto brings an antique chair (*Kedara*) for Narasingha. Sitting on that chair, he seems to recover the sense of his self. His imperfect cognition that was confined to his past affect seems to release itself fully. He recovers his self-confidence. He starts

reacting. He rebukes his maid for unnecessarily harassing him. He shows much courage when a local political leader threatens him. Even his attitude to his wife and son changes a good deal. His name 'Narasingha' becomes literally significant. He recovers his lost booming voice. When Kesto tells him that certain cinema maker will hire his chair for two hundred rupees per day, Narasingha hands him a two thousand rupee note asserting that he will never return the chair. Instead, he will pay the rent for that chair. But Narasingha fails to save his chair from its catastrophe. The political goons whom he defied in a nonchalant way hit back. They ransack his small room, throw his personal things away and destroy the chair to pieces. Narasingha runs into the room and mourns over the tragedy like a small child whose plaything has been broken.

The armchair that is also put in the title (*Kedara* means an armchair) is a powerful symbol of the movie. It leads to the symbiosis of Narasingha's cognition and affect. It contributes to his transformation into a confident and brave human being capable sensible and sentimental. Perhaps, it is a cultural symbol in the movie that helps him to feel his *Befindlichkeit* that was hitherto castrated by his developmental traumatic memories. Surprisingly, he becomes embedded in the present-the now. The broken chair becomes an objective co-relative for Narasingha's supposed death. He must cease to exist now since the chair is broken his affect parts with his cognition. He is neither in the past nor in the present. He is now in need of his own kindness and love-but he is far away from his own self-lost in the sea of stars and the pool of dreams.

Works Cited

1. For details check- http://previous.focusing.org/gendlin_befindlichkeit.html
2. <https://www.apa.org/topics/trauma>
3. For more details read the case study conducted by Janet. Ref. *Trauma: Explorations in Memory* (1995: 160)

Alexander, Jeffrey C., et al. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Univ. of California Press, 2004.

Caruth, Cathy, editor. *Trauma: Explorations in Memory*. Johns Hopkins Univ. Press, 1995.

Meares, Russell, and Thomas H. Ogden. *Intimacy and Alienation: Memory, Trauma and Personal Being*. Routledge, 2001.

Dasgupta, Indraadip, Director. *Kedara*, Kaleidoscope, 2019, www.hoichoi.tv/movies/kedara-2019.

Eliot, T. S. "The Waste Land by T. S. Eliot." *Poetry Foundation*, Poetry Foundation, 21 Jan. 2021, 10:55, www.poetryfoundation.org/poems/47311/the-waste-land.

Shakespeare, William. *The Tragedy of King Lear*. Edited by Lois Potter and Brian Gibbons, Cambridge University Press, 2020.

Philp, Howard Littleton, and C. G. Jung. *Jung and the Problem of Evil*. R.M. McBride Co, 1959.

Stolorow, Robert David. *Trauma and Human Existence: Autobiographical, Psychoanalytic, and Philosophical Reflections*. Psychology Inquiry Book Series, 2007.

Vol. V Issue 2
(January-June 2022)

ISSN : 2456-9690
RNI No : UPBIL/2017/73008

UGC Care Listed

Caraivéti

Démarche de sagesse

Peer Reviewed and Refereed Biannual International Journal




Department of French Studies

Banaras Hindu University

Varanasi

Website: www.caraiveti.com

 *Langers* International

- **Dr. Sima Kalita**, Department of Education, Gauhati University, Guwahati-781014, India.
- **Dr. Sourav Kumar Nag**, Department of English, Onda Thana Mahavidyalaya-722144, Bankura University, West Bengal, India.
- **Mr. Subodh Rathore**, Department of Management, Jagannath University, Jaipur-302022, India.
- **Dr. V.P. Katti**, Department of Economics, Shivaji University, Kolhapur-416004, India.
- **Prof. V.P. Matheswaran**, Department of Adult and Continuing Education, University of Madras, Chennai-600005, India.
- **Ms. Vaishali Vitthal Jagtap**, Department of Economics, Shivaji University, Kolhapur-416004, India.
- **Dr. Vinay Kumar**, Department of Management, Jagannath University, GGSIPU, New Delhi-110085, India.

TABLE DES MATIÈRES

1.	Gender, Women and Partition in Bapsi Sidhwa's <i>Ice-Candy-Man</i> – <i>Shalini Pandey & Savitri Tripathi</i>	11
2.	Spatial Manifestation of Inter and Intra-Gender Struggle for Power Analyzing Ambai's <i>A Kitchen in the Corner of the House</i> – <i>Rama Hirawat</i>	16
3.	“The Use of Hybrid Words in the Sentences of the Bodo Language: A Brief Discussion” – <i>Sanhang Mushahary & Indira Boro</i>	23
4.	‘Othered Childhood:’ Pedagogy, Childhood and the Abject in Sowvendra Shekhar's <i>Jwala Kumar and the Gift of Fire: Adventures in Champakbagh</i> (2018) – <i>Sourav Kumar Nag</i>	30
5.	“Hard Times For Us”: Locating Climate Crisis and Ordeals of Woman Victims in Kamala Markandaya's <i>Nectar in a Sieve</i> – <i>Kankana Bhowmick</i>	35
6.	Emerging Trends in Education Loan: With Special Reference To Higher Education in India – <i>Madhulika Singh</i>	45
7.	Impact of Employee Work Efficiency Due to Covid-19 Pandemic on Automobile Industries Employee's in Chennai – A Theoretical View – <i>A. Kamalakannan & V.P. Matheswaran</i>	63
8.	Analysis of Housing Intrinsic Factors in House property Purchase in Urban Centres of Karnataka – <i>Arunesha M. & K. Nagendra Babu</i>	71
9.	Pattern of Investment Behavior of Indian Investors Amid COVID-19: An Empirical Assessment – <i>Asmita Khanna & H.K. Singh</i>	81
10.	A Comparative Study on Beekeeping As an Alternative Source of Livelihood in North-East India – <i>Bhairab Talukdar & Diganta Kumar Mudoi</i>	88
11.	The Impact of Selected Variables on Financial Inclusion – <i>Bharti Chhabra Rana & Shilpi Khandelwal</i>	107
12.	Service Quality and Customer Satisfaction of Public Transport Service Industry: Review of Literature – <i>Jagdish Kanzariya & Hitesh Shukla</i>	117
13.	The mental health status of working women in India: A theoretical construct – <i>Mohammad Ashraf Malik</i>	133

'Othered Childhood:' Pedagogy, Childhood and the Abject in Sowvendra Shekhar's *Jwala Kumar and the Gift of Fire: Adventures in Champakbagh* (2018)

Sourav Kumar Nag

Abstract

The present article offers a reading of Shekhar's *Jwala Kumar and the Gift of Fire: Adventures in Champakbagh* (2018). The primary argument of this article is that Shekhar's novella offers a different portrayal of childhood from the margins of India. In *Jwala Kumar and the Gift of Fire: Adventures in Champakbagh* (2018), Shekhar has offered a Promethean tale of welfare and wisdom from the margins of India. Besides, the novel offers a different picture of the childhood of the impoverished people of India. In the novel, Shekhar's first book for children, a small dragon enters the lives of a small family of Champakbagh and very soon it becomes an important member of the family of Mohan Chandar, his wife Rupa Devi and their three children. The dragon was rescued and brought in by Mohan who had no idea until the end of the novel what he was rescuing. Unlike Beowulf, probably the oldest dragon slayer in the Norse folklore, Chandar sheltered the dragon and very soon it proves itself to be a boon to the family and the neighbouring village as well. The novel offers an alternative education of altruism and love through a gripping magico-realist tale.

Keywords: Abject, Heterogeneity, Magico-realist, childhood, subaltern spaces.

Carol Lynch-Brown in her book *Essentials of Children's Literature* (2011) defines children's literature in the following way: "Children's literature is a good quality trade books for children from birth to adolescence, covering topics of relevance and interest to children of those ages, through prose and poetry, fiction and nonfiction" (02). Brown's definition underlines the essentials of children's literature in an interesting way. The definition may lead one to wonder at her phrase 'topic of relevance' since the subject position of such utterance or the selection of relevance may vary indefinitely. Children's literature as it emerged in India in the early 19th century has undergone significant evolution and the 'topic of relevance' has also changed over times. The tales of children bordering on the ideologies of the dominant cultures are now being resisted and the canon is under erasure. Writers like Hansda Sowvendra Shekhar have tales from the margins of India that constitute subaltern spaces to mark the heterogeneity of childhood in India and at the same time resists the narratives from the spaces of dominant culture that offer linear and homogenous portrayals of childhood.

Hansda Sowvendra Shekhar's *Jwala Kumar and the Gift of Fire: Adventures in Champakbagh* (2018) is less complex than *The Mysterious Ailment of RupiBaskey* (2014) and *My Father's Garden* (2018). Intended for children, *Jwala Kumar* (2018) offers a magico-realist tale of friendship, love, and empathy. In *Jwala Kumar and the Gift of Fire: Adventures in Champakbagh* (2018), Shekhar has offered a promethean tale of welfare and wisdom from the margins of India. It is not just a novella written for children. It is a narrative of hope, dream, struggle and success. In the novella, Shekhar offers a powerful reading of the childhood

of the children belonging to impoverished families. The present article offers a reading of Shekhar's *Jwala Kumar and the Gift of Fire: Adventures in Champakbagh* (2018) to show that Shekhar's novella offers a powerful depiction of childhood of the poor of India.

Children's Literature is a 'world literature' (Lerer 11) that has its genesis in every nation, culture, and history. Nevertheless, the representational dimensions may be different in different cultures. M.O. Grenby in "The Origins of Children's Literature" (2013) asserted that the genre called children's literature began in the mid eighteenth century and took hold first in Britain" (35). In India, children's literature, as it is, emerged in the 19th century, but India abounded in tales, poems and novellas meant for children since the antiquity. The primary purposes of those tales have ever remained to "teach and delight" (Sidney 09). The stories of Panchatantra, *Hitopadesha*, Jataka Tales, *Kathamala*, *Betal Panchabinsati*, *Akhyan Manjari*, *Thakurmar Jhuli* among others have made childhood beautiful and enjoyable at the same time, providing alternative education to the young mind. Be it the animals imbibing human behaviourism (as in *Panchatantra*) or the fantasy world of kings, monsters, ghosts and ghouls (as in *Thakurmar Jhuli*, *Betal Panchabinsati*), each and every tale comprises underlying moral lessons. Later, Naba Krishna Bhattacharya, Upendrakishore Roy Chowdhury, Jogendranath Bose, Sukumar Roy, Satyajit Roy and others contributed significantly to the evolution of children's literature.

It is not surprising that the voice of the marginalised and wretched of India has long remained subdued in these books for children. Kings, queens, Champak Brothers and high palaces are the dominant tropes in Indian *Roopakatha* (fairy tales). Shekhar's *Jwala Kumar and the Gift of Fire: Adventures in Champakbagh* (2018) marks a paradigm shift in Children's Literature. In the story the protagonists are hailed from the margins of Indian society. The story bordering on fantasy deals with serious issues such as food, fire, and shelter and above all emancipation. It is not that in Santhali culture there were no stories for children. Plethora of tales has been told by mothers and grandmothers from one generation to another since antiquity. What Shekhar did is to register the cultural presence in a language that can cross the boundary of regionality. When I asked Hansda why he writes in English, his answer was "I write in English because I can write in English" (from an electronic conversation with the author via Google Mail, dated 19 May 2021). Hansda's reply is witty and manifests his urge to write in his own English. He is there to represent the voices from the margin and register the richness of the Santhali culture.

Postcolonial literature often embodies counterdiscursive strategies involving "writing back to canonical works since such a text received ideas of dominant culture" (Bradford 31). The existing body of children's literature in India upholds the high cultures and the voices of the dominant classes. There are few tales that represent the childhood of the poor. Hansda's *Jwala Kumar and the Gift of Fire: Adventures in Champakbagh* (2018) is one of the earliest books for children that usher the voices from the margin. The novella deals with the lives of some underprivileged children and at the same time resists the existing canon of children's literature that empowers and represents the dominant cultures in India.

In the novella, a small dragon enters the lives of a small family of Champakbagh and very soon he (the small dragon is identified as a 'boy' in the text) becomes an important member of the family of Mohan Chandar, his wife Rupa Devi and their three children. The dragon was rescued and brought in by Mohan who had no idea until the end of the novel what he

was rescuing. Unlike Beowulf, probably the oldest dragon slayer in the Norse folklore, Chandar sheltered the dragon and very soon it proves itself to be a boon to the family and the neighbouring village as well. Mohan had no idea what the creature was when rescued it. First, he suspected it to be a bat. Then, he confused it with a chameleon with wings. Later, Biren, Chandar's son discovered that it was a dragon while watching a video: "'Di-ra-gun?' Mohan Chandar asked hesitatingly. 'No, Baba,' Biren corrected his father. 'Dragon.' 'Der-ra-gun?' Mohan Chandar tried again. 'Yes, yes,' Biren whooped with joy and encouraged his father. 'Exactly, Baba. Now say this a bit fast'" (Ch. 7). The baby dragon in the novella is a benign creature who belches fire to ignite the *chulha* (oven), gives warmth and helps the family to cook their food.

Hansda's representation of the subalternity is trustworthy since it upholds a heterogeneous space that resists the notions of nationalist homogeneity and linearity. Hansda's novelistic vision does not merely offer an alternative reading of Indian childhood but also resorts to magic realist elements. The dragon in the text is a representative of dream, hope and the impossible. He solves the problem of fire magically: "It opened its mouth and breathed a stream of flame into the chulha. The embers in the chulha did not need any blowing by Rupa Devi" (Ch. 4). This magical solution ushers the impossible but the poetics of the impossible that every child dreams.

Another crucial element of heterogeneity in the novella is the representation of the abject. Food is a space of heterogeneity. Something edible to one community may be despise by another. Kristeva in her *Powers of Horrors* (1982) wrote: "Loathing an item of food, a piece of filth, waste or dung. The spasms and vomiting that protect me. The repugnance, the retching that thrusts me to the side and turns me away from defilement, sewage, muck." (02). The young children of Mohan and Rupa Devi love roasted meat of rats-a delicious food to many of the underprivileged may produce immense surprise and incredulity in those children who belong to the well to do families in Indian metropolis. But it is an alternative food eaten by thousands of the tribal people of India for ages to satiate their hunger. The baby dragon roasted the rats with one blaze of fire streaming out of his mouth: Biren loved eating roasted rat meat. And so did his brother and sister. Had he known that he would have certainly set up traps and traps to catch them. (Ch. 6).

Another such example of 'othered' childhood in the novella is the children putting boiled eggs into their pockets when mid-day meal is served at school. Biren and his siblings put the boiled eggs in their pockets to feed Jwala Kumar. This example of altruism is not exceptional because it is "quite common for students to hide boiled eggs that they were served at school and bring them home to eat later or share them with other members of the family" (Ch. 6). The significance of Shekhar's narrative lies in the fact that it not only offers a magico-real tale of love, hope and happiness but also provides lasting watermarks of a different childhood.

Not fire and food, the baby dragon cured Mohan Chandar's fever just by singing and restores his health: "When they woke up the next day, it was still raining, and it was still cold. But Mohan Chandar had no fever. Yes, he was feeling a bit weak, but not as bad as he was feeling the night before" (Ch. 8). In the penultimate chapter of the novella, Jwala Kumar flew to every house in the village of Champakbaghand lighted their chulha and then joined a group of dragons in the upper sky to return to its world. The magic of altruism that Jwala Kumar performed in the lives of the underprivileged villagers who are far away from the modern comforts is a metaphor of their dreams. Every poor in the world believes in the magic.

Shekhar's novella not merely engages the young readers in a magico-realist session but also provides lessons of selflessness, love, hope and above all belief in a better future. Deviating significantly from the dominant voices, Shekhar has ventured to portray the childhood of the underprivileged children who eat rats, bring home the boiled eggs for their siblings or other members of their family and suffer helplessly for the want of food and warmth. In the novella, the dragon is a promethean creature that brought fire and the light of hope to a poor family and a small village far away from the metropolis and its middle-class enjoying the comforts of financial security. On the contrary, Mohan is a peasant who works in the paddy fields and makes ends meet after a lot of menial works. Due to incessant rain for many days, the Chandar family suffered immensely. The heterogeneity of childhood is the crux of Shekhar's narrative, and it creates subaltern spaces where the voice of the subaltern is heard as loudly as a dragon's song.

Work Cited

1. Clare Bradford, *Unsettling Narratives: Postcolonial Readings of Children's Literature*. (Canada: Wilfrid Laurier University Press, 2007), p.31.
2. D.J. Enright, and Ernst D. Chickera. *English Critical Texts. 16th Century to 20th Century*. (Oxford: Oxford University Press, 1962). p.25.
3. M.O. Grenby, "The Origins of Children's Literature." *The Cambridge Companion to Children's Literature*, edited by Andrea Immel and M.O. Grenby, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), pp. 34-45.
4. Julia Kristeva, *Powers of Horror: An Essay on Abjection*. Translated by Leon S. Roudiez, (NY: Columbia University Press, 1982). p.02.
5. Seth Lerer, *Children's Literature: A Reader's History, from Aesop to Harry Potter*. (Chicago: University of Chicago Press, 2009). p.11.
6. Carol Lynch-Brown and Carl M. Tomlinson. *Essentials of Children's Literature*. (Massachusetts: Allyn and Bacon, 2011). p.02.
7. Shekhar, Hansda Sowvendra. *Jwala Kumar and the Gift of Fire: Adventures in Champakbagh*. Kindle ed., Talking Cub, 2018.

A copy of the electronic interaction with the author via Gmail (dated 19 May 2021.)

1. **Why do you write in English and not in Santhali?**

Ans. I write in English because I can write in English. Also, I urge you to answer this question: Would you have asked Khushwant Singh why he wrote in English and not in Punjabi, or would you ask Amitav Ghosh and Shashi Tharoor why they write in English and not in, respectively, Bengali and Malayalam?

2. **Don't you feel linguistic block while writing in English while expressing things that seem to be inexpressible in English because of cultural distance?**

Ans. No, I haven't so far felt any major linguistic block, and I will complete this answer along with Q5.

3. **Do you believe that Anglophone literature is World Literature or is it just another Eurocentric consumerist power politics?**

Ans. Anglophone literature can never be World Literature. English is just one of the many languages spoken in this world. But yes, I do think that English is the language of power – a very one-sided, colonial sort of power. The English language has colonised the entire world. It is quite unfair that English (in all its forms: British, American, Indian, etc.) is always seen as the mainstream while every other language – even if it is a widely spoken language like Spanish or Mandarin – is seen as exotic. Maybe that is why so many fine works originally written in so many non-English languages all over the world have to be translated into English before they are appreciated and recognised by a majority of readers.

4. **Do you feel that there are a good number of Santhal writers who have not gained recognition beyond their states or country because they wrote/write in Santhali and not in English?**

Ans. Yes, I do think so.

Volume 8

Number 2

ISSN 2454-5694

December 2022

JOURNAL
OF
KOLKATA SOCIETY
FOR
ASIAN STUDIES

An International Bilingual Journal of
Social Science (UGC CARE)



Kolkata Society for Asian Studies

Content

Editorial

লোককথার শৈলী পল্লব সেনগুপ্ত	...	7
Nature-Man-Spirit Complex: An Anthropological Study in Indian Part of Sundarban Delta Region <i>Dr. Binita Basu and Srija Mandal.</i>	...	16
The Study of Socio-Cultural Scenario of Eastern and Western States of India by Analysing Stylistic Features of Matrimonial Ads in Assamese and Marathi Newspapers <i>Janki Atul Navle and Normoda Doley.</i>	...	36
Opinion of Unmarried Women on Marriage, Cohabitation and Childbearing: Are there prospects of The Second Demographic Transition in Kolkata? <i>Monorisha Mukhopadhyay</i>	...	51
Worlding Literature, Literary Cosmopolitanism and Tagore' Visva Sahitya <i>Sourav Kumar Nag</i>	...	69
Rural Governance in Assam and Tripura: A Study <i>Debotosh Chakraborty</i>	...	77
Dogra ascedency and integeration of Ladakh with the state of Jammu and Kashmir (1834-1846) <i>Phunstog Angmo</i>	...	89
Comparative Advantage of India in International Trade: A Quest For Emerging Manufacturing Hub <i>Neha Paliwal</i>	...	111

Worlding Literature, Literary Cosmopolitanism and Tagore' *Visva Sahitya*

Sourav Kumar Nag

Abstract

The article contextualises Tagore's notion of Visva-Sahitya in the emerging field of World Literature. Rabindranath Tagore is perhaps the only Indian writer who came forward with a new gesture to World Literature at the beginning of the 20th century. In a lecture delivered by him at the Indian National Council for Education in 1907 in Calcutta Tagore ushered literary cosmopolitanism. David Damrosch in the Preface of *The Routledge Companion to World Literature* (2005) maintains that the term "World literature despite being some two centuries old has turned into an emerging field with the recent turn towards globalization cosmopolitanism and transnationalism" (Damrosch 2005: xviii). The uneasy coexistence of the World Literature and the Comparative Literature presupposes the notion of planetarily (Spivak 2005: 71) to move beyond the idea of globalization antra critic the disciplinary organization of the study of literature (D'haen 2013: 207). The primary argument on which the present article navigates is that Tagore's idea of Visva-Sahitya is markedly different from what we call World Literature today.

Keywords : *Tagore, Visva-Sahitya, Dissemination, Archival, Pilgrimage*

The article contextualises Tagore's notion of Visva-Sahitya in the emerging field of World Literature. Rabindranath Tagore is perhaps the only Indian writer who came forward with a new gesture to World Literature at the beginning of the 20th century. In a lecture delivered by him at the Indian National Council for Education in 1907 in Calcutta Tagore ushered literary cosmopolitanism. David Damrosch in the Preface of *The Routledge Companion to World Literature* (2005) maintains that the term "World literature despite being some two centuries old has turned into an emerging field with the recent turn towards globalization cosmopolitanism and transnationalism" (Damrosch 2005: xviii). The uneasy coexistence of the World Literature and the Comparative Literature presupposes the notion of planetarily (Spivak 2005: 71) to move beyond the idea of globalization antra critic the disciplinary organization of the study of literature (D'haen 2013: 207). The primary argument on which the present article navigates is that Tagore's idea of Visva-Sahitya is markedly different from what we call World Literature today.

The primary focus of the article is Tagore's notion of *Visva-Sahitya* and its significance in the contemporary debate on World Literature. With the emergence of transnational discourses, World Literature got its impetus in the current literary space. Said's theorisation of the world in terms of coloniser/colonised binary or Bhabha's notion of the third space evaporates with the embracing of transnational discourses that erase the partitionist propaganda and welcomes the formation of a global fraternity among all nations. The article has a tripartite structure. It begins by referring to the inception of the notion of World Literature in the early 19th century as Goethe put it as *Weltliteratur* and then moves on to offer a comprehensive reading of the emerging theories of World Literature and finally deals with Tagore's notion of *Visva-Sahitya* as an inclusive idea based on his spiritual faith on interpersonal relations and cosmopolitanism.

Johan Wolfgang von Goethe, the eminent German writer and critic of the 19th Century first gave the clarion call for the dissemination of literature across the globe. He famously wrote in a letter to Johann Eckermann in 1827: "National literature is now a rather unmeaning term; the epoch of world literature is at hand, and everyone must strive to hasten its approach" (Damrosch 2014:19). In this very letter, he used the newly minted term *Weltliteratur*. The epoch of the world literature that Goethe predicted almost two centuries before is the present epoch of globalness which we live in. What did Goethe mean by *Weltliteratur*? Did he mean a text must travel beyond the geography of its origin? Its culture? Or its language? Back in the 19th century, it could only mean an extensive collection of books written by hundreds of writers from hundreds of places in hundreds of different languages. Claudio Guillen, quoted by Damrosch, quips at the very possibility of such archival heterogeneity and abundance as it is possible only with "a deluded keeper of archives who is also a multimillionaire" (Damrosch 2003:01). Suffering from the anxiety of influence of the Great European Writers, Shakespeare included, Goethe advocated decanonisation long ago the inception of the postcolonial studies: "Late in his account, he records Goethe's remark that "the daemons, to tease and make sport with men, have placed among them single figures so alluring that everyone strives after them, and so great that nobody reaches them" Goethe names Raphael, Mozart, Shakespeare, and Napoleon as examples" (Damrosch 2003: 02). Goethe's theorisation of World Literature as a transnational entity was implemented slightly modified in the university discipline of Comparative Literature that offers analogical interaction of literary texts while preserving their national, linguistic, and cultural originalities. The domain of Comparative Literature does offer comparative, intersectional reading of literary texts from different places of the world. World Literature, on the contrary, rubs out the dividing line between texts and welcomes a global fraternity of textuality and literariness. The methods for moulding a text into a World Literature are variegated. Generic themes, universal perspectives and translations are some of the possible means. Translation of a literary text meets challenges and ambiguities since the only available and 'global'

language we have is English. Translating texts into English, many assume, may generate linguistic hierarchy and discrimination.

In the 21st century, World Literature has gained an unprecedented impetus resting on the template of Anglophone Literature. World literature presupposes a double process for a literary work to acquire its global dimension; that the work must be 'literature' and that it must be circulated beyond its linguistic and cultural origin. For formulating World Literature, the word 'literature' needs to be analysed etymologically and semantically. Etymologically the term 'literature' was derived from the Latin root *litteratura* or *litteratura* that means both 'learning' and 'writing.' Broadly applied the term 'literature' means any written document. In this sense, a legal document, an advertisement, or the writings on a packet of biscuits amount to literature as much as the novels of D.H. Lawrence. The epistemological aspect of the term defines its literariness. Now the literariness of literature may rest on several elements such as language, culture, formal intricacies and so on. Though not as customary as the formal literariness demanded by the Russian Formalists, literature embodies its literariness, its uniqueness achieved with the help of language.

A few 'globelectic' (Thiong'o 2012) attitudes emerge in the post-1950s scenario that catapulted the provincializing (Chakrabarty 2008) of Eurocentric literature. Nevertheless, the irony of the worlding of literature seems to be rooted in the language question. If a work has to be 'worldly' it needs to be either written in a global language such as English or be translated into one such language. The debates surrounding Anglophone Literature threaten the crystallisation of World Literature per se. While Chinua Achebe defended writing in English since he has "no other choice" (Achebe 1976:125), challenged Achebe's claim in *Decolonizing the Mind* (1986): "English, like French and Portuguese, was assumed to be the natural language of literary and even political mediation between African people in the same nation and between nations in Africa and other continents. In some instances, these European languages were seen as having a capacity to unite African peoples against divisive tendencies inherent in the multiplicity of African languages within the same geographic state" (Thiong'o 1987: 6-7). In *Globelectics* (2012) Thiong'o advocates the idea of cultural globalisation without any global centre: "the shape of the globe. On its surface, there is no one centre; any point on the surface is equidistant to it-like the spokes of a bicycle wheel that meet at the hub. Globelectics combines the global and the dialectical to describe a mutually affecting dialogue, or multi-logueÖ." (Thiong'o 2012: 08). Aamir R. Mufti in *Forget English!* (2016) quips: "The nationalization of languages over the past two centuries all over the world has been accompanied by the globalization of English" (Mufti 2016:146). The issue of translating a text in English for its inclusion in World Literature has resulted in controversies. English is still considered to be the language of the elite and therefore worlding a text by translating it in English justifies that a text becomes global only when it acquires elitist authentication.

David Damrosch maintains a tripartite definition of World Literature that it must embody 1. oviform refraction of national literatures; 2. Literature that goes beyond the national boundaries through translation and 3. A mode of reading beyond time and place. When a literary work survives the weal and tear of time and acquires the dimension of 'classic' it crosses the boundaries of language, culture and continents and is presented to the world in translations. Now the obvious challenge of translating work in a different language is to preserve its original essence. It's difficult to retain the cultural nuances that a language embodies while translating a work. Raja Rao in the Foreword of *Kanthapura* reiterates the difficulty of writing a regional novel, a *sthalapurana* in English:

The telling has not been easy. One has to convey in a language that is not one's own the spirit that is one's own. One has to convey the various shades and omissions of a certain thought-movement that looks maltreated in an alien language. I use the word 'alien,' yet English is not really an alien language to us. It is the language of our intellectual make-up—like Sanskrit or Persian was before—but not of our emotional make-up (Rao 1967: 31).

In Rao, the problem, though, is not that of translation, yet his level of difficulty in transcribing his thoughts into 'an alien language' is conceivable. On the other hand, Spivak in *Death of Discipline* (2005) uses the term "planetarity" to suggest alterity among human beings: "The globe is on our computers. No one lives there. It allows us to think that we can aim to control it. The planet is in the species of alterity, belonging to another system; and yet we inhabit it, on loan" (Spivak 2005:72). The notion of alterity moves beyond the threshold of the existing epistemological systems and embraces a broader spectrum of knowing beyond.

In a lecture on "The Literature of the Bengali People," delivered at the annual meeting of the Literary Council of Bengal in 1895, Rabindranath Tagore observed: "The word *sahitya* comes from *sahit*. Hence, Ö we find in the word *sahitya* the idea of union. It is not simply a union of idea and idea, language and language, book and book: nothing except *sahitya* or literature can establish deeply intimate ties between one person and another, between past and present, between far and near. The people of a country deficient in literature have no vital bonds to join them: they remain isolated" (Tagore 1919a: 179). Rabindranath Tagore spoke of *Visva-Sahitya* in a lecture he delivered at the Jatiya Sikhsha Parishad (the National Council for Education) in 1907 in Calcutta. Tagore used the word 'visva' to suggest a unitary body of all living organisms and the non-living objects integrally connected with the greater Consciousness (Brahman). Tagore's notion of collectiveness and inter-corporeality derived from the Upanishads and other religious and philosophical texts. Tagore named the educational institution *Visva-Bharati* that he founded on the tract of land given to him by Debendranath Tagore. In his "*Visva-Sahitya*," Tagore asserts that the only objective of man's intellect is to reach out to others. He categorises three types of interpersonal relations- 1. The connection of intellect 2. The connection of need and 3. The connection of joy. The

connection of intellect operates being confined to the ego. The connection of need is a connection of self-interest. It's the connection of joy that dissolves all differences: "...there remains no pride; we do not hesitate to give ourselves to the very small, to the weak. There the king of Mathura [Krishna] is at his wits' end trying to find a way to hide his royal dignity from the lowly milkmaid of Vrindavan where the connection is that of joy, we are not limited by the power of the intellect or the power of work: we only experience ourselves. There remains no cover or calculation in between" (Banerji et al. 2015: 278). Evidently, Tagore's theory of Visva-Sahitya is built upon the philosophical idea of spiritual cosmopolitanism. He observes that man can know himself easily in others. He can experience himself in others: "In this way, all that manifests itself so luminously on the outside, be that the Sun's bright rays or the brightness of a great character or the emotion of our hearts—whatever kindles our emotions from one moment to another, that, the heart entwines in a creation of its own and clings to as its own. In such instances it is the heart that expresses itself more and more concretely" (Banerji et al. 2015: 281).

The formulation of Tagore's spiritual cosmopolitanism is closely associated with his voyages. Tagore's travel diaries later published under titles *Europe Jatriri Diary (The Diary of a Wayfarer to Europe)*, *Paschim Jatriri Diary (The Diary of a Wayfarer to the West)*, and *Java Jatriri Patra (Letters of a Traveller to Java)* testify to his cosmopolitanism. Disenchanted with the nationalist discourse, Tagore set out to explore distant lands, foreign cultures as he never wanted the freedom movements of India to emulate European nationalism. In a letter to Nirmalakumari Mahalanobis on 15 July 1927, he wrote: "We have embarked on this pilgrimage to see the signs of the history of India and to establish a permanent arrangement for research in this field" (Bose 2011). In his *On the Edges of Time*, Rathindranath wrote: "Father was an inveterate traveller. Even in his early life, he would not stay at home for long. He had then to satisfy himself with moving about within the limits of India, with only two brief visits to England" (Bose 2009:109). In 1912 Tagore commenced his oceanic voyages under the shadow of the First World War. Beyond India, he set foot first in Burma and then voyaged to Japan. Next, he crossed the Pacific Ocean to reach North America. From North America, he journeyed towards the East and reached Japan. Between 1924 and 1925 he crossed the Indian Ocean to reach Latin America in response to an invitation from the Peruvian Government. He visited Java in 1927. He described his voice to Java as a pilgrimage in his travelogue *Java Jatriri Patra (Letters of a Traveller to Java)*. In 1932 he visited Iraq and Iran. In 1933 he visited Sri Lanka. This was the final voyage I undertook beyond his country. The oceanic voyages that Tagore undertook beyond India expanded his vision and helped him to understand the essence of life. Besides, Tagore's extensive study of the Upanishads and Indian philosophical schools such as Buddhism, Jainism and so on helped him formulate his cosmopolitan wisdom. Sugata Bose commented on Tagore's voyage to Java: "Tagore's westward voyage in 1924–1925 had kindled an emotion that was to circumnavigate the globe, transcending all boundaries despite the challenges of literary and cultural translation" (Bose 2009: 245).

David Damrosch maintains a tripartite definition of World Literature that it must embody 1. oviform refraction of national literatures; 2. Literature that goes beyond the national boundaries through translation and 3. A mode of reading beyond time and place. When a literary work survives the weal and tear of time and acquires the dimension of 'classic' it crosses the boundaries of language, culture and continents and is presented to the world in translations. Now the obvious challenge of translating work in a different language is to preserve its original essence. It's difficult to retain the cultural nuances that a language embodies while translating a work. Raja Rao in the Foreword of *Kanthapura* reiterates the difficulty of writing a regional novel, a *sthalapurana* in English:

The telling has not been easy. One has to convey in a language that is not one's own the spirit that is one's own. One has to convey the various shades and omissions of a certain thought-movement that looks maltreated in an alien language. I use the word 'alien,' yet English is not really an alien language to us. It is the language of our intellectual make-up—like Sanskrit or Persian was before—but not of our emotional make-up (Rao 1967: 31).

In Rao, the problem, though, is not that of translation, yet his level of difficulty in transcribing his thoughts into 'an alien language' is conceivable. On the other hand, Spivak in *Death of Discipline* (2005) uses the term "planetarity" to suggest alterity among human beings: "The globe is on our computers. No one lives there. It allows us to think that we can aim to control it. The planet is in the species of alterity, belonging to another system; and yet we inhabit it, on loan" (Spivak 2005:72). The notion of alterity moves beyond the threshold of the existing epistemological systems and embraces a broader spectrum of knowing beyond.

In a lecture on "The Literature of the Bengali People," delivered at the annual meeting of the Literary Council of Bengal in 1895, Rabindranath Tagore observed: "The word *sahitya* comes from *sahit*. Hence, we find in the word *sahitya* the idea of union. It is not simply a union of idea and idea, language and language, book and book: nothing except *sahitya* or literature can establish deeply intimate ties between one person and another, between past and present, between far and near. The people of a country deficient in literature have no vital bonds to join them: they remain isolated" (Tagore 1919a: 179). Rabindranath Tagore spoke of *Visva-Sahitya* in a lecture he delivered at the Jatiya Sikhsa Parishad (the National Council for Education) in 1907 in Calcutta. Tagore used the word 'visva' to suggest a unitary body of all living organisms and the non-living objects integrally connected with the greater Consciousness (Brahman). Tagore's notion of collectiveness and inter-corporeality derived from the Upanishads and other religious and philosophical texts. Tagore named the educational institution *Visva-Bharati* that he founded on the tract of land given to him by Debendranath Tagore. In his "*Visva-Sahitya*," Tagore asserts that the only objective of man's intellect is to reach out to others. He categorises three types of interpersonal relations- 1. The connection of intellect 2. The connection of need and 3. The connection of joy. The

connection of intellect operates being confined to the ego. The connection of need is a connection of self-interest. It's the connection of joy that dissolves all differences: "...there remains no pride; we do not hesitate to give ourselves to the very small, to the weak. There the king of Mathura [Krishna] is at his wits' end trying to find a way to hide his royal dignity from the lowly milkmaid of Vrindavan where the connection is that of joy, we are not limited by the power of the intellect or the power of work: we only experience ourselves. There remains no cover or calculation in between" (Banerji et al. 2015: 278). Evidently, Tagore's theory of Visva-Sahitya is built upon the philosophical idea of spiritual cosmopolitanism. He observes that man can know himself easily in others. He can experience himself in others: "In this way, all that manifests itself so luminously on the outside, be that the Sun's bright rays or the brightness of a great character or the emotion of our hearts—whatever kindles our emotions from one moment to another, that, the heart entwines in a creation of its own and clings to as its own. In such instances it is the heart that expresses itself more and more concretely" (Banerji et al. 2015: 281).

The formulation of Tagore's spiritual cosmopolitanism is closely associated with his voyages. Tagore's travel diaries later published under titles *Europe Jatriri Diary (The Diary of a Wayfarer to Europe)*, *Paschim Jatriri Diary (The Diary of a Wayfarer to the West)*, and *Java Jatriri Patra (Letters of a Traveller to Java)* testify to his cosmopolitanism. Disenchanted with the nationalist discourse, Tagore set out to explore distant lands, foreign cultures as he never wanted the freedom movements of India to emulate European nationalism. In a letter to Nirmalakumari Mahalanobis on 15 July 1927, he wrote: "We have embarked on this pilgrimage to see the signs of the history of India and to establish a permanent arrangement for research in this field" (Bose 2011). In his *On the Edges of Time*, Rathindranath wrote: "Father was an inveterate traveller. Even in his early life, he would not stay at home for long. He had then to satisfy himself with moving about within the limits of India, with only two brief visits to England" (Bose 2009:109). In 1912 Tagore commenced his oceanic voyages under the shadow of the First World War. Beyond India, he set foot first in Burma and then voyaged to Japan. Next, he crossed the Pacific Ocean to reach North America. From North America, he journeyed towards the East and reached Japan. Between 1924 and 1925 he crossed the Indian Ocean to reach Latin America in response to an invitation from the Peruvian Government. He visited Java in 1927. He described his voice to Java as a pilgrimage in his travelogue *Java Jatriri Patra (Letters of a Traveller to Java)*. In 1932 he visited Iraq and Iran. In 1933 he visited Sri Lanka. This was the final voyage I undertook beyond his country. The oceanic voyages that Tagore undertook beyond India expanded his vision and helped him to understand the essence of life. Besides, Tagore's extensive study of the Upanishads and Indian philosophical schools such as Buddhism, Jainism and so on helped him formulate his cosmopolitan wisdom. Sugata Bose commented on Tagore's voyage to Java: 'Tagore's westward voyage in 1924–1925 had kindled an emotion that was to circumnavigate the globe, transcending all boundaries despite the challenges of literary and cultural translation' (Bose 2009: 245).

One of the most crucial elements in Tagore's philosophy is the knowledge of altruism. It is through self-giving that one knows oneself fully though there are hindrances such as pride and selfishness obstructing such altruistic dissemination (Paranjape 2018: 33). The readiness to move beyond one's oneself, to leave the cocoon of cogito to get mingled with the flow of lives, the effusion of light and joy is the key to the ontological wisdom of Visva-Sahitya:

To manifest the pride of her (of hriday-Lakshmi/heart goddess) reciprocal hospitality she fashions her tray of offerings with many ingredients, many languages, sounds, brushes, and blocks of stone [for carving]. In so doing, if any of her needs be served, well and good, but often, even at their expense, she is eager to express herself. She wants to display her lavishness even if the price is bankruptcy. Self-expression is that department in man's nature which is the chief site of incautious spending—it is here that the accountant of the intellect laments over his losses, striking his forehead in frustration (Banerji et al. 2015: 282).

Tagore's notion of Visva-Sahitya is quite different from what Goethe proposed as *Weltliteratur* or World Literature. Tagore's philosophy is neither confined to archival heterogeneity nor the global circulation of literature. In Tagore's philosophy, literature is the expression of the collective unconscious (Jung) or the feelings of Visva-Manav (the world man): "Therefore we see the similarity between this world-samsara and the human samsara (the macrocosm and the microcosm). God's truth and knowledge are manifest in the work of the world, and his joy is instantiated in the flavours of the world. It is difficult to grasp his wisdom through work, but there is no difficulty in experiencing his joy in the rasas. Because in these pleasures is He expressing himself" (Banerji et al. 2015:284). Tagore in his essay distinguishes between self-interest and self-expression. Literature is the ocean of self-expression that knows no limits or boundaries. It drowns the shores of self-interest with its rolling waves. Tagore's speech on Visva-Sahitya has already been pointed out before, advocates deliverance of self-expression beyond the precincts national cultural linguistic and personal boundaries. Tagore's visionary philosophy of Visva-Sahitya is quite different from the idea of world literature. Stefan Hoesel-Uhlig "The Directions of Goethe's *Weltliteratur*" criticises the idea of literature in the following words: at a critical juncture, when readers look to the most compelling range of works, world literature presents no more than an extensive archive of dead letters (Uhlig 2004: 27). The amorphous nature of World Literature as we understand it today leads to ambiguities among critics. René Wellek complains that World Literature is an unreliable guide because of its lexical ambiguity (Wellek 1970:15). World Literature is an offshoot of Comparative Literature. Visva-Sahitya rests on interpersonal, cosmopolitan relationships. The idea is to give away oneself to others, to disseminate one's feelings among others. His idea is spiritual and cosmopolitan:

All I have wanted to say is that just as the world is not merely the sum of your plough field, plus my plough field, plus his plough field—because to know the world that way is only to know it with a yokel-like parochialism—similarly world literature is not merely the sum of your writings, plus my writing, plus his writings. We generally see literature in this limited, provincial manner. To free oneself of that regional narrowness and resolve to see the universal being in world literature, to apprehend such totality in every writer's work, and to see its interconnectedness with every man's attempt at self-expression—that is the objective we need to pledge ourselves to (Banerji et al. 2015: 288).

Tagore's theorisation does not encourage archival heterogeneity or the circulation of texts beyond the boundaries of language; instead, he views literature as a collective body, as an all-encompassing entity—a surplus that integrates the emotions of an individual with the generosity of the world. A text is a record of one man's integration with the world—the macrocosm beyond himself.

Works Cited

- Achebe, C. 1976. *Morning yet on Creation Day*. UK: Heinemann.
- Chakrabarty, D. 2008. *Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Damrosch, D. 2003. *What is World Literature?* New Jersey: Princeton University Press.
- Damrosch, D. 2014. *World Literature in Theory*. New Jersey: Wiley Blackwell.
- Das, R., & Paranjape, M. R. (Trans.). 2015. Visva Sahitya. In: Debashish Banerji (ed.) *Rabindranath Tagore in the 21st Century: Theoretical Renewals*. pp. 277-288. Germany: Springer.
- Haen, T. D. 2013. *World Literature: A Reader*. NY: Routledge.
- Hoesel-Uhlig, S. 2004. The Directions of Goethe's Weltliterature. In: C. Prendergast (ed.), *Debating world literature* pp. 26-54. NY: Verso.
- Miron, L. 'Spiritual Cosmopolitanism, Transnational Migration, and the Bahí'í Faith.' *The Journal of Bahí'í Studies*, 30 (1-2) 19-44.
- Mufti, A. 2018. *Forget English!: Orientalisms and World Literatures*. Cambridge: Harvard University Press.
- Paranjape, M. R. 2018. Tagore's Visva-Sahitya: Re-wor(l)ding the House of Literature. In: M. R. Paranjape (Ed.), *Cultural Politics in Modern India: Postcolonial Prospects, Colourful Cosmopolitanism* pp. 18-25. India: Routledge India.
- Rao, R. 1967. *Kanthapura*. New York: New Directions.
- Spivak, G. C. 2005. *Death of a discipline*. NY: Columbia University Press.
- Stam, R. 2019. *World Literature, Transnational Cinema, and Global Media: Towards a Transartistic Commons*. NY: Routledge.
- Tagore, R. 1919. "Bengali national literature," trans. S. Chakravorty, In: Tagore, *Selected Writings*, pp. 179-93

- —. 1908. *Europe Jatrir Diary (The Dairy of a Wayfarer to Europe)*.
 - Kolkata: Visva-Bharati.
- —. 1907. *Java Jatrir Patra (Letters of a Traveller to Java)*. Kolkata: Visva-Bharati.
- —. 1908. *Paschim Jatrir Diary (The Diary of a Wayfarer to the West)*. Kolkata: Visva-Bharati.
- Tagore, R. 1978. *On the edges of Time*. Connecticut: Greenwood Press.
- Thiong'o, N. W. 1987. *Decolonizing the mind: The politics of language in African literature*. Zimbabwe: Zimbabwe Publishing House (Pvt.) Ltd.
- Thiong'o, N. W. 2012. *Globalectics: Theory and the Politics of Knowing*. NY: Columbia University Press.
- Wellek, R. 1970. *Discriminations: Further concepts of criticism*. London: Yale University Press.

Bio Profile of the Author:

Assistant Professor & Head,
Department of English,
Onda Thana Mahavidyalaya

Indian Literature

Sahitya Akademi's Bimonthly Journal



September–October 2022 **331**

Editorial Board

Chandrashekhara Kambara
Madhav Kaushik
K. Sreenivasarao

Guest Editor

Sukrita Paul Kumar

Published by Sahitya Akademi

The Eyes Say It P.K. Kuruvilla	English	70
Hariakka: The Warrior Woman Bandi Narayana Swami Tr. Aruna Bommareddi	Telugu	77
The Mustard Oil Ghazanfar Tr. Abdul Naseeb Khan	Urdu	86
Organ Trafficking Gnanavi Gummadi	English	91
ESSAY		
<i>Environmental Imagination in Arundhati Roy's The God of Small Things and Amitav Ghosh's The Hungry Tide</i> Navleen Multani		96
<i>Kalidasa's Sakuntala: A Multifaceted Heroine</i> Suyasha Mookim		112
<i>From Home to the World: Tagore and Oceanic Voyages</i> Sourav Kumar Nag		121
<i>Women as "Heroes": Negotiating Patriarchy in Bollywood</i> Shipra Gupta		131
<i>Charans and the Evolution of Rajasthani Oral-Written Literature</i> Tripti Deo		144
<i>Agha Shahid Ali's Reinvention of the Marsiya into English Poetry</i> Fatima Noori		156
<i>Questioning the Lexicon of Silence: Subversive Women in the Mahabharata</i> Seema Sinha and Kumar Sankar Bhattacharya		170

From Home to the World: Tagore and Oceanic Voyages

Sourav Kumar Nag

[a]nd in the salt chuckle of rocks
with their sea pools, there was the sound
like a rumour without any echo
of History, really beginning.

—Derek Walcott, "The Sea is History" (77-80)

The true India is an idea, and not a mere geographical fact.

—Tagore to C.F. Andrews, 13 March 1921 (Bhattacharya 2012, 67)

This article investigates the various sea voyages Rabindranath Tagore (Robindronath Thakur) undertook between 1878 and 1932 from postcolonial perspectives. Tagore's first trip beyond India was as a student in 1878. He was "a constant traveller in body, mind and spirit" (Richardson 2019, 358). He was one of those few Indians who did not accept radical nationalist ideologies. His voyage to Southeast Asia in 1927 was perhaps the most substantial of his oceanic travels. His voyages to the West were backed up by his spiritual search for a greater India beyond the limitations of radical nationalism. His ideas of nation and the world underline a divided heart.

For him, nationalism paved the way for internationalism and the celebration of the universal cause of humanity and human liberation (Datta Gupta 2020, 288). Voyaging beyond the nation broadened his scope for transculturalist and transnational investigations. What is curious about his voyages is that they were not simply founded upon the template of Asianist discourses but moved beyond the confine to embrace a different kind of truly "cosmopolitan universalism" at the portals of global modernity (Dasgupta 2020, 211).

Sugata Bose in his *A Hundred Horizons* (2009) perceived his voyages through the metaphor of "pilgrimage" (Bose 2009, 233). Bose's use of the metaphor of *tirthjatra*, or pilgrimage, labels the voyages he undertook as something spiritually inclined. However, such labeling narrows down the reading of his voyages to the religious and philosophical spheres. The voyages Tagore undertook were more than that. A close reading of his travelogues reveals the truth. Tagore's transnational discourse was founded on his broad worldview of the *visva* or the world. In places, he is logical and purely materialistic.

This article rests upon Tagore's travel diaries, later published under the titles *Europe Jatrir Diary* Vol. I & II (1891-93), *Paschim Jatrir Diary* (1929), and *Java Jatrir Patra* (1929). Most of Tagore's voyages were undertaken before the Independence of India. The "postcolonial" in those voyages is anchored to his search for universal and cosmopolitan philosophies that essentially counter the "colonial." What distinguishes Tagore's postcolonial attitude from the radical anti-imperialist and nationalist vehemence of his time is that he has always scrutinized the varying dimensions of civilization and socio-cultural human positions and compared them to find out the ideals of the human condition. Moving beyond the essentials of nationalist parochialism he viewed man as a universal being ("Visva-Manav"). The problem with Tagore scholarship is that Tagore is read as an Indian mystic who traveled to the West as a torchbearer of Eastern wisdom.

Though a few research articles were published on Tagore's voyages and their universal dimensions, little attention has been paid to the postcolonial aspects of those voyages. This article offers a new postcolonial perspective to read Tagore's oceanic voyages.

Politics of Post-Space and Postcolonial "Voyages"

The Indian Ocean has a long history of dominance, both pre-colonial and postcolonial. Long before European traders discovered trade routes through the Indian Ocean, traders from Persia, Arabia, China, and India had churned the ocean. Abundant natural wealth found in the littoral regions of the Indian Ocean was the principal factor behind the European trades. The exploitable wealth found in those regions included spices, gems, oil, uranium, gold, tin, bauxite, zinc, etc. The forests of the western ghats had an abundant supply of pepper and ginger. Indigo grew along India's southeastern Coromandel Coast. Diamonds were mined in many parts of India. Other crystalline gems

such as ruby, emerald, sapphire, etc. were abundant in many regions of India and Sri Lanka (Kearney 2004, 3-4).

From around the mid-18th century, the British dominance over the Indian Ocean began to grow significantly and continued to grow for the next hundred years or so; "the dramatic change" (Pearson 2003, 190) that took place foregrounded British autonomy, the Dutch, and the French dominance being on the wane. The Seven Years' War (1756-63) marked the beginning of British dominance (Pearson 2003, 190). British dominance was not confined to the Indian Ocean only, but it extended even beyond the littoral states. Many major Indian cities such as Mumbai, Kolkata, and Chennai became centers for British trade in the next fifty years and many major ports in Asia and Africa were captured by them.

Like trade, the Indian Ocean was also a passage for subaltern lives. Numerous slaves, indentured labourers, soldiers, sailors, and indigenous people were transported between Europe and the colonies of the East. The history of colonialism is marked by the blood of the subaltern lives. The ideologies of racism, hatred and white supremacy have been contested and often resisted by different nationalist forces in India and other colonies of Britain. Tagore's voyages to many parts of Europe resonate with cosmopolitan, humanistic goodwill.

Tagore's Oceanic Voyages and "Postcolonial" Humanism

In 1912 Tagore commenced his oceanic voyages across the Indian Ocean under the shadow of World War I. Beyond India, he set foot first in Burma and then voyaged to Japan. Next, he crossed the Pacific to reach North America, from where he journeyed towards the East and reached Japan. In 1924-25, Tagore crossed the Indian Ocean to reach Latin America in response to an invitation from the Peruvian government. He visited Java in 1927 and narrated the events related to his voyage to Java in his travelogue, *Java Jatrir Patra* (1929). In 1932 he visited Iraq and Iran and in 1933, Sri Lanka. This was the final voyage he undertook beyond his country.

"India's unofficial ambassador" (Gunderson 2012, 317), Tagore began his westward oceanic voyages catapulted by disenchantment with the nationalist discourse prevalent in India. He left his life of confinement to the world of bookish wisdom and appeared on the public scene in 1905 in India but very soon got disillusioned with the radical nationalism triggered by the Partition of Bengal and retired to his family mansion in Shelidah. On 27 May

1912, the poet, then in ill health, sailed out with his son Rathindranath and daughter-in-law, Pratima, and his secretary William W. Pearson.

In his *On the Edges of Time*, Rathindranath wrote: "Father was an inveterate traveler. Even in his early life, he would not stay at home for long. He had then to satisfy himself with moving about within the limits of India, with only two brief visits to England" (1979, 109). Eminent critics like Nirad C. Chaudhuri and Uma Das Gupta have discovered the personal purposes behind Tagore's voyage to London.¹

However, the assumption that Tagore sailed to Europe merely to address a larger audience beyond India is hardly acceptable. Tagore perceived his voyages as means of liberating himself from the confinement of family, nation, and above all, selfhood: "Move like the waterfall, like the ocean waves, like the birds at dawn, like the light at sunrise. That is why the world is so vast, the earth so extraordinary, the sky so infinite. That is why dancing atoms and molecules fill the universe, and countless galaxies, carrying their own tents of light like wandering Bedouins at the world's margins, traverse the sky without knowing where they are going" (Alam and Chakravarty 2011, 764).

Even though Tagore was writing in colonial India he was aware of the need for recognition of the colonized subject and his entry into subjectivity. In colonial ethics, the colonized is not recognized. He is "othered," reduced to "objecthood" (Fanon 1956, 82). What is "postcolonial" about Tagore is his humanistic cosmopolitan attitude that made him assert that any harm to the west also means damage to the east. Instead of taking part in radical anti-colonial national movements, he restored the subject position of the colonized by equating the Western man with the Eastern—the colonizer and the colonized as twin brothers created by the "same God." He asserted that the "passion" of the colonizer to oppress and the struggle of the colonized to liberate himself should be transformed into a greater state of creative unity—a greater self of the Universal Man or *Visva-Manav*. In the opening paragraph of his *Europe Jatri Diary* Vol. I & II (1891-93) Tagore underlined the importance of leaving confinement to age-old asceticism to bathe in the ever-flowing stream of life.

He argued that the purpose of his first visit to Europe was backed up by his deep longing to encounter the European civilization—its current and growth: "For many years I had the desire to dive into the center of European civilization to feel its eddies of madness, frenzied rhythm, thunderous

1. Das Gupta, *Rabindranath Tagore: A Biography* (New Delhi: Oxford University Press, 2004), p. 62.

velocity, restless progress in my veins" (Tagore 1891, 1). He was one of the few Indian intellectuals who had perceived the importance of transnational encounters long before the rise of globalization. He felt the need for East-West encounter at the level of culture and ideas so that the "nature of the colonial relationship would be transformed" (Collins 2012, 19).

The travelogue begins with his longing for voyaging beyond the Indian coast toward the shore of the West. However, Tagore's wanderlust for moving beyond the familiar spaces was catapulted by his desire to embrace the emerging worldviews of material advancement and the European notion of civilization. In the introductory part of the book, Tagore asserts: "[W]e are ancient Indians. We are very tranquil. I feel a kind of great national obsolescence sometimes. When I introspect, I feel only tranquillity, speculation, odium and stoicism as if we are enjoying a ceaseless recess both within and without" (my translation) (Tagore 1891, 1). Tagore was much oversaturated with the old ways of the world, which preferred tranquil pastures to the mad frenzy of civilization.

Tagore compared the ascetics of ancient India to the medieval European alchemists because the Indian ascetics were entangled in idle meditation, tacitly rejecting the vigour and the pulse of life that offers extremely diverse ways and means: "Their search for the spiritual elixir remained incomplete as the clarion of Western civilization invaded their laboratories. When they entered, they found that a worn-out decrepit man was sitting cross-legged. His body was bare and weak, and he had no experience of what was called the Western civilization" (Tagore 1891, 4-5). It is evident that Tagore is critiquing the colonial invasion of culture though he invites his fellow Indians to go and embrace the new waves of the way of the world: "Hence, O decrepit, O ever meditative, O stoical—either thou rise and engage thyself in political agitation or lying on your bed pine for your lost youth" (Tagore 1891, 5). Tagore's perspective is inclusivist, optimistic and pragmatic. He rejects the age-old notion that India was ever the center for mere spiritual progression and transcendence. Taking a cue from the Indian epic, the *Mahabharata*, he asserts that the ancient culture of India was founded on ability, dignity, truth, and sacrifice. It was a fast-growing world. The present glorification of passivity and abjection is a later development.

In his travelogue *Paschim Jatrir Diary* (1929), Tagore mentioned an anecdote that shows how indifferent he was to the contemporary political situation in India. Once Bal Gangadhar Tilak sent fifty thousand rupees by postal order to visit Europe, but Tagore refused the gift since he was unwilling

to voyage to the West on political interest. To justify his decision, he explained in his travelogue that he was a messenger from India and his chief aim was to represent India as it is instead of being a political emissary: "The task of advocating India is the true vocation of mine. My chief aim is to serve my country by serving the truth" (Tagore 1929, 8). Tagore kept himself aloof from the political urge of scattering nationalist ideologies; instead, he responded to the call of his heart. At the beginning of the travelogue, Tagore unveils his deep longing for going beyond the familiar horizon: "The unknown nameless she stands beyond the oceans, and I have a deep longing to meet her" (Tagore 1929, 2).

Sugata Bose commented on Tagore's voyage to Java: "Tagore's westward voyage in 1924-1925 had kindled an emotion that was to circumnavigate the globe, transcending all boundaries despite the challenges of literary and cultural translation" (Bose 2009, 245). Tagore's Bengali followers quickly established a Greater India Society in Calcutta on the eve of his voyage to Java. Tagore took with him on this journey a small but formidable team of intellectuals and artists, including Suniti Kumar Chattopadhyay, Surendra Nath Kar, and Dharendra Krishna Brahma. His *Java Jatrir Patra* is a travelogue that manifests a different Rabindranath.

In his *Europe Jatrir Patra*, Tagore upheld the glory of ancient India whereas in this he glorifies the material abundance of Europe: "I don't regret that Europe has established herself as the over lady by dominance. Europe has influenced the space of time of all the world by the dint of scientific truth" (Tagore 1929, 24).

Tagore wrote another travelogue *Parashye [In Persia]* in which he, not just as a poet of Bengal, but "an acute observer of cultures" (Bose 2009, 261), sought to develop an Indo-Aryan brotherhood. He was, by then, reputed for his fondness for Sufism. Tagore stayed in a garden house called Shiraz of a merchant named Shirazi. He visited the Masjid-e-Shah and Masjid-e-Chahar-e-bagh.

Tagore's voyage to the Middle East was equally philanthropic and universal. In every speech he delivered, every verse he wrote he sent out the message of brotherhood and fellow feeling. His universalism was "different" and free from the taint of covert imperialist aspirations (Bose 2009, 268).² Tagore's idea of intercontinental brotherhood for a greater India was built upon a transculturalist template. Tagore believed in cultural assimilation and

2. See Sugata Bose *A Hundred Horizons* (2009, 268).

spiritual harmony. His ideas were rooted in the ancient Indian philosophies of the Vedanta. In *The Religion of Man* (1922) he illustrates his ideas that cultural conglomeration can only be achieved by altruistic love and harmony of the body and the spirit:

And I had intently wished that the introspective vision of the universal soul, which an Eastern devotee realizes in the solitude of his mind, could be united with this spirit of its outward expression in service, the exercise of will in unfolding the wealth of beauty and well-being from its shy obscurity to the light (Tagore 1922, 177).

Conclusion

It is already argued that Tagore's perception of the whole colonial enterprise and anti-colonial resistance in India was humanistic. The man was more important to him than the colonizer/ colonized binary. For him, Creation was a universal phenomenon. He was interested more in the meeting of the East and West than anti-colonial agitations on the one hand and on the other, was disgusted with the material greed of the West. Tagore's postcolonial attitude was based on an essential conglomeration of the scientific progress of the West and the spiritual anchoring of the East. The union of material knowledge of the physical world and spiritual wisdom can lead to a perfect creative unity for the world. Tagore derived a deep understanding of the spiritual wisdom from the Vedas and the Upanishads and of scientific materialism from his wide-ranging travels. It is truly engaging when one reads the narratives of his oceanic voyages of the times he passed during his journeys and after reaching his destinations.

The material greed that led the Western conquerors and explorers from the West to invade the tranquillity and peace of the colonies is justly critiqued by Tagore. But his writing back is unique and unparalleled. Moving beyond the nationalist discourses of colonial India, Tagore dreamed of a universal brotherhood that would result in collaborative and interactive cultural exchange among different nations. Like a pantheist, he found love, integration, and fellow feeling in nature and the society of men. He did not believe in a God who is confined within an architectural building; instead, he ties men with an invisible thread of love. It should be mentioned before I conclude the article that Tagore's longing for the East-West brotherhood was not built on the template of the Orientalist dream of the British Empire. His longing was humanitarian and philosophical. He was aware of the limitations and constraints. He knew that the East and the West nurture a different moral and cultural make-up. He wanted only to conglomerate the best parts of the

two. In "The Centre of Indian Culture" he elucidates his philosophy of mutual cooperation instead of struggle for existence. His voyages were ideologically rooted in the *Advaita Vedanta* that foregrounded altruism as the true vocation of life:

But already there is an indication of a change in this view, and facts are being brought to prove that the positive force which works at the basis of natural selection is the power of sympathy, the power to combine. In the nineteenth century, the message of political economy was unrestrained competition; in the twentieth, it is beginning to change into co-operation (Tagore, 2015).³

His idea of freedom was also different from those of his contemporaries. He believed in a collateral pattern of existence and a global human culture. He rejected the radical nationalist agenda for political freedom in favor of spiritual enlightenment. The voyages he undertook foreground a postcolonial attitude that rests on assimilation, reciprocation, and harmony contrary to imperialist power politics and the radical nationalist agenda of India. He founded *Visva-Bharati* to usher the communion of the world with India to transform India into a greater India.

Works Cited

- Bhattacharya, Sabyasachi (ed.). 2012. *The Mahatma and the Poet: Letters and Debates Between Gandhi and Tagore, 1915–1941*, 5th ed. New Delhi: National Book Trust.
- Bose, Sugata. 2009. *A Hundred Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Cohen, Margaret. 2013. *The Novel and the Sea*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Collins, Michael. 2015. *Empire, Nationalism and the Postcolonial World: Rabindranath Tagore's writings on history, politics and Society*. New York, USA: Routledge.
- Conrad, Joseph. 2020. *Joseph Conrad's Heart of Darkness*. Ed. by Peter Kuper and Maya Jasanoff. New York, NY: W.W. Norton & Company, Inc.

3. Rabindranath Tagore. *The Centre of Indian Culture*. Accessed 31 December 2019. <http://tagoreweb.in/Render/ShowContent.aspx?ct=Essays&bi=72EE92F5-BE50-40D7-9E6E-0F7410664DA3&ti=72EE92F5-BE50-4FE7-FE6E-0F7410664DA3&ch=12>

- Dasgupta, Uma. 2004. *Rabindranath Tagore: A Biography*. New Delhi, India: Oxford Univ. Press.
- Defoe, Daniel. 2018. *Robinson Crusoe*. Ed. by N.C. Wyeth. Orinda, CA: Sea Wolf Press.
- Gunderson, W. "Tagore's Visit To Europe And America 1912-1913." *Proceedings of the Indian History Congress*, vol. 24, 1961, pp. 317-326., www.jstor.org/stable/44140774.
- Edwards, Justin D. and Rune Graulund, eds 2014. *Postcolonial travel writing: critical explorations*. UK: Palgrave Macmillan.
- Fanon, Frantz. 1994. *Black Skin, White Masks*: New York: Grove Press.
- Gandhi, Mahatma. Tagore, Rabindranath. *Mahatma and the Poet; Letters and Debates Between Gandhi and Tagore 1915-1941*. India: National Book Trust, India, 1997.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell UP.
- Gupta, S. D. 2020. "Tagore's View of Politics and the Contemporary World" (S. Chaudhuri, Ed.). In *The Cambridge Companion to Rabindranath Tagore* (pp. 279-293). Cambridge, United Kingdom, UK: Cambridge University Press.
- Kearney, Milo. 2004. *The Indian Ocean in World History*. New York, USA: Routledge.
- Nehru, Jawaharlal. 1994. *The Discovery of India*. Delhi, India: Oxford University Press.
- Pearson, Michael N. 2003. *The Indian Ocean*. London, UK: Routledge.
- Steinberg, Philip E. 2014. "Foreword: On Thalassography." Essay. In *Water Worlds: Human Geographies of the Ocean*, Ed. by Jon Anderson and Kimberley Peters, xiii-xvii. Surrey, UK: Farnham: Ashgate.
- Tagore, Rabindranath. 1922. *Creative Unity*. London, UK: Macmillan Limited.
- 2019. *Gitanjali*. S.l.: RUPA & CO.
- 1908. *Europe Jatrir Diary (The Dairy of a Wayfarer to Europe)*. Kolkata: Visva-Bharati.
- 1907. *Java Jatrir Patra (Letters of a Traveller to Java)*. Kolkata: Visva-Bharati.
- 2017. "Nationalism in the West." Tagoreweb. 2017. <http://tagoreweb.in/Render/ShowContent.aspx?ct=Essays&bi=72EE92F5-BE50-40D7-8E6E-0F7410664DA3&ti=72EE92F5-BE50-4A47-0E6E-0F7410664DA3>.

- 1908. *Paschim Jatrir Diary (The Diary of a Wayfarer to the West)*. Kolkata: Visva-Bharati.
- 2015. "The Centre of Indian Culture." Accessed 31 December 2019. <http://tagoreweb.in/Render/ShowContent.aspx?ct=Essays&bi=72EE92F5-BE50-40D7-9E6E-0F7410664DA3&ti=72EE92F5-BE50-4FE7-FE6E-0F7410664DA3&ch=12>
- 1922. *The Religion of Man*. London, UK: George Allen Unwin Ltd.
- Tagore, Rathindranath. 1979. *On the Edges of Time*. California, USA: Greenwood Press.
- Upstone, Sara. 2009. *Spatial Politics in the Postcolonial Novel*. Farnham, England: Ashgate.
- Tagore, R. 1939. *Pather Sanchay* (R. Chakravarty, Trans.). In F. Alam and R. Chakravarty (Eds.), *The Essential Tagore* (pp. 760-764). Cambridge, MA, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Walcott, Derek., Baugh, Edward. *Selected Poems*. United States: Farrar, Straus and Giroux, 2014.
- Walters, William. 2012. *Governmentality: Critical Encounters*. Abingdon, Oxon: Routledge.



Peer Reviewed

ISSN 0976-075X CLIO

UGC CARE LIST

CLIO

An Annual

Interdisciplinary Journal of History

Vol.22 No.22
December 2022

Editor

Chittabrata Palit

Assistant Editor

Aparajita Dhar

Corpus Research Institute

28/C/1 Gariahat Road West
Kolkata-700068

CONTENTS

	Page
□ Editorial	1-2
□ Glimpses of the Ethno Cultural relation of the people of Assam with Bengal <i>Prof. Dr. Annapurna Chattopadhyay</i>	3-22
□ Medical Strait of Buddhism: An Aura of the Hindu Healing system in early India <i>Smaranika Banerjee</i>	23-27
□ History of Kamata-Koch Behar as reflected in the Persian sources <i>Anil Kumar Sarkar</i>	28-34
□ Contribution of Rao Ram Bux Singh in the freedom struggle of 1857-59 <i>Dr. Alok Kumar Singh & Shikha Pande</i>	35-40
□ A Historical overview of the Bangladeshi migrants in Australia <i>Salma Bint Shafiq</i>	41-54
□ Revisiting the Gandhian ideology of Satyagraha: A Panacea or a Parabola -An interpretative analysis <i>Dr. Shalini Pathak</i>	55-61
□ Bhasa Andolan and Emergence of Secular Sovereign State of Bangladesh-1971 <i>Maitreyi Sen Gupta</i>	62-69
□ Child Rights in India <i>Justice (Retd.) Nadira Patherya</i>	70-73
□ Ramkamal Sen: A neglected personality in social history of India <i>Dr. Vishwanath</i>	74-85
□ The Emergence of Cossimbazar as Port City <i>Tarak Halder</i>	86-95
□ Calcutta Port Trust and Messers Bird and Company: Aspects of Labour history in India (1895 - 1948) <i>Dr. Subrata Nandi</i>	96-103
□ Fascism and Netaji Subhas Chandra Bose (1897- ?) <i>Soumya Bose</i>	104-118
□ Role of Muslims in the development of Modern Education of North Bengal: A case study of Malda district during Colonial period <i>Biswajit Das & Dr. Swapan Kumar pain</i>	119-125
□ British Legal Intervention in Indian Culture <i>Dr. Sukla Bandyopadhyay</i>	126-131

2023



Gandhi's idea on sanitation; Necessity to divulge

(1) Amit Kumar Bandhu

Assistant professor
Onda Thana Mahavidyalaya

(2) Dr. Abhishek Mitra

Assistant professor
Bankura Christian College

Date of Submission: 01-05-2023

Date of Acceptance: 09-05-2023

Abstract:

Sanitation is now one of the most important aspects of community well-being because it protects human health, expands life span and also secure of healthy life. Study suggests that, Globally 946 million people still open defecate, 2.4 million people lack access to basic sanitation, 663 million lack access to basic water sources and diarrhea is the second leading cause of death in children under five much of which is preventable by clean water and sanitation [WHO/UNICEF, JMP,2015; WHO,2017]. Present Covid-19 scenario proved the importance of sanitation. The term 'Sanitation' not only became famous in recent times, even it was very much concern on Gandhian thought also. Gandhi said "Sanitation is more important than independence", this statement of Gandhiji proved that how he gave importance on the concept of sanitation. Gandhiji a well-known personality for freedom struggle, mass movement leader at pre independence period, known as 'father of a nation' but till date many of his ideas not revealed, sanitation is one of them. In this research paper we are trying to discuss the idea of Gandhi's sanitation in a brief manner.

Keywords: Sanitation, Importance, Gandhi, Independence, Cleanliness, Covid-19.

I. Introduction:

"The future depends on what you do today"- M.K. Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi [1869-1948] a true nationalist, a freedom fighter, an anti-imperialist leader and the father of the nation of the largest parliamentary democracy. These are not only his last identity, beside a mass political leader he made significant contributions in the field of development and welfare. Health, hygiene, sanitation, cleanliness are also important for him. Gandhi's thought became a discourse on social

science, such as – Satyagraha, Nonviolence, Ramrajya, Trusteeship, State, Democracy etc. but till date his idea of sanitation, cleanliness are sometimes ignored by the researcher. Many of us don't know that Gandhiji gave more importance on sanitation, cleanliness than politics and political activities. Once he said 'sanitation is more important than Independence' [While leading a non-violent movement for India's independence, 1947] and Cleanliness is more important for physical well-being and healthy environment. In this research paper we are trying to reveal the idea and importance of sanitation become more relevant in present Covid-19 pandemic period. His idea of sanitation and cleanliness is being more significant in this emerging time. He made cleanliness and sanitation as an integral part of the way of living. In our daily life, we should primarily keep maintain cleanliness. His dream was total sanitation for all. According to Gandhiji, it is essential for everyone to learn about cleanliness, hygiene, sanitation and the various diseases that are caused due to poor hygienic conditions.

Importance of Sanitation and Cleanliness in Gandhi's life and work:

Mahatma Gandhi fought against the British rule for political freedom of India and beside this he also fought against the dirtiness and unhygienic habits of people and clean environment in India. His first wish was full-fill but his desire for a clean India is still not achieved. He said, "I want clean India first and independence later"[non-violent movement, 1947] and further he added "so long as you do not take the broom and the bucket in your hands, you cannot make your towns and cities clean"[Bahurupi Gandhi, Scavenger, Chapter-6]. He made cleanliness and sanitation an integral part of the Gandhian way of living. He saw a dream of total



Gandhi's concept on Rural Development; present significance

Amit Kumar Bandhu

Assistant professor, Onda Thana Mahavidyalaya

Sk Sahadot Ali

Guest Teacher, Onda Thana Mahavidyalaya

Date of Submission: 01-06-2023

Date of Acceptance: 12-06-2023

I. Introduction

India has a long history of rural development as we can understand only by reading history, but in the context of rural development of this India, agriculture and cottage industries can be given the most emphasis and development of rural industries along with cottage industries in rural areas. It probably gives importance to generation. Employment opportunities in rural areas especially for the weaker section of the lower community of the society so that they are active in improving their standard of living. Gandhian approach to rural development can be characterized as idealistic in particular. And it attaches the highest importance to moral values and gives the highest importance and priority to moral values over material conditions. Gandhian believed that the main source of moral values in general is religion and it is Hinduism. Especially scriptures like Upanishads and Gita. Gandhiji's concept of ideal social system is based on 'Ram Rajya'. Gandhi himself described the state of Rama as sovereignty, he did not see Rama as king and people as his subjects. In the Gandhian scheme, Ram stood for Ishwar or the inner voice. Gandhi believed in a democratic social system where man was supreme. However, their dominance is not absolute. It is subject to moral values.

Gandhian model of rural reconstruction

The principles of Gram Swaraj described by Gandhiji are trusteeship, Swadeshi, self-sufficiency, decentralization, full employment, labor, equality etc. Gandhiji's ideal village concept was a social, political, economic, and educational dimension. Gandhiji always emphasized on truth and non-violence. In every aspect of human life, he said- "My Swaraj will come only when we all stand together firmly believing that our Swaraj must be won by truth, worked and maintained". Underlying

Values Gandhiji's principles based on rural development are –

1. If you want to see rural India, you have to go to the village not the city.
2. Rural development will be possible only when the villagers are not exploited by the townspeople. According to Gandhiji the villagers were envious of the townspeople.
3. Everyone must earn his bread or money by physical labor or expenditure, and he who spends labor must earn his living.
4. Indigenous goods, products, services and institutions for indigenous use.
5. Simple living and high thinking implies the voluntary reduction of materialistic needs and moral and spiritual pursuit of life principles.
6. Gandhiji believed that ends and means cannot be sustained unless there is a balance between non-violence and truth.

Gandhiji's Main Elements of Rural Development Self-sufficient Rural Economy Gandhiji's concept of self-sufficiency is discussed below-

Adequacy was not a petty or narrow. He understood that the villagers had to bring things from outside the village which they could not produce. Gandhiji emphasized rural self-sufficiency in India. Self-sufficiency was essentially advocated as a basic principle of life, because dependence brings exploitation which is the essence of violence. Because the poor are exploited by the rich, villages by cities and underdeveloped countries. He suggested that the villages should be self-sufficient because of their lack of self-sufficiency. That is they should produce their own sufficient food clothing and other necessary materials. He emphasized for the promotion of handicrafts and agricultural work because their basic needs are village or cottage industry because they can provide employment. It is

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्॥ क्र० १/८६/२



Impact Factor
7.523



ISSN : 2395-7115

October 2023

Vol.-18, Issue-4(2)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

पश्चिमबङ्गविशेषाङ्क



विशेषांक सम्पादक :
सजल मण्डल

सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग
एडवांकेट

Publisher :

Gagan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERCE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 18

ISSUE-4(2)

(अक्टूबर 2023)

ISSN : 2395-7115

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

विशेषांक सम्पादक :

सजल मण्डल

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल', एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),

एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल-एल.बी. (ऑनर्स),

डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)

डी.लिट् (मानद उपाधि), काठमांडू, नेपाल

विभागाध्यक्ष हिन्दी एवं शोध निर्देशक

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर-335001 (राज.)



प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा)

पश्चिमबङ्गविशेषाङ्कः

October 2023, Vol. 18, ISSUE-4(2)

बोहल शोध मञ्जूषा (2)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL REFEREED/REVIEWED AND INDEXED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ISSN 2395-7115

सम्पादकीय सम्पर्क :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,

भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : nksihag202@gmail.com

मो. 09466532152

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1100/-

- Disclaimer :**
1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
 2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
 3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originality of their views/opinions expressed in their articles.
 4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdiction only.

Printed by : Manbawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

पश्चिमबङ्गविशेषाङ्कः

October 2023, Vol. 18, ISSUE-4(2)

बोहल शोध मंजूषा (3)

22. मनुस्मृतिवन्वे वर्णितानां षोडशसंस्काराणां शैक्षिकमहत्त्वम् (The educational importance of the sixteen rituals described in the Manusmriti.)	प्रियभाष मिश्रः	117-121
23. महाभाष्ये लौकिकन्यायः सुक्तिरुच	मानसी सरदार	122-127
24. रीतेरुद्भवः क्रमविकाशरुच	भोलानाथमण्डलः	128-132
25. विद्यानाथसम्मतस्य काव्यस्वरूपस्य ध्वनिकारदृश्या सविमर्शालोचनम्	सुमनव्यानार्जी	133-140
26. वीणावासवदत्तमिति रूपकस्य नाटकरूपकत्वे प्रतिपादनम्	जुहिना ख्रातुन	141-148
27. सामाजिकचेतनावृद्धौ वर्तमानकालेऽपि हितोपदेष्टव्यव्यस्य प्रासङ्गिकता	नटवर कयालः	149-152
28. आधुनिक युगे संस्कृत भाषा ँ साहित्येर व्यापकता	सुदीप चौधुरी	153-160
29. चरित्रगठने श्रीमदभगवद्गीतार सार्थकता विषये ँकटि समीक्षात्मक आलोचना :	मानस मणुल	161-166
30. नारी भावना सम्पर्कित मनु ँवः कौटिल्येर मतवादेर ँकटि दार्शनिक आलोचना	दीप सरकार	167-174
31. विधुभूषण भट्टाचार्य महाशयेर आलोकै शिवस्वरूप	तापस बर्मन	175-178
32. वैदिकदेवतारूपे आश्वर आध्यात्मिक ँवः वैज्ञानिक स्वरूप अध्ययन	Jayshree Paul	179-183
33. बस्तुवादी दर्शन (Realistic Philosophy)	Monika Singha	184-189
34. मीमांसदारुणै शब्देर नित्यता विचार	गङ्गा दास	190-196
35. "महाबस्तुवादनेर कतिपय अवदाने प्रतिफलित समाज चित्र"	अरुण सरदार	197-202
36. सांख्यदर्शने ज्ञानतत्त्व : ँक विवेक्षणत्मक अध्ययन	Supriya Pramanik	203-209
37. 'गीता' कर्मोद्योगेर प्रेरणा	Rupali Dutta	210-213
38. महाकवि शुद्रकेर मूच्छकटिके विविध व्यासनेर प्रयोग	रिया व्यापारी	214-218
39. शब्द - शब्दार्थेर सम्बन्धः शाब्दिकगणेर दृष्टिते ।	राजिबुल खान	219-223
40. रवीन्द्र भावनय शिक्षा : ँकटि अन्वेषण	चिरञ्जित प्रामानिक	224-231
41. INFLUENCE OF AṢṬĀṆGA YOGA ON MENTAL HEALTH	Priyanka Barik	232-236
42. From Bhadramahila to Bread Winners -Reading about the amelioration of women's condition after partition through the lens of Bengali Cinemas	Srija Pal	237-241



শব্দ – শব্দার্থের সম্বন্ধঃ শাব্দিকগণের দৃষ্টিতে।

রাজিবুল খান

সহকারী অধ্যাপক (সংস্কৃত বিভাগ), ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, দুরাভাষ : ৯১২৬৮১৯৭৭৩

শব্দ থেকে আমাদের অভিধেয়ার্থের জ্ঞান হয় ঠিকই কিন্তু সকল শব্দই অর্থের প্রকাশক নয়। তাই স্বীকার করতে হয় - বিশেষ শব্দই বিশেষ অর্থের প্রকাশক যেমন গো শব্দ সান্নাদিবিশিষ্ট প্রাণীকেই বোঝাবে, অশ্ব বা কুকুর প্রভৃতিকে নয়। অতএব শব্দ স্বরূপতঃ কোন অর্থের অভিধায়ক নয়, বিষয়ের সংগে প্রণিহিত চোখে যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মায়, তেমনি শব্দ গৃহীত হলে অভ্যাস প্রভৃতির দ্বারা সংস্কাররূপে জ্ঞাত অর্থকেই বুঝিয়ে থাকে।^১ শব্দের অর্থপ্রত্যায়কত্বই সম্বন্ধের অস্তিত্বের প্রমাণ। অশ্রুতশব্দ কিংবা যে শব্দের সম্বন্ধ গৃহীত হয়নি, এমন শব্দ হতে কখনও অর্থের বোধ হয় না। এর থেকে প্রমানিত হয়, শব্দ ও অর্থের মধ্যে বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে। শব্দ সম্বন্ধবিশেষায়ীন হয়েই বিশেষ বোধক অর্থ প্রকাশক হয়। শব্দের অর্থ প্রকাশের এই সামর্থ্য বা শব্দশক্তির অপর নাম শব্দার্থসম্বন্ধ।

শব্দ, অর্থ এবং সম্বন্ধ এই তিনটি তত্ত্ব ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় হলেও শব্দের দুটি, অর্থের দুটি এবং সম্বন্ধের দুটি অর্থাৎ এই ছয়টি ভেদ এবং শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধের দ্বারা সিন্ধ দুটি ফলের কথা উল্লেখ আছে। পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মাও এই একই কথা বলেছেন।^২ অম্বাখ্যের ও প্রতিপাদক ভেদে শব্দ দ্বিবিধ, অপোকার এবং দ্বিতলক্ষণভেদে অর্থ দ্বিবিধ, কার্যকারণভাব এবং যোগ্যতাভেদে সম্বন্ধ দ্বিবিধ এবং ধর্ম (অদৃষ্ট) ও প্রত্যয় (অর্থাবোধ) ভেদে ফল দ্বিবিধ এই মোট আটটি তত্ত্বই ব্যাকরণাগমের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ভট্টহরি বলেছেন শব্দ অর্থরূপে বিবর্তিত হয়, একই বাগ্ আত্মা শব্দও হয় আবার অর্থও হয়। বক্তার ভাবনাত্মক বাগাত্মা বায়ু প্রভৃতির দ্বারা অবিভক্ত হলে শব্দ আত্মা পায়, আবার সেই বাগাত্মা প্রতিভাত্মক শ্রোতৃবুদ্ধিরূপে অর্থ সংজ্ঞা লাভ করে, শব্দ ও অর্থ অভিন্ন হলেও নিয়ত শব্দ হতে নিয়ত অর্থের বোধ হওয়ায় শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যিক হয়ে ওঠে। শব্দ ও অর্থের মধ্যে যদি সম্বন্ধ স্বীকৃত না হতো তাহলে একটি শব্দ সকল অর্থকে, অথবা সকল শব্দ একটি অর্থকে বোঝাক এরূপ আপত্তি হত।

লৌকিক দিক দিয়ে শব্দের দ্বারা অর্থের জ্ঞান হয় কারণ আনয়নাদি কার্য অর্থেরই হয়ে থাক, শব্দের নয়। কিন্তু ব্যাকরণশাস্ত্রে এর ঠিক বিপরীতভাবে পরিলক্ষিত হয় যেমন ' অগ্রেটক ' ° প্রভৃতি সূত্রে অগ্নি শব্দের দহন, জ্বলন, প্রভৃতি অর্থের বোধ ইট নয়। কারণ অগ্নিশব্দের অর্থে ' চক্ ' প্রভৃতি প্রত্যয় অগ্নিরূপ অর্থের উত্তর হতে পারে না বলে এখানে অগ্নি শব্দের দ্বারা অ, গ, ন, ই প্রভৃতি আনুপর্বা বর্ণসমষ্টিরূপ স্বীয়রূপের প্রাধান্যকে বুঝতে হবে।

আচার্য ভট্টহরি শব্দ ও অর্থের মধ্যে কার্যকারণ ভাবমূলক এবং যোগ্যতামূলক এই দুটি সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন।^৩ বক্তার কাছে শব্দের কারণ হল অর্থ যেহেতু অর্থ কল্পনার পরেই বক্তা শব্দের প্রয়োগ করেন। আর শ্রোতার নিকট শব্দ হল অর্থের কারণ, যেহেতু শব্দ শোনার পর অর্থের জ্ঞান হয়। অতএব বক্তা এবং শ্রোতা এই উভয়ের মতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান। ব্যবহারিক জগতেও আমরা শব্দ ও অর্থের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ দেখে থাকি। ভট্টহরি বলেছেন - উচ্চারিত শব্দ হতে যে জ্ঞান জন্মে, সেটি সেই শব্দের অর্থ।^৪ এবং শব্দ হল অর্থের কারণ।^৫

পাণিনীয়তন্ত্র পর্যালোচনা করলে জানা যায় পাণিনি, কাত্যায়ন, এবং পতঞ্জলি - এই মুনিত্রয় শব্দার্থের কার্যকারণভাবসম্বন্ধ নানাভাবে ব্যবহািপিত করেছেন। নিয়তবাচক শব্দের নিয়তবাচ্য অর্থ, আবার নিয়তবাচ্য অর্থের নিয়ত বাচক শব্দ এরূপ নিশ্চয়ের

AN INVESTIGATION OF READING COMPREHENSION CHALLENGES AND STRATEGIES AMONG ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE LEARNERS IN WEST BENGAL

Asim Kumar Betal

SACT, Dept. of English, Onda Thana Mahavidyalaya, W. B.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2000-0369>

Email: asimbetal0@gmail.com

Received: 22 July 2023; Accepted: 29 September 2023; Published on: 31 October 2023

ABSTRACT

This survey aims to investigate the level of reading comprehension among learners of English as a second language in the state of West Bengal, India. The study addresses the challenges faced by these learners in acquiring reading skills and proposes potential strategies for improving reading comprehension in the context of second language acquisition. A representative sample of learners studying English as a second language in West Bengal surveyed using a questionnaire. The data collected and analyzed quantitatively to determine the overall level of reading comprehension and qualitatively to identify common difficulties, factors influencing reading comprehension, and effective strategies employed by learners. The findings contribute to a deeper understanding of the reading comprehension capabilities of second language learners in West Bengal and provide suggestions for instructional strategies to enhance their reading skills.

Key words: *Second language, Reading Skills, Language Acquisition West Bengal, Reading strategies etc.*

INTRODUCTION

West Bengal is a multilingual and diverse state in India, where people speak different languages like Bengali, Hindi, Urdu, English, and many other regional dialects. English is considered a crucial language in the state for professional and academic growth. However, research shows that many second language learners in West Bengal struggle with reading comprehension. This study aims to analyze the results of a survey of reading comprehension in second language acquisition among learners in West Bengal to identify the common challenges and factors that affect the development of this skill.

Reading comprehension is a fundamental skill for language learners, particularly for those learning English as a second language (ESL). However, ESL learners often face various challenges that hinder their reading comprehension abilities. Hence, this literature review aims to explore the existing research on the challenges faced by ESL learners in West Bengal, India, and the strategies employed to enhance their reading comprehension skills.

Challenges in Reading Comprehension:

Several studies have identified common difficulties encountered by ESL learners in reading comprehension. One prevalent challenge is limited vocabulary knowledge, which impedes learners' ability to understand the meaning of words and comprehend texts. Additionally, sentence structure complexity, unfamiliar cultural references, and idiomatic expressions can further complicate the reading process (Johnson & Mears, 2008). Furthermore, learners may struggle with specific reading skills, such as inference-making, understanding implicit information, and



FACTORS AFFECTING TEACHING-LEARNING OF ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

Asim Kumar Betal¹, Juhi Banerjee²

¹ Faculty, Onda Thana Mahavidyalaya, W.B

² Independent Researcher, NSOU

ABSTRACT

This abstract aims to provide a brief overview of the significant factors that influence the teaching and learning process of English as a second language (ESL). It highlights various internal and external factors that can greatly impact ESL education. Understanding these factors is crucial for educators and learners to effectively address potential challenges and optimize the language learning experience.

Internal factors refer to characteristics inherent in the learner or teacher, such as their motivation, cognitive abilities, personality traits, and prior language knowledge. Motivation plays a vital role in language learning, as learners with high motivation tend to actively engage in the learning process and persist in face of difficulties. Cognitive abilities, including memory, critical thinking, and problem-solving skills, contribute to the learners' language proficiency. Moreover, individual personality traits such as extroversion, openness to experience, and self-confidence may influence the learners' willingness to participate in classroom activities and use English in real-life situations.

External factors encompass a wide range of influences that exist outside of the individual, including cultural, social, and environmental aspects. Cultural differences may affect ESL learners' language learning experiences, as language is interwoven with cultural norms, values, and beliefs. Social factors, such as peer interactions and the attitudes of family members and community towards language learning, can either facilitate or hinder the acquisition of English as a second language. Additionally, the learning environment, including the availability of resources, teaching methods, and classroom activities, also plays a crucial role in the learning process. Other factors include language policies and curriculum design, which may shape the teaching and learning strategies employed in ESL classrooms. Furthermore, technological advancements have introduced new possibilities and challenges in ESL education. The integration of technology, including digital tools and online resources, offers innovative and interactive language learning opportunities. However, issues such as access to technology and the digital divide can create disparities in ESL learning experiences.

KEYWORDS: Teaching-Learning Process, English Language, Impending Factors, Second Language Acquisition.

INTRODUCTION

English has become a global language and is widely acknowledged as a means of communication, education, and social mobility. As such, the importance of ESL education cannot be underestimated. However, the effectiveness of ESL teaching and learning varies across different regions. This study focuses on West Bengal, where English is taught as a second language in schools and colleges. The objective is to critically assess the current state of ESL education in West Bengal and identify areas of improvement. English is widely learned as a second language in the state of West Bengal, India. The importance of English proficiency has been recognized in various sectors such as education, business, and administration. The prominence of English in West Bengal can be attributed to historical factors such as British colonial rule and the subsequent influence of Western education systems.

English language teaching in West Bengal faces both challenges and opportunities. One of the main challenges is the large number of students and limited resources. Public schools often struggle to provide adequate English language education due to the lack of trained teachers, modern teaching materials, and infrastructure. Additionally, cultural factors and regional language can sometimes act as barriers to English language acquisition.

However, there are also several strategies and initiatives that aim to overcome these challenges. The state government of West Bengal has implemented various programs to improve English language education, including providing training for teachers and developing standardized curriculum materials. Private institutes and language centers also play a significant role in offering English language courses to students of all ages.

Moreover, the use of technology and digital resources has revolutionized English language learning in West Bengal. Online platforms, mobile applications, and e-learning tools have made English language education more accessible and interactive. These resources allow students to practice reading, writing, listening, and speaking skills at their own pace.

Despite the challenges, the importance of English language proficiency in West Bengal cannot be overstated. English is seen as a gateway to higher education, employment opportunities, and global communication. In a globalized world, being fluent in English opens doors for personal and professional development.

English as a second language in West Bengal is a significant aspect of education in the state. While there are challenges to overcome, the government, private institutions, and technological advancements are working together to provide quality English language education and improve students' proficiency in the language.

Significance of the Study:

This section discusses the significance of the study and its potential contributions to the field of ESL education in West Bengal. It highlights the importance of understanding the challenges and issues faced by teachers and learners in order to improve the quality of ESL education in the region. It discussed how the findings of the study can inform policy and curriculum development, teacher training programs, and the selection and development of instructional materials. Additionally, it has discussed the potential impact of the study on the overall language proficiency and communication skills of ESL learners in West Bengal. The specific research questions may include:

- What are the main challenges faced by teachers in teaching ESL in West Bengal?
- What are the main challenges faced by learners in acquiring English as a second language in West Bengal?

Challenges in Teaching-Learning ESL:

It explored the challenges faced by both teachers and learners in the ESL classroom in West Bengal. It will discuss factors such as limited exposure to English outside the classroom, lack of resources and infrastructure, and the influence of the mother tongue on language acquisition.

Nowadays learning the English language is very important for the students. They join different institutes for learning the English language. Where the English teachers teach the English language to them. Teaching the English language to non-English speakers is not an easy job for the teachers. The quality of a good teacher is to recognize the problems and facilitate the best ever environments for the students and encourage them to learn. The study is going to discuss all the problems faced by teachers in teaching the English

Disturbed Environment of the class

Environment matter most in learning and teaching the English language. Mostly the English teachers faced environmental problems in teaching the English language. The disturbing environment of the classroom distracts the teachers and affects the teaching of the English language. A suitable and comfortable

Indian EFL Teachers' Reflections on Sudden E-Adoption vis-a-vis COVID-19

Arnab Kundu, Bankura University, West Bengal, India*

 <https://orcid.org/0000-0002-7169-7189>

Asim Kumar Betal, Lalit Narayan Mithila University, Bihar, India

 <https://orcid.org/0000-0003-2000-0369>

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a mammoth impact on all spheres of human life—social, cultural, mental, and academic—to different degrees. The current study reports the authors' reflection on the Indian EFL (English as a foreign language) teachers' pedagogical challenges and opportunities on a sudden shift towards OTL (online teaching-learning). The qualitative method used here is a content analysis of narrative representations from 50 EFL teachers working in different schools and colleges/universities referring to their experiences on this unforeseen teaching situation and suggestions for improvement. In-depth analysis revealed teachers' concerns over technical problems, lack of resources, learner motivation, and participation in addition to online assessment. Amidst these limitations, the participants tried to cope with this sudden shift with resilience and often with impromptu solutions—planning, access to digital equipment, collaboration, and school policy—for improving OTL.

KEYWORDS

Challenges, COVID-19, EFL, ELT, India, Opportunities, OTL

INTRODUCTION


India is a huge country and is globally known for its ethnic and linguistic diversities. Despite having hundreds of regional languages, English has been evolving as the lingua franca for inter-state or intra-state communications that bring EFL (English as Foreign Language) teaching-learning to the core curriculum in all grades starting from primary to the tertiary levels. But the pandemic outbreak of COVID-19 has made educational principles shift from proximity to distance, from presence to remoteness, from traditional methods to increased digitization through language apps, virtual tutoring, video conferencing tools, or online learning software (Kundu & Bej, 2021a). This move to online teaching and learning (OTL) has been unprecedented yet unavoidable to most EFL teachers.

DOI: 10.4018/IJTD.317114

*Corresponding Author

This article published as an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) which permits unrestricted use, distribution, and production in any medium, provided the author of the original work and original publication source are properly credited.

Enhancing Second Language Acquisition through Artificial Intelligence (AI): Current Insights and Future Directions

Asim Kumar Betal (asimbetal0@gmail.com),  <https://orcid.org/0000-0003-2000-0369>
Department of English, Onda Thana Mahavidyalaya, West Bengal, India



Copyright: © 2023 by the authors. Licensee JRSP-ELT (2456-8104). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the **Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License**. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>). **Crossref/DOI:** <https://doi.org/10.54850/jrspelt.7.39.003>

Abstract: *Second language acquisition (SLA) has traditionally been a complex process, requiring significant time and effort on the part of learners. However, recent advancements in artificial intelligence (AI) present novel opportunities for enhancing SLA outcomes. This article explores the current insights and future directions of using AI technologies to augment SLA. This research paper explores the role of artificial intelligence (AI) in second language acquisition (SLA). As AI technology continues to evolve, it presents new opportunities to enhance language learning experiences and facilitate effective SLA. However, challenges related to authenticity, individualization, and ethical considerations must be addressed to fully leverage AI's potential in SLA. This paper investigates the current and potential applications of AI and discusses its impact on SLA, highlighting opportunities and potential pitfalls.*

Keywords: Artificial Intelligence, AI-based Language Learning, NLP, SLA

Article History: Received: 11 Sept- 2023; Accepted: 25 Sept- 2023; Published/Available Online: 30 Sept- 2023

Introduction

In today's globalized world, the ability to communicate effectively in multiple languages has become a highly sought-after skill. Second language acquisition has always been a complex and challenging process, but with recent advancements in artificial intelligence (AI), there is a growing potential to enhance language learning experiences (Subramanian, A., et. al, 2020). This research paper aims to explore the current insights and future directions of using AI to enhance second language acquisition. AI has revolutionized various domains, and education is no exception. With its ability to process vast amounts of data, adapt to individual needs, and provide real-time feedback, AI offers promising opportunities to revolutionize language learning. The integration of AI technologies in second language acquisition has the potential to create personalized and interactive learning environments, tailored to the unique needs and preferences of learners. By harnessing the power of AI, intelligent tutoring systems have emerged, capable of adapting instruction and content to individual learners. These systems analyze learners' performance and adapt the pace and difficulty level of the lessons, resulting in more efficient and personalized learning experiences. The insights gained from current research reveal that intelligent tutoring systems facilitate improved language proficiency, learner engagement, and motivation. Furthermore, AI-powered language learning applications incorporate speech recognition and automated assessment capabilities. These applications offer learners the opportunity to practice speaking skills and receive immediate feedback on their pronunciation, grammar, and vocabulary usage. The availability of these AI-powered tools outside of the traditional classroom setting has empowered learners to become more autonomous in their language learning journey and has shown promising results in terms of fluency and accuracy. Another exciting development in this field is the emergence of chatbot-based virtual language tutors. These intelligent conversational agents simulate real-time interactions, providing learners with conversational practice and immediate feedback. These chatbots create a low-pressure environment for learners to practice and improve their language skills, contributing to enhanced speaking and listening abilities.

As we look towards the future, there are several exciting directions in which AI can further enhance second language acquisition. Affective computing, for instance, aims to incorporate emotional



THE ROLE OF SANITATION SCHEMES FOR REDUCING OPEN DEFECATION IN SIMLAPAL BLOCK, BANKURA DISTRICT

Dr. Somenath Kar

Assistant Professor, Department of Geography, Onda Thana Mahavidyalaya

ABSTRACT

In view of reducing the high rate of open defecation, Government of India has adopted various schemes to reduce health hazards regarding open defecation as well as to increase awareness; Those are- Central Rural Sanitation Programme (1986), Total Sanitation Campaign (1999), Nirmal Gram Puraskar (2003), Nirmal Bharat Abhiyan (2012), and Swachh Bharat Abhiyan (2014). Unfortunately, the campaigns have achieved limited success in changing the open defecation behavior of the Indian population.

At Simlapal C.D. Block, an average of 10 percent of households have been covered under *Swachh Bharat Mission (SBM)* (Gramin) scheme. The level of utility of toilets is very low throughout the study area.

KEYWORDS: Open Defecation, *Swachh Bharat Mission*, Simlapal C.D. Block

INTRODUCTION

India has widespread open defecation rates due to high population density, poverty, low literacy rate as well as unavailability of toilets in premises, besides this in rural India, beliefs, values, and norms about purity, pollution, caste and untouchability compel people to reject affordable latrines (Coffey et al., 2017:



Data Source


The research study has been done mainly by primary data, by collecting responses from 8177 sample households, which have been selected from 185 *mouzas* of seven G.P.s of the C.D. Block.



March 1, 2023

वर्तमानकाले योगदर्शनस्य प्रासङ्गिकता

 LOKOGANDHAR ISSN : 2582-2705 

Indigenous Art & Culture  No

Comments

मौसुमी आखुली, शोधछात्रा, ल.ना.मिथिला
विश्वविद्यालय

भारतीयानामास्तिकदर्शनमध्ये योगदर्शनम् अति प्राचीनम्। योगशास्त्रस्य प्रथमोपदेष्टा भगवान् हिरण्यगर्भः – इति मतं प्रचलितम्। प्राचीनकालादारभ्य अस्य योगशास्त्रस्य तत्त्वानां महर्षिणा पतञ्जलिना सुविन्यस्तरूपेण उपस्थापनां कृतम्। पतञ्जलेः योगसूत्रमवलम्ब्य इदं योगदर्शनम् भारतीयदर्शनमध्ये महत् स्थानमधिक्रियते।

ख्यातनामा ऋषिवरेण्ययोर्मध्ये महर्षिणा पतञ्जलिना प्रणीतं योगदर्शनस्य प्रतिपाद्यो विषयो भवति योगः। शास्त्रेऽन्यस्मिन् योगशब्दस्य

ISSN 2393-8994

पावका नः सरस्वती
धियो विश्वा विराजति

सुमेधा

(एषा शोधपत्रिका मानितविश्वविद्यालयस्य राष्ट्रीय-संस्कृत-संस्थानस्य
आर्थिक सहयोगेन प्रकाशिता)

अर्द्धवार्षिक-संस्कृत-शोधपत्रम्

षष्ठवर्षम्, प्रथमसंख्या

(जुन, २०१९)

अमितारंजन-शंकरीवाला-वेदविद्या-मन्दिरं

(प.व. सर्वकारेण पञ्चीकृतम् - नं - S/IL/५५५५३-२००८-०९)

पश्चिमवङ्ग

सूचीपत्रम्

		पृ:
□ वैदिकसाहित्ये मानवतावोधस्युल्लेखः	: गगेन काकति	६
□ श्रीमद्भागवते ब्रह्मविष्णुरुद्राणां स्वरूपम्	: मौसुमी आखुली	११
□ संस्कृतसाहित्ये दौत्य-कार्य-समीक्षा	: टिना मण्डल	१७
□ परलोकास्तित्वभवनायाः क उपयोगः ?	: ड. माधवमोहन अधिकारी ड. सतीनाथ मिश्र	२१
□ मुख्य व्याकरणं स्मृतम्	: ड. सज्जित् कुमार दे	२३
□ निरुक्तदृष्ट्या सृष्टितत्त्वस्य विश्लेषणम्	: मानस च्याटार्जी	३०
□ गीतालोके ध्यानस्य प्रासङ्गिकता	: ड. अजितकुमारमण्डलः	३३
□ व्यासदेवस्य महाभारते (उद्योगशान्त्यानुशासने) परिवेशभावना - एकं संक्षिप्ताध्ययनम्	: गनेश लेट	३६

Dr. TUSHAR KANTI HALDER
Principal
Gobinda Prasad Mahavidyalaya
Amarkanana, Bankura
West Bengal

SUPERVISOR'S CERTIFICATE

Certified that the thesis entitled by "Swadhinata Parabarti Bangla Nataka Lokayata Bhasar Proyog Baichitra" submitted by Riya Nandi for award of the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Bengali at the Bankura University is a bonafide research work. This work has not been submitted previously for any other degree of this or any other University. It is further certified that the candidate has complied with all the formalities as per the requirements of the Bankura University. I recommend that the thesis may be placed before the examiners for consideration of award of the degree of this University.

Date: 10/08/23


Dr. TUSHAR KANTI HALDER

Supervisor
Principal
Gobinda Prasad Mahavidyalaya
Amarkanana, Bankura

ISSN : 23205598

লোকস্বর

মার্চ ২০২৩, একাদশ বর্ষ, ২২তম সংখ্যা

Peer Reviewed Research Journal

শিকড়ের খোঁজে বিশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশেষত নাটকে দেশজ বাচিক ও আজিক প্রয়োগ ও প্রভাব

রিয়া নন্দী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

নাটক দৃশ্যকাব্য, পূর্ব নির্ধারিত লেখা আজিকে পাণ্ডুলিপি থাকলেও কাহিনির উপাদান হিসেবে চরিত্রগুলি রূপসাজে, পোশাকে ও অলংকরণের মাধ্যমে বাস্তবের অনুরূপ হয়ে দর্শক সমক্ষে উপস্থিত হয়। চরিত্রগুলি বাচিক বা কথা বিনিময় ও ঘটনার সাপেক্ষে ক্রিয়াকাণ্ড দৃশ্যত উপভোগ্য। এখানে ললিতকলা দৃশ্য ও শ্রুতির যৌথ পরিবেশনা।

নাটক সৃষ্টির সময় নাটকের কাহিনি যে সময়ের সমাজ ও সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে সেই সময় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি যথাযথভাবে চিত্রায়ণের প্রয়োজন হয়। বাংলার সামাজিক অজ্ঞানে জীবনযাত্রা কথোপকথনের শব্দচয়ন, পোশাকপরিচ্ছদে আর্থসামাজিক অবস্থানের অনুপাত এবং সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যগুলির ভিন্নতা রয়েছে। তাই বঙ্গসংস্কৃতির আজিনায় যখন বাংলা নাটক সৃষ্টি হয় তখন নাটকগুলির সমস্যা কোন জায়গায় গড় এবং সামগ্রিক, বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সমস্যা, কাল্পনিক এবং ব্যঙ্গ, প্রাচীন ও আখ্যান ভিত্তিক বিভিন্নধর্মী নাট্য সৃজন হয়ে থাকে।

কাহিনির সাপেক্ষে চরিত্রগুলিকে চিত্রায়ণ করা হয়। এই চরিত্রগুলি উঠে আসে বিভিন্ন আর্থসামাজিক কাঠামো এবং সম্প্রদায় থেকে। সব চরিত্র সমধর্মী এবং সমগোত্রীয় হয় না। দেশ-কাল-সময়সম্প্রদায়ের বিশেষত্বগুলো বাচিক এবং তার আজিকে প্রকাশ পায়, তবেই চরিত্রগুলি জীবন্ত বলে অনুভূত হয়। নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি দেহআজিক এবং বাচিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে না পারলে বাস্তব বলে গণ্য করা যায় না। তাই আদর্শ নাটক বা মঞ্চসফল নাটকে এই দুটি বৈশিষ্ট্য অতি মূল্যবান।

গড় নাগরিকদের জীবনের মধ্যেও সমাজরীতি, জীবনশৈলী এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হওয়ায় কাহিনির সাথে ঘটনাটিও মননশীল হয়। সেইজন্য একাধিক জনগোষ্ঠী ঘটনাটি ঘটালে সেই জনগোষ্ঠীগুলি থেকে চরিত্র তুলে আনা হয়। সেই চরিত্রগুলিতে আঞ্চলিক বাচিক ও দেহের বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে। কাহিনিতে বৈচিত্র্য আনার জন্য এইরূপ সৃষ্টি। যেমন ধরা যায় জমিদার পরিবার বা উচ্চবিত্ত পরিবার বা মধ্যবিত্ত পরিবার, তার বাড়িতে একজন অন্ত্যজ শ্রেণী বা বাংলা ভাষাভাষী হিন্দি বলয়ের কেউ একজন চাকরের কাজ করছে; এই চরিত্রটিতে যেকোনও দরিদ্র মানুষ আনলেই হত, কিন্তু অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আনার কারণে কাহিনিতে বৈচিত্র্য উপভোগ্য হয়। সেই চরিত্রটি তার উপস্থিতি বোঝাবার জন্য তার দেশজ-বাচিক ও আজিক দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। আর সামগ্রিকভাবে নাটকে চরিত্রের আজিক ও বাচিকের বহুমুখী বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে নাট্যমূল্যের ক্ষেত্রে এটা খুবই মূল্যবান। বিশ শতকে সৃষ্ট অধিকাংশ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেই দেশজ আজিক ও দেশজ বাচিকের প্রয়োগ প্রভূত পরিলক্ষিত হয়।



আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র



শিকড়ের খোঁজে : বিশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতি

International Seminar on
Shikorer Khoje: Bish Shatoker Sahitya-Sanskriti

23 & 24 March, 2023



Organised by:
Department of Bengali (UG & PG)
Berhampore Girls' College

Collaboration with
Murshidabad University
Berampore, Murshidabad

গবেষণা নিবন্ধের সংক্ষিপ্তসার
সম্পাদনা
ড. মধু মিত্র

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
পরবাসী : মানে ?	আশিস রায় ৯
'নাট্যকে রামনারায়ণ' : একটি সম-আলোচনা	টুম্পা রায় ১৭
মানবতাবাদ ও নৈতিক উৎকর্ষের দিশারী : ঋষি অরবিন্দের পূর্ণ যোগ	কল্পিতা নন্দী ২৪
তিরিশ দশকের বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রদ্রোহীতার আশ্ফালনেও রবীন্দ্রতন্ময়তা : প্রসঙ্গ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা	পরেশ চন্দ্র মাহাত ৩২
বান্ধের তীক্ষ্ণতায় বনফুলের অনুগল্ল	শ্রেয়সী দাস ৪২
রঙ্গমঞ্চ ও বাদ্যযন্ত্র	শ্রী রত্নাকুর মিত্র ৪৮
শহীদুল জহিরের জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী বাস্তবতার জীবন্ত দলিল	সান্ত্বনা ঘরামী ৫৭
শান্তিপূরের পূজো পার্বণ ও মেলা	সুমিত ঘোষ ৭০
মরিচকাপি পুনর্বাসন সমস্যা : ব্যর্থতা থেকে হিংস্রতা	সুদীপ্ত সেন ৭৯
নলিনী বেরার মাটির মৃদঙ্গ উপন্যাসে প্রাস্তিক জীবন ভাবনা	সুনীতি সরকার ৮৬
অমর মিত্রের ছোটগল্প : মাটি ও মানুষের কথা	মাধুরী বিশ্বাস ৯৪
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মৃত্যু ভাবনা	শুভাশিস দাস ১০১
বাংলা থিয়েটার : সংকট ও উত্তরণ	মনোজ ভোজ ১১৩
স্বস্তিমৃত্যু : একটি নৈতিক মূল্যায়ন	ফারহিন হোসেন ১১৯
স্বাধীনোত্তর বাঁকুড়া জেলায় নাটক এবং অভিনয়ের চালচিত্র (সময়কাল ১৯৪৮ থেকে ২০২২)	রিয়া নন্দী ১৩৩
লোকসংস্কৃতি ও গাজনের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা : ইতিহাসের দৃষ্টিতে	শিল্পী পাজা ১৪৪
সুবর্ণরেখিক এলাকায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় : 'দাঁড়িয়া-বষ্টম' নদিয়ার ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণনগরের প্রাচীন বারদোলের মেলা : ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিকতা	হরিপদ মহাপাত্র ১৫২
জাতীয় নাট্যশালার প্রাক্কথন : প্রসঙ্গ বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সদানন্দ বেরা	নারায়ণ নন্দী ১৫৭
ভারতবর্ষে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ও নারীর অবস্থান : একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ	১৬৬
লোকায়ত সংস্কৃতি ও গণসংগীত ভাবনা	প্রভাস মণ্ডল ১৭৬
উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক : প্রসঙ্গ বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী-অপরাজিত	সুভাষ মিত্তী ১৮৭
গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে মুসলমান চরিত্র : কয়েকটি চরিত্র নাটকের প্রেক্ষিতে আলোচনা	মনোজ মণ্ডল ১৯৪
Interrogating Gender Narrative Through Fiction	মেথ ইদ মহম্মদ ২০১
	Amal Sarkar ২০৭

আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

শিকড়ের খোঁজে : বিশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতি

আয়োজক : বাংলা বিভাগ, বহরমপুর গার্লস কলেজ

সহযোগিতায় : মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

International Seminar

SHIKORER KHOJE : BISH SHATOKER SAHITYA-SANSKRITI

23 AND 24 MARCH, 2023



This is to certify that Dr. / Mr. / Ms. কিয়া নদী ; গণেশক বাহন্য বিদ্যা

..... of বাহন্য বিদ্যা actively participated
as Speaker / Chairperson / Paper Presenter / Delegate in International Seminar on "Shikorer Khoje : Bish
Shatoker Sahitya-Sanskriti" at Berhampore Girls' College held on 23 and 24 March, 2023

He / She also presented a paper entitled "শিকড়ের খোঁজে : বিশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে নীতিগত আলোচনা"
ও আঙ্গিত প্রবেশ ও প্রত্যয়" in this seminar.

H. Sinha

Dr. Hena Sinha

Principal, Berhampore Girls' College
& Chairperson

Seminar Organizing Committee

Dr. Madhu Mitra

Dr. Madhu Mitra

Head, Dept of Bengali
& Convener

Seminar Organizing Committee

Dr. Subhajit Ghosh

Dr. Subhajit Ghosh

Coordinator, Dept of Pol.Sc
Murshidabad University & Convener
Seminar Organizing Committee

স্বাধীনোত্তর বাঁকুড়া জেলায় নাটক এবং অভিনয়ের চালচিত্র (সময়কাল ১৯৪৮ থেকে ২০২২)

রিয়া নন্দী
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ভূমির অন্তর্ভুক্ত বাঁকুড়া জেলা। প্রাকৃতিক ও জীবনশৈলীর বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই ভূমি। উত্তর এবং পূর্ববাঁকুড়া অর্থাৎ অধুনা বিষ্ণুপুর মহকুমা বলতে বিষ্ণুপুর, জয়পুর, কোতুলপুর, সোনামুখী, ইন্দাস এবং পাত্রসায়র ব্লকের সমন্বয়ে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড যা ঐতিহাসিক সম্পদে পরিপূর্ণ। প্রাচীন বিষ্ণুপুর ও সংলগ্ন এলাকাগুলি মমরাজকাহিনি এবং সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী মূলত হিন্দুধর্মাবলম্বী ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন; অবশ্য অন্যান্য জনগোষ্ঠী এবং সামান্য কিছু আদিবাসীও আছে।

পশ্চিম-বাঁকুড়া বলতে বাঁকুড়া শহরের পশ্চিম দিক, অর্থাৎ অধুনা ছাতনা ও শালতোড়া ব্লকের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিকে ধরা যেতে পারে। বাসুলীভক্ত চণ্ডীদাস কাব্যভাবরসন্থনা ছাতনা। এখানে বর্তমান মুরারজপুর গ্রামের সিংহদেও বংশজরা প্রাচীন ছাতনার রাজপরিবার। স্বাধীনোত্তরকালেও এই রাজ পরিবারের ছোটরাজা ত্রিগুণাপ্রসাদ সিংহদেও মহাশয় পর্যন্ত ছাতনা এলাকার রাজানাটকের ক্রিয়াকাণ্ডে উদ্বীণ ছিলেন। আরও একটু পশ্চিমে গেলে জোড়হিড়ি, এখানে বিশিষ্ট খ্যাতিমোদী শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বা শিশু চাটুক্ষেত্র মহাশয়ের উদ্যোগে বিংশ শতাব্দীর আটের দশকে এলাকায় যাত্রা নাটকের জোয়ার বয়েছিল। আরও একটু পশ্চিমে গেলেই শালতোড়া প্রস্তরাবৃত মালভূমি। শালতোড়া ব্লকের অন্তর্ভুক্ত তিলুড়ি, ইতুড়ি, ব্রাহ্মণডিহা প্রভৃতি গ্রামগুলি যাত্রা নাটকের ক্ষেত্রে খুবই সৃজনশীল। বিংশ শতাব্দীর সাতের দশক থেকে আটের দশকের শেষদিক পর্যন্ত এই অঞ্চলের নাট্যভাবাবেগ উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ বাঁকুড়া বলতে বর্তমানে খাতড়া মহকুমার অন্তর্গত খাতড়া, হিড়বীথ, রাণিবীথ, সিমলাপাল, রাইপুর ও সারেসা ব্লকের অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলি। খাতড়া, হিড়বীথ ও রাণিবীথ অঞ্চলের অনেকটা জায়গা দখল করে আছে সাঁওতাল ও শবর আদিবাসী সম্প্রদায়। জঙ্গলাবৃত মালভূমি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে গরবিনি, আদরের অধুনা নাম জঙ্গলমহল। আদিবাসী সম্প্রদায়ের

জীবনগাঁথায় সামাজিক অনুশাসনের প্রাধান্য রয়েছে, যেখানে বঞ্চনার কাহিনি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ফুটে ওঠে। পাশাপাশি নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত বাঙ্গালি সম্প্রদায়েরও প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট রয়েছে। বংশপরম্পরায় উভয় সম্প্রদায় নিবিড়ভাবে বসবাস করায় বাঙ্গালি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবাবেগের আদানপ্রদানও ঘটেছে। অবশ্যই আদিবাসী ও বাঙ্গালি সম্প্রদায়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য উভয়ই সচেতন। তবুও অতি দীর্ঘকালিত্রে কিছু অবশেষঘটিত পরিবর্তন হচ্ছেই। এই সহাবস্থানের প্রভাব স্থানীয় ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালি দেহাতি বাংলাভাষা ব্যবহার করলেও আদিবাসীদের ভাষায় উল্লেখযোগ্যভাবে বাংলা শব্দের যথেষ্ট মিশ্রণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই অঞ্চলের জীবনশৈলীতে উভয় সম্প্রদায়ের উৎসব, পার্বণ পালনের নিষ্ঠায় ভূমিজের আশ্রয় পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি সৃষ্টির সৃজনক্ষেত্র এই অঞ্চল।

নাটক ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাঁকুড়া জেলায় ক্ষেত্রগুলির বৈশিষ্ট্য অনুসারে সহজাতভাবেই নাটক সৃজন ও নাটক অভিনয় ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। স্বাধীনোত্তর বঙ্গভূমিতে তিন আঙ্গিকের নাট্য সৃজন এবং নাট্যভিনয় পরিলক্ষিত হয়।

১. যাত্রাপালা সৃজন ও অভিনয়
 ২. প্রসেনিয়াম থিয়েটার সৃজন ও অভিনয়
 ৩. লোকনাট্য সৃজন ও অভিনয়
- এই উপস্থাপনা শৈলীতে বাংলা নাটকে মঞ্চেরও বিশেষ আঙ্গিক দেখা যায়। যেমন :-
- ১। যাত্রাঙ্গিক মঞ্চে যাত্রার অভিনয়।
 - ২। প্রেক্ষাগৃহে অথবা প্রেক্ষাগৃহের বাইরে মঞ্চ বেঁধে ইংরেজী প্রমেনিয়াম মঞ্চ শৈলীতে নাট্যভিনয়।

৩। অভিনয়ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমায় সীমাবদ্ধ রেখে বিনাউচ্চ মঞ্চে বিষয়বস্তুর অভিনয়, যাকে অঙ্গননাট্য আখ্যা দেওয়া হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তির আভিনায় বা খোলা জায়গায় একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে দর্শক থেকে পৃথক চিহ্নিত করে অভিনয়এলাকা বা অ্যান্ডিং আরিআ নির্ধারণ করে দর্শক পরিবেষ্টিত স্থানে নাটক প্রদর্শন এই শৈলীর অন্তর্ভুক্ত।

লোকআঙ্গিকের সুমুর কেন্দ্রীক গীতমুখর সংলাপ মিশ্রিত নাট্যায়নের গাছতলায়, হাটেবাজারে পরিবেশনের লোকআঙ্গিক পুরুলিয়া, কালাদা, বেগুনকোদার, ইলু, জারগো, হৈসলা অঞ্চলগুলিতে দেখা যেত। অধুনা যথক্ষিপ্ত দেখাও যায়। অনুরূপ লোকআঙ্গিকের প্রদর্শন বাঁকুড়া জেলার রানিবীথ ও খাতড়ায় আলোচ্য সময়কালে ছয়-এর দশক পর্যন্ত দেখা গেছে। উত্তর এবং পূর্ববাঁকুড়া, বাঁকুড়া সদর ও পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ বাঁকুড়ার বিভিন্ন ধরনের মঞ্চে অভিনয় এবং নাটক সৃষ্টির চালচিত্র এই লেখার উপজীব্য।

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ভূমির অন্তর্ভুক্ত বাঁকুড়া জেলা। প্রাকৃতিক ও জীবনশৈলীর বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই ভূমি। উত্তর এবং পূর্ববাঁকুড়া অর্থাৎ অধুনা বিষ্ণুপুর মহকুমা বলতে বিষ্ণুপুর,

Lokoswar

A Peer-Reviewed Research Journal

ISSN : 2320-5598

Edited by Dr. Sukanta Mukhopadhyay (Editor) & Dr. Manoj
Mandal (Executive Editor),

11th Year, Vol. 22, 31th March 2023

Rs. 375/-

Mobile-9339590771

Mobile- 9830432239

Journal Office Address : Rammohan Apartment, 19,
Rammohan Mukherjee Lane, Shibpur, Howrah-2
e-mail : lokoswarjournal@gmail.com

প্রকাশ

একাদশ বর্ষ, ২২তম সংখ্যা
৩১শে মার্চ, ২০২৩

বর্গ প্রতিস্থাপন ও প্রকাশ

Marali Prakasani

Jhilpar Road, Baksara, Howrah-711110

Mobile- 9339590771

মূল্য : ৩৭৫ টাকা

ইতিহাস প্রবন্ধমালা

ISSN-2074-8663

(Peer-Reviewed Journal)

বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৮, ফাল্গুন ১৪২৯/ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. সামিনা সুলতানা



ইতিহাস একাডেমি ঢাকা

মো. কামরুজ্জামান : বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদ, সাংবিধানিক সংস্কার ও অগ্রগতি (১৮৬১-১৯৩৫): একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	২২১
মো. আজিজুর রহমান নয়ন : তিতুমীরের মতাদর্শের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি পর্যালোচনা	২৩৫
ড. পলাশ মণ্ডল : সুভাষচন্দ্র ও সুভাষবাদ- অনিল রায়ের দৃষ্টিতে	২৪৩
ড. ইমতিয়াজুল আলম মাহফুয : আল-কুরআনে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান	২৫৩
ড. রওশন আরা আফরোজ : ব্রিটিশ আমলে বাংলায় নগরায়ণ (১৮৭২-১৯৪৭): একটি জনশুমারি ভিত্তিক পর্যালোচনা	২৬৭
ড. শ্যামল কান্তি দত্ত : বিদ্রোহীর রূপতত্ত্ব	২৮৩
বাবলু মল্লিক : বিংশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলার ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন: স্বামী বেদানন্দ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ	২৯৩
ড. কৃষ্ণ কুমার সরকার : কর্মকার জাতির ইতিহাস	৩০১
ড. তাসলিমা ইসলাম : শহর চট্টগ্রামের বিকাশ ধারা: মুঘল আমল	৩১১
ড. ত্রিদিব মণ্ডল : শিল্প ও বাণিজ্য সংকটে দেশভাগের প্রভাব: প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প	৩২১
ড. হাসনারা খাতুন : মুসলমান সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রিকা: ধর্মচর্চা এবং সম্প্রীতি প্রচারের নানাদিক	৩৩১
সানজিদা মুস্তাফিজ : শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশের আইনগত প্রচেষ্টা: একটি পর্যালোচনা	৩৪১
রাণু মিস্ত্রী : এক অনন্য বিপ্লবী মানবতাবাদী: ফুলরেণু গুহ	৩৬৫
ড. সানিয়া সিতারা : শামসুন নাহার মাহমুদ: বাংলায় নারী ক্ষমতায়নের অগ্রদূত	৩৭৫
মাহফুজা হিলালী : নওয়াব ফয়জুল্লাহ চৌধুরাণী: বঙ্গীয় নারীপ্রগতির পথিকৃৎ	৪১১
ড. দেবনারায়ণ মোদক : 'বৃহত্তর কুষ্টিয়া'-র অতীত ও বর্তমান: 'অবিভক্ত নদিয়া'-র উত্তরাধিকার ও দেশভাগ-উত্তর প্রশাসনিক সংস্কার	৪২৩
ড. সুব্রত নন্দী : কোলকাতা শহরে উদ্বাস্তু নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান: একটি পর্যালোচনা (১৯৪৭-১৯৭১)	৪৩১
তপন কুমার মন্ডল : কুর'আন ও হাদিসের আলোয় উনিশ-বিশ শতকে ইসলামি বাংলা সাহিত্য চর্চা	৪৩৯
দীপংকর শীল : চা বাগানের ভাষা ও শিক্ষা পরিস্থিতি: প্রেক্ষিত	৪৪৭

Itihas Eshana

4

ইতিহাস ও ইতিহাস আশ্রিত বিষয় নির্ভর আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে পঠিত
গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ
শংসায়িত নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী

A collection of peer-reviewed selected interdisciplinary research papers presented at the
5th International Conference of Bangiya Itihas Samiti Kolkata held at Surendranath College, Kt
on 25th and 26th March 2022.

ISBN: 978-81-953260-9-9

প্রথম প্রকাশ

২৫ মার্চ, ২০২৩

কপিরাইট

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি, কলকাতা

প্রকাশক

শ্যামল ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা-র পক্ষে

অরুণা প্রকাশন

২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত

পাণ্ডুলিপি সংশোধন ও সম্পাদনা: প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

বর্ণসংস্থাপন: সুকল্যাণ গাইন

মুদ্রণ

নিম্বার্ক অফসেট

৪এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য: ৮০০ টাকা।

২৪	সুব্রত বাড়ই	উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে বাঙ্গালী বাবু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গঠন ও তাঁদের অবলুপ্তি	৩৪৩
২৫	সৌমেন মণ্ডল	শিউলিদের ইতিহাস, জীবিকা ও সমস্যার 'বারমাস্যা': একটি পর্যালোচনা	৩৫৫
২৬	সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা	নগরায়নের ধারায় দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল	৩৭৪
২৭	সুব্রত নন্দী	বন্দরের শ্রমিক এবং মেসার্স বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি (১৮৯৫-১৯৪৮)	৩৮৫
২৮	দেবব্রত দাস	উনিশ শতকে বঙ্গে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনে মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র	৩৯৭
২৯	সোমা ঘোষ	ধর্ম ও ঐতিহ্যঃ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সম্রম ও সুরক্ষার অন্তরালেরাজপুত নারীর জীবনধারা	৪২০
৩০	কৃষ্ণ কুমার সরকার	বাংলার এক বিস্মৃত জননায়ক মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৮৮০-১৯৪৩)	৪৩২
৩১	শ্রেয়া রায়	ভারতে নারী ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন ধারা ও তার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	৪৪৫
৩২	সঞ্চলিতা ভট্টাচার্য	ভারতে আভরণের বিবর্তন: ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	৪৭৬
৩৩	শুভজিৎ বিশ্বাস	ইতিহাসের আলোকে নদিয়া জেলার রাম মন্দির ও সংস্কৃতি: একটি পর্যালোচনা	৪৯১
৩৪	শক্রম্ণ কাহার	অবাঙালি হিন্দু চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান	৫১২
৩৫	সায়ন চৌধুরী	শরীর, মন, যৌনতা: একটি ত্রিকোণ সম্পর্কের প্রাথমিক পর্যালোচনা	৫২৭